কাব্যমালঞ্চ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্রণীত

পপুলার এজেন্সী

২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

যাঁহাদের একান্ত আগ্রহে এই সঞ্চয়ন প্রকাশিত হইল, মালঞ্চের সেই মালাকর কবি-বন্ধু শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্তকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ভিন্ন আমার অন্য কোন বক্তব্য নাই।

ইলাবাস
হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ
শ্রাবণ, ১৩৪৩

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রদ্ধেয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়

করকমলেষু

গ্রন্থকার

সূচী

প্রাণ ও গান—১

স্বপ্ন ও মায়া—৩৯

পল্লী ও প্রকৃতি—৫৭

ছায়া ও ছবি—৭৩

ফুল ও মুকুল—১০৩

এপার-ওপার—১২১

প্রেম ও পূজা—১৬৯

দেশ-দেবতা—২০১

প্রীতি ও স্মৃতি—২২৩

গল্প ও গাথা—২৫৩

কায়া ও ছায়া—২৯৯

কাব্যমালঞ্চ

প্রাণ ও গান

কেয়াফুল

ফুল চাই—চাই কেয়াফুল ?
—সহসা পথের 'পরে
আমার এ ভাঙা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল !

তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে-থেকে ঝরিতেছে জল ;
পবন উঠিছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে,
মেঘে-মেঘে বাজিছে মাদল !

জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি' আর্ত্ত অন্ধকার ;
কোনমতে কাজ সারি'
যে যার ফিরেছে বাড়ী,
ঘরে-ঘরে বন্ধ যত দ্বার।

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি' যত জীবনের ভুল ;
অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কাণে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়াফুল !

পাগল ! আজি এ রাতে,
এ দুর্য্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী ;
তার মাঝে কে-বা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে !—
কোথায় বা হবে বিকিকিনি ?

পবন উঠিল মাতি' !
কিছুক্ষণ কাণ পাতি'
মনে হ'ল—গিয়াছে বালাই ;
সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
ফুল চাই—কেয়াফুল চাই !

ভাবিলাম মনে-মনে—
হয়ত বা এ জীবনে
কোনও দিন কিনেছিনু ফুল ;
সেই কথা মনে করে'
আজও বা আশায় ঘোরে,—
কিম্বা কা'রে করিয়াছে ভুল !

তাড়াতাড়ি আলো তুলি'
বাহিরিনু দ্বার খুলি',
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—
মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারী-বালা—
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে!

কহিলাম, এ কি কাণ্ড!
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর?
এ প্রলয়ে কারও কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে?
কেন মিছে বহিছ এ ভার!

আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদু হাসে—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
"যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল যে শিরে ধরি;—
কপালে লিখিল বিধি তাই!

—বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন—
এ দুর্দ্দিন কি-বা তার কাছে?
—ওগো, তুমি নেবে কিছু?"—
নয়ন হইল নীচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে!

খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে,
ফুলবাসে ভরি' দেহ-মন ;
ঝর-ঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছল-ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ !

বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায় !—লাগিল তা'
নয়নে বচনে সর্ব্ব দেহে !
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরা'ল ঘাড়—
ঊর্দ্ধে যেন কি দেখিবে চেয়ে !

না কহিয়া কোনও বাণী
পসরা লইনু টানি'—
মূল্য তার হাতে দিনু যবে,
উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা, এ কি—এত কেন হবে !

কহিনু—"যা' কিনিলাম,
এ নহে তাহারই দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে ;
এক পণ—দুই পণ—
যেদিন যেমন মন ;—
তাহারই আগাম দিনু তোরে।"

কতক বুঝে' না-বুঝে'
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে'—
বহু কষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে'
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে
পসারিণী লইল বিদায়।

ফিরিনু একলা-ঘরে—
বাদল তখনও ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল ;
শয্যা লইলাম পাতি',
নিবায়ে দিলাম বাতি—
আবার আসিল বেগে জল !

রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,—
বিজলী চমকি' কা'রে চায় !
কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ-ব্যাকুল-ব্যর্থতায় !

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল ;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে'
কাননের যত কেয়াফুল !

———

অন্ধ বধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি !
আস্তে একটু চল্ না, ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল !—নয় ?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে—
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় !
জষ্টি আস্‌তে ক'দিন দেরী ভাই,—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?

—অনেক দেরী ? কেমন করে' হবে !
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,—
দখিণ হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই ;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে,
পা পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই !
মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের ধন্দ চুকে' যায় !

দুঃখ নাইক—সত্যি কথা শোন্,
অন্ধ গেলে কি আর হবে বোন ?
বাঁচ্‌বি তোরা—দাদা ত তোর আগে ;
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ী আসার পথ খুঁজে' না পাবে—
দেখ্‌বি তখন—বিদেশ কেমন লাগে !
—কি বল্লি ভাই, কাঁদ্‌বে সন্ধ্যা-সকাল ?
হা অদৃষ্ট, হায়রে আমার কপাল !

কত লোকেই যায় ত পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ী আসে ?
 চৈতালি কাজ, কবে ত সেই শেষ !
পাড়ার মানুষ ফির্‌ল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
 ফিরে' আসার নাই কোনও উদ্দেশ !
—ঐ যে, হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে' আসতে হবে ত তার কাছে !

—এইখানেতে একটু ধরিস্ ভাই,
পিছল ভারি—ফস্‌কে যদি যাই—
 এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে !
আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
 তবু দু'দিন অভাগিনীর কাছে !
জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আস্‌ব দীঘির তীরে।

'চোখ-গেল' ঐ চেঁচিয়ে হ'ল সারা !
আচ্ছা দিদি, কি কর্‌বে ভাই তা'রা—
 জন্ম লাগি' গিয়েছে যার চোখ !
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার—ছাই !
কাঁদ্‌তে পেলে বাঁচ্‌ত সে যে ভাই,
 কতক তবু কম্‌ত যে তার শোক !
'চোখ-গেল'—তার ভরসা তবু আছে—
চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে !

—টানিস কেন ? কিসের তাড়াতাড়ি ?
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ী,
একলা-থাকা সেই ত গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা দুখের আলাপন ;
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত'
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত !

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে—
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে,
বন্দ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চির-বিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
সকল বালাই বয়ে আপন মাথায় !
—দেখিস তখন, কাণার জন্যে আর
কষ্ট কিছু হয়না যেন তাঁর ।

তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আস্‌তে বল্‌বনাক আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয় ?
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয় !
শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে' !

—

পাহাড়িয়া বাঁশী

পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় ;—
পাষাণের বুক চিরে'
ধ্বনি কি জন্মিল ফিরে' ?
ব্যথায় বাতাসে চিড় খায় !
শৈলে শৈলে ধ্বনি লাগে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফণী জাগে,
বনে বনে প্রমত্ত ময়ুর ;
গগনে লাগায় মেঘ
পবনে জাগায় বেগ,
নেচে উঠে নির্ঝর-নূপুর !
বিরহ-ব্যাকুল বেদনায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় !

বনের বর্ব্বর হিয়াহীন ;
কঠিন কঠোর কায়,
নাহি যার দুঃখদায়—
শিশুপ্রায় সরল স্বাধীন !
তারে কে শেখালে সুর !
সুধা হ'তে সুমধুর—
সুবিধুর বিরহের ব্যথা !
মুরলীর রন্ধ্র ভরি'
বাহিরায় মূর্ত্তি ধরি'—
পাষাণে সঞ্চারি' চঞ্চলতা !
ফুকারিয়া জীবন-প্রিয়ায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় !

গিরিপারে খাসিয়া-বস্তিতে,
তারি সে পরাণ-প্রিয়া—
করুণ তরুণী-হিয়া
ধূলায় লুটায় সে ধ্বনিতে!
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বার—
চারি ধারে অন্ধকার,
দীর্ঘ পথ, সুদূর বাঁশরী—
তাই সে সুরের স্পর্শে
চোখে শুধু ধারা বর্ষে
পরবাসী প্রিয়-মুখ স্মরি';
তবু সে নিঠুর শুধু, হায়!
জেনে-শুনে' বাঁশুরী বাজায়।

দুইপারে দুইটি হৃদয়,—
সুরের বিদ্যুৎ-রথে,
অজানা উজান পথে—
এমনি করিয়া পরিচয়!
দেহ দূরে পড়ে' আছে—
মনে মনে তবু কাছে,
মাঝে বহে বিরহের নদী;
অপার সে পারাবার
দু'য়ে করে পারাপার
সুরের সেতুতে নিরবধি!
পরে শুধু চমকিয়া চায়,—
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায়!

প্রিয়া

আমার প্রিয়ার নয়ন নহেক
হরিণীর চেয়ে ভালো,
আঁখিতারা তার কালো বটে, নয়
ভ্রমরীর চেয়ে কালো !
চঞ্চল আঁখি-ইঙ্গিতে কভু
খঞ্জন নাহি নাচে,
বেণীর তুলনা শুনিয়া নাগিনী
লাজে না লুকায়ে বাঁচে !
মুখখানি দেখে' চাঁদ বলে' কারও
ভুলে'ও হয় না ভুল,
দন্তরুচির কান্তি লভিতে
ফোটেনা কুন্দ ফুল !
মধুর অধরে মধু আছে, তবু
ভ্রমর নাহিক ভুলে,
কালো মেঘ ভেবে' আকাশের তারা
ফুটিতে আসেনা চুলে !

পাগল নহিলে বলিবেনা কেউ—
কথায় অমিয়া ঝরে,
হাসির সহিত তুলনা হেরিয়া
জ্যোছনা হাসিয়া মরে !
চারু চরণের নূপুর শিখিতে
হংসী চাহেনা ফিরে',
চরণ ফেলিতে কোনও বনফুল
ফোটেনা চরণ ঘিরে' !

চরণকমল শুনিয়া কমল
রাগে রাঙা হয়ে ফুটে,
তনুলতা সাথে তুলনা শুনিয়া
লতিকা শিহরি' উঠে!
রং যে তাহার কত সুন্দর—
শতবার তাহা জানি,
তাই বলে' সে যে 'দুধে-আল্‌তায়',
—সে কথা কেমনে মানি?

মিথ্যা মায়ায় সাজাইতে তারে
নাই কোনো প্রয়োজন,
সকলের চেয়ে সত্য সে মোর—
যাহারে সঁপেছি মন।

পত্র-পরিচয়

পত্র-পথে বারেক দেখা—আঙুল চারেক জমীর 'পরে—
মসীমাখা মোহর-আঁকা চৌকা সাদা খামের ঘরে!
কোকিল নহে—ডাকের ডাকে, আখর-আঁটা বেড়ার ফাঁকে,
একটি কেবল কথার হাওয়ার আভাস শুধু তিলেক তরে—
স্পর্শে যাহার মনের বনে ভাবের গাছে মুকুল ধরে!

বসন্তে নয়, নয় বরিষায়—বৈশাখী এক দ্বিপ্রহরে,
নিম্ব-শাখার পাতায়-ঢাকা কেউ-না-থাকা একলা-ঘরে;
এ পরিচয়—কি পরিচয়! মিলন-রসের কোন্ অভিনয়?
চমকে-চাওয়া, থমকে-যাওয়া কোন্ না-পাওয়া পাওয়ার তরে;
একটি নাম আর একটি কথায়—না জানি কোন্ শক্তি ধরে!

মূর্ত্তি কোথায়—রূপটি কি তার, কেমন করে' জান্‌ব তা'রে !
কল্প-গাঙে জালটি ফেলে' কি ধরে' আজ টান্‌ব পারে ?
ছত্র-দুয়েক পত্র-লেখা, সেই কি তাহার চিত্র-রেখা !
চোখটি তাহার, চুলটি তাহার—জ্বল্‌ছে যাহার অন্ধকারে ;
নামটি তাহার ফুলটি কি সে—মুগ্ধ করে গন্ধভারে !

পত্র-পথে সেই সে দেখা,—তাও সে শুধু বারেক তরে ;—
আজো তাহার দাগটি আছে গোপন মনের বিজন ঘরে ;
কত জনের কতই আলাপ, হয়ত তাদের নাই কোন' ছাপ ;
মায়ার মোহের কতই বাঁধন—কেটেছি এই আপন করে ;
তারি মাঝে একটি কোথায় রয়ে গেছে কেমন করে' !

ভুল

শেষ আয়োজন সাঙ্গ যখন,
বিদায় নিয়েছি ধরণীতে—
চরণ বাড়া'ব বৈতরণীর তরণীতে ;
—তখন তোমার সময় হ'ল কি,
হ'ল অবকাশ অবশেষে ?
সব বন্ধন ছিঁড়েছে যখন—
তখন আসিলে তুমি হেসে !

রবিশশীহীন আকাশেতে ক্ষীণ
পোঁহাতি তারার আলো জ্বলে—
তারি আভাখানি মূরছি কাঁপিছে কালো জলে !
অজানা নূতন শীত-শিহরণ—
বুকে এসে লাগে খোলা হাওয়া ;
বৃথা অভিসার আজিকে তোমার—
এখন কি যায় ফিরে' যাওয়া ?

ক্ষতি ক্ষোভ যত, এবারের মত'
রয়ে গেল ঐ কিনারাতে—
বুকে করে'-করে'—ফিরিতাম যারে দিনেরাতে !
ছুটি পেলে আর ফিরে কি বন্দী ?
বন্ধু, তাহারে ডাক' মিছে ;
বুকের পাঁজরে আজও ব্যথা করে—
আর কি চাহিতে পারি পিছে ?

কত কাঁদা-হাসা কত যাওয়া-আসা,
ঘাট হ'তে ঘাটে আনাগোনা—
হৃদয়-হাটের বেচাকেনা কত জানাশোনা—
সব স'পিয়াছি ঐ কালো জলে—
আর কি ফিরা'তে পারি তারে ?
ওপারের আলো নয়ন ভুলালো—
এখনও চাহিব চারিধারে ?

বন্ধু আমার, নিশীথ-আঁধার
ঘনায় তোমার কালো কেশে—
আঁখিতারা দু'টি জ্বলিছে তাহারি তলদেশে !

মাঝে-মাঝে তাই ভুল হয়ে যায়,
এপারে-ওপারে মেশামেশি ;
কোথা ধ্রুবতারা, কোথা বা কিনারা—
জীবন হ'ল যে শেষাশেষি !

ছিল একদিন—চাহিলে যেদিন
নয়ন ভুলিত সব চাওয়া—
নিমেষে যেদিন পরাণ পাইত সব পাওয়া !
সব সমীরণ দখিণ পবন—
নন্দন হ'ত ধরণী যে !
আজ আর তবে চাহিয়া কি হবে—
সেদিন স্মরণ করনি যে !

রাত্রি ঘনায়—যাত্রীরা যায়,
শেষ ডাক ঐ কাণে আসে—
হারে অভাগ্য ! এ সময়ে কেউ ভালবাসে !
তরী উঠে দুলে'—রশি যায় খুলে',
ঊর্ম্মিরা করে কাণাকাণি—
আকাশে পবনে সাগরে গগনে
এখনি যে হবে জানাজানি !

আর দেরী নাই—যাই তবে যাই,
ক্ষমা কর' প্রিয়, ক্ষমা কর'—
বিদায়ের মাঝে মিলনের মধু মুখে ধর' ;
বয়ে যায় ক্ষণ—এখনও নয়ন
ফিরাও করুণ ব্যথামাখা—
খাঁচার পাখীরে ছেড়ে দিয়ে ফিরে'
কেন আর তারে ধরে' রাখা ?

ফুলে' উঠে পাল—ঘুরে' যায় হাল,
গরজে ঊর্ম্মি—হাওয়া হাঁকে—
হায়রে অবোধ, এ সময়ে কেউ ধরে' রাখে ?
বিদায় ! বিদায় !—ফিরে' দেখি হায় !
তরণী যে নাই নদীকূলে—
হায়রে কপাল ! ইহ-পরকাল
গেল জীবনের একই ভুলে !

শত্রু

কে বলে তাহারে দরদী আমার, অনুরাগী বলে কে ?
মনে-মনে আমি ভালো জানি—মোর পরম শত্রু সে !
শত্রু না হ'লে যেখানে-সেখানে চোখে-চোখে রাখে ঘিরে,'
শত্রু না হ'লে পথে-পথে মোর পায়ে-পায়ে সে কি ফিরে ;
শত্রু না হ'লে যেদিন হইতে আঁখিতে পড়েছে আঁখি,
নয়ানের নিদ'বয়ানের হাসি কেড়ে' লয় দিয়ে ফাঁকি ?

তুষের অনলে তনু-মন জ্বলে, বাঁধিয়া কে যেন মারে,
শত্রু না হ'লে হেন দুখ দিতে আন-জনে কি বা পারে ?
মন উচাটন—না মানে বারণ—এমন হইল কিসে ?
মিলিলনা মণি—পরাণ কেবলি জরিল বেদনা-বিষে !
পিরীতের নামে কি রীতি তাহার, বুঝিয়াছি আমি ভালো,
ভিতরে তাহার কিবা হবে আর, বাহিরে যাহার কালো ?
পরনারী আমি, পরঘরে বাস—জানিয়া-শুনিয়া তবু—
শত্রু না হ'লে এ হেন যাতনা দিতে পারে কেহ কভু ?

বসিতে আহারে গলা চেপে ধরে—নিশীথে শয়ন নাই,
আপন-জনাতে কুশল পুছিলে ভ্রূকুটি-নয়নে চাই ;
সখী-সাঙ্গাতীরা কাছে বসে যদি, মনে-মনে বাসি ভয়—
আমারি নিন্দা-কাণাকাণি ভাবি, কেহ যদি কথা কয় ;
গুরুজনসাথে পথে বাহিরিতে চমকি' উঠি যে ডরে,
কি হ'ল বলিয়া সাথী-পরিজনে আঁখি-চাওয়া-চাওয়ি করে ;
দিবসে দু'পরে মূরছিয়া পড়ি—লোকে করে বলাবলি,
যাগ-যোগ করে—দুষ্ট লোকের দৃষ্টি পড়েছে বলি' ;
মন সামালিতে জোর করে' কভু যাই যদি গৃহকাজে,
শক্রুরই সেই মুখখানি ফিরে' পড়ে যে মনের মাঝে ;—
কি হ'ল আমার—একি ব্যবহার ! মরমে রয়েছি মরি,
কাহারে বলিব কি যে হয় মনে, বুঝাব কেমন করি' !
ওরে—তোরা তবু বলিবি—আমার বড় অনুরাগী সে—
এমন শক্র হয়নাক তারও, পরম শক্র যে !

কুল-রমণীরে প্রণয়ে ভুলায়,—বন্ধু কে তারে বলে ?
বন্ধু কখনও প্রণয়ী-জনারে প্রাণে মারে পলে-পলে ?
তাইত তাহারে সকল-অধিক শক্র বলিয়া জানি,
এ হেন শক্র যাহার—তাহার মরণই সে ভাল মানি !
চারিধারে কাঁটা, তারি মাঝে হাঁটা—দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই,
প্রাণ বাহিরায়—মুখ ফুটে' তবু কাঁদিবার পথ নাই ;
ভিতরে-বাহিরে স্মৃতির আগুন ধিকিধিকি দিবারাতি
দহে দেহমন—তবু যে তাহারে নিতে হবে বুক পাতি' !
তিলেক মিলনে শতেক বিপদ, পলকে হারাই ফিরে',
বিরহদহন অসহ বেদন, সে আর বলিব কি রে ?
তবু লোকে কেন সুখের লাগিয়া প্রণয়েরে মনে ভজে ?
অপরে মজায়ে জীবনে-মরণে আপনি তাহাতে মজে !
হেন মনে হয়, শক্রুরে নিয়ে চলে' যাই কোনও খানে—
শেষ-বোঝাপড়া করে' নিই দোঁহে জীবন-মরণ দানে !

———

প্রেমের কথা

বাস্‌তে ভালো পারব কি না তারে—
সত্যি কথা শুন্‌তে যদি চাও,
পারবেনা রাগ কর্‌তে আমার 'পরে,
আগে আমায় সেই কথাটা দাও।
নিত্যি ভালো বাস্‌ছে ত সব লোকে,
শক্ত কথা কি আছে এর মাঝে,
—বল্‌ছ বটে,—তাইতে আরো আজ
দ্বিগুণ ব্যথা বক্ষে আমার বাজে!
ভালবাসি বল্‌ব কেমন করে' ?
বাস্‌তে ভালো চক্ষে আসে জল ;
ভালবাসার অর্থ জেনেছি যে,
তাই সে কথা বল্‌তে নাহি বল!
অভিনয়ের লোভ আছে যার মনে,
অসত্যে যার মিটেনিক সাধ,
করুক সে জন প্রেমের দেবতারে
কপট সেবার অপার অপরাধ।

ভালো যারে বাস্‌ব মনে প্রাণে,
দুর্দ্দশা তার দেখ্‌ব বেঁচে চোখে ?
বাপের ভিটা রইবে তাহার বাঁধা,
বান্ধবেরা লাঞ্ছিত তার লোকে!
আঁচল পেতে পথের ধারে বসে'
ভিক্ষা-অন্নে রাখ্‌বে সে তার প্রাণ,
তবু তারে বল্‌ব ভালবাসি,—
হায়রে, ভালবাসার অভিমান!

যে কেহ যার প্রেমের পাত্র হেথা,
দেবতা সে—প্রেমের মন্ত্রে তার,
তুচ্ছ হ'লেও সে যে তাহার রাণী,
বিশ্বে যে তার স্বাধীন অধিকার !
যে অভাগ্য শক্তিহারা নিজে,
দুর্ব্বলতায় আপ্‌নি মৃতপ্রায়,
সে অক্ষমও বল্‌বে ভালবাসি—
ধিক্কৃত তার কাপুরুষতায় !

ভালবাসা সতেজ মাটির ফল,
ভালবাসা মুক্ত হাওয়ার ফুল,
ভালবাসা অসীম পারাবার,
নাইক তলা নাইক তাহার কূল !
পায়ের তলায় গর্ত্তে যাহার বাস,
সম্বন্ধ তার থাকতে অন্য পারে,
প্রেমের কথা সে যেন না বলে,
প্রেম নাহি তার চতুঃসীমার ধারে !

বাহুর শক্তি রয়েছে যার বাঁধা,
চোখের জ্যোতি গিয়েছে যার কেঁদে,
নির্জীবতার অটুট নাগপাশে
আষ্টে-পৃষ্ঠে রেখেছে যা'য় বেঁধে ;
তার কাছে আর প্রেমের উঁচু কথা
তুলোনাক, ধরি তোমার পায়,
অন্ধ চোখে অশ্রু দেখা সে যে—
ব্যথার উপর ব্যথাই বেড়ে' যায় !

আপন মাকে মা বল্‌তে যে নারে,
আপন ভায়ে ডাক্‌তে সাহস নাই,
বোনের লজ্জা দাঁড়িয়ে যে জন দেখে,
আপন ঘরে পর যে সর্ব্বদাই ;
ধর্ম্ম যাহার পরের পায়ে ধরা,
কর্ম্ম যাহার পয়সা দিয়ে কেনা,
মৃত্যুকে সে বাসুক ভালো শুধু—
চুকিয়ে দিতে ভাগ্যদেবের দেনা !
লিখুক কবি ছন্দে এবং গানে,
আঁকুক ছবি মুগ্ধ চিত্রকর,
গল্পলেখক রচুক বসে' পুঁথি,—
পাঁচশ' পাতায় পূরিয়ে কলেবর ;
ঘরে-ঘরে রাত্রে এবং দিনে
যতই তোড়ে চলুক অভিনয়,
তবু আমি বলব তোমার কাছে—
প্রেমের কথা তাদের তরে নয় ;

———

ক্ষমা

ভৃত্য। জয় হোক্—

দেবী। থাক্—আর কাজ নাই জয়ে,
কাজ নাই স্তুতিমুগ্ধ মধুর বিনয়ে ;
বৃথা বাক্যে নাহি ফল, শুন' অতঃপর—
কার্য্য হ'তে ভৃত্য তুমি লহ অবসর।

ভৃত্য। অন্তরে বহিয়া তীব্র অপরাধরাশি,
হে দেবি, চরণপ্রান্তে দাঁড়াইনু আসি' ;
কোনও ভিক্ষা নাই আজ ; সর্ব্বলজ্জা ভুলি'
যে দণ্ড বিধান কর' শিরে লব তুলি'।
দুর্ব্বলতা আজি মোর দহিছে হৃদয়—

দেবী। আর নহে দুর্ব্বলতা, শুনহ নিশ্চয়—
চিত্তে মোর বিন্দুমাত্র ক্ষমা নাহি আর।
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি' আর কতবার
নিজেরে করিব খর্ব্ব !

ভৃত্য। —মরি অনুতাপে,
চিরদোষী ভক্ত তব—বিধাতার শাপে !

দেবী। দোষীরে করিতে ক্ষমা অক্ষম আপনি—
সর্ব্ববিশ্বভুবনের অধীশ্বর যিনি !
আমার কি আছে সাধ্য ? শাস্তি—সেও তাঁর
অতুলনা মহাশক্তি, ক্ষমাশক্তি যাঁর ;
তাই আজি—

ভৃত্য। লব শাস্তি—সেই ভাল, দেবি ;
এতকাল কাটাইনু শ্রীচরণ সেবি'—
চিত্ত মোর তবু নহে বশ। চিরকাল
রয়ে গেল মর্ম্মমাঝে কলঙ্ক জঞ্জাল !
চাহিনা লভিতে ক্ষমা, শাস্তি চাহি তার—
ক্ষমা যেথা করুণার অপব্যবহার !

দেবী। কি কহিব—কথা নাহি সরে, দুর্ব্বলতা—
হোক্ দুর্ব্বলতা, তবু অন্তরের কথা
কে পারে লঙ্ঘিতে। হায়, ভক্ত ভাগ্যহীন,
অপরাধ ক্ষমিনু আবার ; চিরদিন
মাখে যারা কলঙ্কিত ধরণীর ধূলি,
ক্ষমা বিনা কে তাদের লবে কোলে তুলি'!

আসল কথা

অমন করে' চেয়োনা আর—
দেখ্‌ছনা, ঐ দূরে আকাশ 'পরে
তারারা চোখ মিটমিটিয়ে
চাওয়া-চাওয়ি করছে পরস্পরে ;
আবার শোন, সন্ধ্যা-হাওয়ায়
সেই কথারি হচ্ছে কানাকানি—
এরি মধ্যে চারিধারে
কেমন করে' পড়্‌ল জানাজানি

—আবার কেন, শুনেইছি ত—
মিথ্যা ব্যথা বাড়িয়ে কিবা ফল !
পারব না যা'—মিছা কেন ?
ছাড়্বেনা না-দেখে চোখের জল ?
সর' সর'—পথ ছেড়ে দাও,
হচ্ছে দেরী—কাজ যে আছে বাকী—
ঐ শোন', কে ডাক্‌ছে আবার—
এরি মধ্যে সন্ধ্যা হ'ল নাকি !

সন্ধ্যা নয়ক—মেঘ করেছে ;
এক্ষণি ঝড় আস্‌বে আকাশ ছেয়ে,
জান্‌ছি—পথে কষ্ট পাবে,
বৃষ্টিজলে উঠ্‌বে ভিজে নেয়ে !
কখন্ থেকে বল্‌ছি যেতে,—
আমার কথা—শুন্‌বে না ত কানে,
রোগা শরীর—পথের মাঝে
ঠাণ্ডা লেগে কি হবে কে জানে !

একটু না হয়,—ব'সেই দেখ ;
যে ঝড় এল—যাবেই বা কি করে',
আমিও কাজ সেরেই আসি—
আবার কেন রইলে দুয়োর ধরে' !
বাদ্‌লা বাতাস লাগ্‌ছে গায়ে—
সে দিকে হুঁস হবে তোমার কবে ?
তাইত বলি—এমনতর
ক্ষ্যাপা মানুষ ! কি দশা যে হবে !

—না না, আমি শুন্‌ব না আর
কোনও কথা এমন করে' একা,
হাওয়ার হাঁকে ঘুরছে মাথা,
বৃষ্টিধারায় চক্ষে না যায় দেখা ;
বাদল বায়ে কাঁপ্‌ছে দেহ—
কে ঐ শোন', কাঁদ্‌ছে নীচের তলায়,
ওমা, চোখে জল এল যে !
কোন্‌খানে দোষ হ'ল বা কি বলায় !

একি—তুমি সত্যি গেলে !
যা ভেবেছি—তাই কি হ'ল শেষে ?
কেমন করে' যাবে তুমি—
বৃষ্টিধারায় পথ যে গেছে ভেসে !
অবুঝ হয়ে এমন শাস্তি
দিলে আমায়—এম্‌নি অভিশাপ—
না-হয় আমি ভুল করেছি,
তুমি না-হয় করতে আমায় মাপ !

ভাব্‌তে আমি পারি না যে—
না-হয় যেতে একটুখানি বাদে—
নিজের দেহে দণ্ড নিলে
এম্‌নি করে' পরের অপরাধে !
পথের মাঝে জলে ভিজে'
রোগা শরীর—যদিই কিছু হয়—
না না—তুমি ফিরে' এস,
ও গো, আমার সত্যি কিছুই নয়

মিলন

কাল রজনীতে উঠেনাই চাঁদ, ফুটেনি একটি তারা,
বিরহী বাতাস আঁধারের মাঝে হয়েছিল দিশাহারা ;
জোনাকী জ্বলেনি যূথি-মালঞ্চে, ঝিঁঝিটি ডাকেনি ঝাড়ে,
টিটিপাখী শুধু টিট্‌কারী দিয়া কেঁদেছে দীঘির পাড়ে ;
তারি মাঝে আমি ইমন-বেহাগে সেধেছিনু বাঁশীখানি,—
কেহ না শুনুক্—তুমি শুনেছিলে, আমি তাহা মনে জানি !

আজ রাতে যবে ঝর-ঝর ধারে বাদর ঝরিছে মেঘে,
হরষ-সরস কণ্ঠ তুলিয়া ভেকেরা উঠেছে জেগে,
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিকল বাজিয়ে বায়ু দিয়ে যায় নাড়া,
আর্দ্র-পাখায় সিক্ত-শাখায় পাখীরা না দেয় সাড়া ;
কাহার হৃদয় কাঁপিছে সেতারে মল্লারে মীড় টানি'—
সে ব্যথা কাহার, কেহ না জানুক, আমি তাহা মনে জানি !

কোথায় কাঁপিছে করুণ সেতার, কোথায় কাঁদিছে বাঁশী,
দু'টি অন্তর কত দূর থেকে তবু কত পাশাপাশি !
দু'টি হৃদয়ের ইঙ্গিত দিয়া হৃদয়ের বিনিময়,
দু'টি সুকরুণ সঙ্গীতমাঝে সুনিবিড় পরিচয় !
কোথা পড়ে' আছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে আসি' প্রাণ,-
অন্তরায়ের অন্তর টুটি' মিলনের মহাগান !

এমনি যেন গো চিরদিন ধরে' দূরে থেকে থাকি কাছে ;
এর বেশী যেন চেয়ে কোনও দিন কাঁদিতে না হয় পাছে ;
অন্তরমাঝে থাকিতে আলোক, দূরে কেন তারে খুঁজি ;
ভাল করে' যেন বুঝিবারে গিয়ে মূলেই ভুল না বুঝি !
দূরে থেকে যেন চিরদিনরাত দু'জনারে বাসি ভালো—
দু'খানি হৃদয় উজলিয়া রাখে প্রেমের অমৃত আলো ।

ঝরণাতলায়

পাহাড়ে' ঝরণা-তলে পাহাড়ে' তরুণীদলে
আজিকে পড়েছে কাণাকাণি ;
স্নানে আসিবার কালে কাননের আব্‌ডালে
কে জানি—গিয়াছে দৃষ্টি হানি' !
পরদেশী পরবাসী মিঠা সে মুখের হাসি—
বড় মিঠা আঁখির চাহনি ;
তরুণ সে গোরা দেহ দু'বার দেখেনি কেহ,
তবু সবে বেঁধেছে বাঁধনি !
তরল রজতস্বরে অঝোরে নিঝর ঝরে,
তারি তলে সারি-সারি শিলা ;
একে-একে দলে-দলে যুবতীরা কুতূহলে
তারি' পরে করে স্নানলীলা।
মুখে হাসি চোখে হাসি লাবণ্য উঠিছে ভাসি'
পরিপূর্ণ তনুদেহতটে,
বিচিত্র ধারার ভঙ্গি সহস্র খেলার সঙ্গী—
যোগ্যের সুযোগ্য রূপ বটে!
আঙিয়া খসায়ে কেহ মাজিতে সুন্দর দেহ,
সখী তার কহে পরিহাসে—
বুঝেছি মনের আশ,— পূরাইতে অভিলাষ—
ঐ দেখ্—পরদেশী আসে !
সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ি পরের বসন কাড়ি'
ঢাকিতে শ্রীঅঙ্গখানি তার,
অমনি সকলে মেলি' তারে লয়ে ঠেলাঠেলি—
হাসির তরঙ্গ চারিধার !
ছাড়িতে বুকের বাস কেহ লভে উপহাস,—
ছি ছি, ওকি ! দেখিছে বিদেশী !

বুঝেছি মনের ভাব এখনি হইবে লাভ,—
তোরি' পরে টান্ দেখি বেশী !
নিমেষে হাসির রোলে বালিকা ঠেকিয়া গোলে—
হাসিবারে গিয়া ফেলে কেঁদে,
মুখরা যুবতী যত আরো জোরে হাসে তত—
চারিদিকে বেড়ি' দল বেঁধে !
যার যাহা মনে লয়, তেমনই সে কথা কয়—
কথা কিন্তু সেই বিদেশীর ;
যৌবনের অভিশাপ— সুন্দর মুখের ছাপ
হৃদয়ে যতেক যুবতীর !—
চঞ্চল সরসীজলে মুগ্ধ রাজহংস চলে—
প্রত্যেক তরঙ্গে চিত্র তার ;
লুকায়ে কাননকোলে পথিকের চিত্ত দোলে—
ভাঙে বাঁধ বুঝি বা লজ্জার !

যৌবন চাঞ্চল্য

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা,
চারিধারে কেবলই পর্ব্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ।
এদিক ওদিক চায় গুণগুণি' গান গায়,
কভু বা চমকি' চায় ফিরে' ;
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে'।
সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ !

টস্‌টসে' রসে ভরপূর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপূর।
মেঘ ডাকে কড়্ কড়্ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তা'তে ;
উঘারি' বুকের বাস, পূরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি' নিজ হাতে !
অজানা ব্যথায় সুমধুর—
সেথা বুঝি করে গুরুগুর !

যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ-বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ দু'টি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে !
আপনার মনে যায় আপনায় মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি ?
—স্বরূপ জানেন ভগবান !
সহজে নাচিয়া যে বা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানিনাক তারো কি ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায় !

আশঙ্কা

দেখার জন্যে যেটুক্ চাওয়া, চাহনি তার তারো চেয়ে বেশী !
চেনা মানুষ, তবু দিদি, এ চাহনি বলো ত কোন্ দেশী ?
বুঝ্‌তে নারি তায়,
কেমন যেন কাঙালপনা—চাওয়ার বেশী আর যেন কি চায় !

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর—সেদিন দেখি, কূয়োর ধারে চাইতে এল জল,
রুখু মাথা শুক্‌নো মুখে চোখ দুটো তার তবু কি উজ্জ্বল !
একলা আমি ঘরে,—
কি করবো আর, জল দিতে তায়, তেম্‌নি করে' চাইল মুখের পরে !

ক্ষেতের পাশে চরায় ধেনু, তা ছাড়া কি মাঠ মিলেনা তার ?
ঘরের ধারে বাজায় বেণু—যখন তখন দিনে হাজার বার,—
এম্‌নি সুরে ভরে'—
যে সুরটি মোর মিষ্টি লাগে, কি আশ্চর্য্যি ! জান্‌ল কেমন করে' ?

মোরই নামের বক্‌না বাছুর, কাল দেখি যে, আদর করছে তাকে,—
কি করে' যে জান্‌ল সে নাম, 'পোড়ার মুখো' এতও খবর রাখে !
স্পর্দ্ধা দেখো তার,
আমার মুখেই এক রকম তো চুমো দিলি, তফাৎ কোথায় আর !

আজ সকালে দেখ্‌ছি আবার, বাঁশীটি তার দুয়োরে মোর পড়ে' !
এই ঘরে যে আমি থাকি, 'হতভাগা' জান্‌লি তা কি করে' ?
—এও তো বিষম জ্বালা,
দিনে রাতে এম্‌নি করে' প্রাণটা আমার করবি ঝালাফালা

ভাবছি মনে পালাই কোথাও, না-হয় চলে' 'তুই-ই কোথাও যা!
এমন করে' পায়ে পায়ে দিনে দিনে আমায় বিঁধিস্ না।
বুঝবে এবার লোকে,
খেতে শুতে চল্‌তে চাইতে পোড়ার মুখ আর পড়বেনাক চোখে।

ক'দিন থেকে দেখ্‌ছি না আর, সত্যি কোথাও চলেই গেল নাকি!
যেমন মানুষ—যেতেও পারে—বুদ্ধিটি তার বুঝতে নাই ত বাকী।
ভালোই হ'ল এবার—
সাধ্যি কারো থাক্‌বে না আর মন্দ লোকের আমায় খোঁটা দেবার:

দিব্যি সুখে কাট্‌ছে সময়, লোকের কাছে লজ্জা না আর পাই,
ঘুরে'-ফিরে' বেড়াই পথে, যখন তখন একলা, যেমন চাই ;
হাল্কা ফাঁকা মন,
মনের মধ্যে রাত্রি-দিবা 'ঐ রে' বলে' নাইক উচাটন!

কুয়োর ধারে তেম্‌নি একলা বসে' থাকি, চায়না কেহ জল,
তেম্‌নি করে' সকাল-সাঁঝে তাকায় না আর আঁখিটি বিহ্বল ;
বাঁশী লুটায় ঘরে,
বাছুরটা মোর তেম্‌নি চরে, বাহুপাশে কেউ না এসে ধরে!

দিদি, তোরা খোঁজ নে তো ভাই, আবার ফিরে' আসবে না ত আর ;
সজল চোখে আমার পানে চাইবে না তো আবার বারম্বার!
থাক্‌ব একা সুখে,
বাঁশীটা আর দিচ্ছিনাক,—কেমন শাস্তি! লুকিয়ে রাখব বুকে।

এদিক ওদিক কোথাও সে নাই, মাসে মাসে বছর গেল কেটে—
শ্রাবণ-ধারায় ভিজে ভিজে,' চোৎ-বোশেখে শুক্‌নো মাটী ফেটে!
যদিই থাকে বেঁচে,
দিদি, তোরা দেখিস্ শুধু পাগলটা মোর আসেনা ফের যেচে!

অনাহূত

সকলের চেয়ে অল্প আলাপ—

সব চেয়ে কম জানাশোনা তার সাথে,—

বারেকমাত্র পলকের দেখা

আয়োজনহীন দৈবের ঘটনাতে ;

একটি বা দু'টি অতি ছোট কথা,

অতীব সহজ—তার চেয়ে বেশী নয়—

সেও বহুকাল, কবে বা কোথায়—

ঠিক মনে নাই—ভুলে' গেছি পরিচয়।

তখন তরুণ—নয়ন করুণ ;

কত দিনরাত চলে' গেছে তারপর,

আঁধারে আলোকে বিষাদে পুলকে

কালের চক্র হয়েছে অগ্রসর ;

কত সুখদুখ কত বিস্ময়—

কত আকাঙ্ক্ষা কত না অন্তরায়—

কত কণ্টক বিঁধিয়াছে মনে

কত কঙ্কর ফুটিয়াছে পায়-পায়।

পথের সঙ্গী কত না পান্থ

এসেছে গিয়েছে কতদিন কতবার,

কাহারো সঙ্গে ক্ষণিকের দেখা,

কেহবা আজিও ছাড়েনিক অধিকার ;

পেতে-পেতে কেউ হারিয়ে গিয়েছে,

পেয়ে কেউ গেছে রেখাটি রাখিয়া মনে,

কাহারো বা শুধু দেখাই পেয়েছি,

পাওয়া আর তারে হয় নাই এ জীবনে।

দুখ-দুর্দ্দিন নামিয়াছে যবে—
বেদনা-বাদল পরাণ ফেলেছে ছেয়ে,
বলিনা এ কথা—কোন প্রিয়জন
বাহুবন্ধনে বাঁধেনি নিবিড় স্নেহে ;
তবু তারি মাঝে, জানিনা কেমনে,
চকিতের মত পড়েছে নয়নপাতে—
সেই সব চেয়ে অল্প আলাপ—
সব চেয়ে কম পরিচয় যার সাথে !

সুখ বলে যারে ইহসংসারে—
পাইনি কখনো, তাইবা কেমনে বলি !
বুকের মাঝারে তুফান জেগেছে—
চোখের মাঝারে আগুন উঠেছে জ্বলি' ;
শিরায় শিরায় শোণিত ছুটেছে—
তারি মাঝে তবু সহসা পড়েছে মনে—
সেই তারি কথা—দেখা শুধু যার
বারেকমাত্র মিলিয়াছে এ জীবনে !

শান্ত প্রভাতে, স্তব্ধ দুপুরে,
ঘন বর্ষায়—রাত্রি-অন্ধকারে,
নির্জ্জনে একা অথবা যখন
স্নিগ্ধ স্বজন ঘিরিয়াছে চারিধারে—
বিজলীর মত ছলকি-ঝলকি'
চিত্ত-আকাশে যায় সে মুরতিখানি—
সব চেয়ে কম চেনা যার সাথে—
সকলের চেয়ে অল্প যাহারে জানি !

ঘর্ঘরি' ঘুরে কর্ম্মচক্র—
কে যেন চকিতে চাহিল মুখের পানে ;
জপিতেছি বসি' ইষ্টমন্ত্র—
ফিস্-ফিস্ স্বরে কেবা কি কহিল কানে !
স্বপ্নের মত প্রেমের মতন
বিচিত্র সেই পাগল দেশের হাওয়া—
পাওয়া যা'—তাহারে ভুলাইয়া দেয়—
নিমেষের মাঝে না-পাওয়ারে করে পাওয়া !

নাই কি সে আজ ? চাই কি তাহারে ?
মনেরে লুকায়ে ভাবি কি তাহারি কথা ?
অভাবে তাহার পাই কি বেদনা—
অমিলনে তার পুষি কি গোপনে ব্যথা !
তাই বা কেমনে বলিব আজিকে ?
নয় নয়, ওগো ! তাও যে সত্য নয়,—
তবে কেন এই নিভৃত মনের
রঙ্গমঞ্চে অকারণ অভিনয় ?

খুঁজিনাই কভু জন্মান্তর—
খুঁজিলে হয় ত সঙ্গতি মিলে তার,
বুঝি নাই ভালো সুকৃতি অকৃতি,
সঙ্গের সাথী—সাথে হয় যে-বা পার ;
শুধু বুঝি—এই জীবনের সাথে
কোন্ অজ্ঞাতে বেঁধে দেয় কে বা ফাঁস,—
কৌতুক যার সত্যের মত
মর্ম্মে-মর্ম্মে দেখা দেয় বার মাস !

———

দ্বিপ্রহরে

বইয়ের পাতায় মন বসেনা,—
খোলা পাতা খোলাই পড়ে' থাকে,
চোখের পাতায় ঘুম আসেনা—
দেহের ক্লান্তি বুঝাই বলো কা'কে ?
কাজের মাঝে হাত লাগাব,
কোথাও কোনও উৎসাহ নাই তার,
চেয়ে আছি—চেয়েই আছি,
চাওয়ার তবু নাইক কিছু আর !

বেলা বাড়ে, রোদ চড়ে' যায়,
প্রখর রবি দহে আকাশতল,
ঝাঁঝাঁ করে ভিতর-বাহির,
চোখের পথে শুকায় চোখের জল ;
মোহাচ্ছন্ন মৌন জগৎ,
কোথাও যেন জীবনচেষ্টা নাহি,
ক্লিষ্ট আকাশ নির্ণিমেষে
দিনের দাহ দেখ্‌ছে শুধু চাহি' !

ঘরে-ঘরে আগল আঁটা,
আমার ঘরেই মুক্ত শুধু দ্বার,
সেই যে খুলে' চলে' গেছে—
তেম্‌নি আছে, কে দেয় উঠে' আর !
পথের ধারে নিমের গাছে
একটি কেবল তিক্ত-মধুর শ্বাস
ক্ষণে-ক্ষণে জানায় শুধু
গোপন বুকের উদাসী উচ্ছ্বাস !

হাহা করে তপ্ত হাওয়া
শস্যহারা বসন্ত-শেষ মাঠে,
চোতের ফসল বিকিয়ে গেছে
কবে কোথায় অজানা কোন্ হাটে !
উদার মলয় নিঃস্ব আজি,
সাম্‌নে শুধু ধূসর বালুচর—
পঞ্চতপা দিক্-বিধবার
বসনখানি লুট্‌ছে নিরন্তর !

—কোন্ পথে সে গেছে চলি'—
মরুবেলায় চিহ্নটি নাই তার,
লুপ্ত সকল শ্যামলিমা
লয়ে তাহার মুগ্ধ উপচার ;
জাগ্‌ছে শুধু প্রখর দাহ
তৃষ্ণাভরা বিশুষ্ক জিহ্বায় ;—
দিনান্ত—সে আস্‌বে কখন ?
দম্‌কা বাতাস ধমক্ দিয়ে যায় !

—

স্বপ্ন ও মায়া

কবি

মনের বনে ফুটে যে সব ফুল,
মনের মেঘে উঠে যে সব তারা,
মনের দেশে বয় যে মলয় হাওয়া,
মনের গাঙে ছুটে সোনার ধারা ;
—এমন ভাগ্য ধরায় আছে কাহার,
দেখ্‌তে পায় যে অলেখা সেই ছবি ?
মনের মাঝে নয়ন আছে যাহার—
সে শুধু সেই কবি—সে যে কবি !

পরের দুঃখে ঝরে কাহার আঁখি,
পরের সুখে কাহার আপন সুখ ;
পরের বুকের গোপন কথা যত
জান্‌তে পারে গোপনে কার বুক !
ধরার ধরা এড়িয়ে আঁখি কাহার
ফুটে যেমন চন্দ্র-তারা-রবি ?
মনের মাঝে আলোক আছে যাহার—
সে শুধু সেই কবি—সে যে কবি !

রাজার ঘরে জন্ম—তবু কাহার
কুঁড়ে-ঘরের ভাঙেনাক স্বপন !
কাঙাল-ঘরে মানুষ, তবু কে বা
সম্রাটে সে ভাব্‌তে পারে আপন ?
সমান আঘাত দেয় সে বুকের তারে,
ছোট বড়, ভাল মন্দ—সবই ;
এমন শক্তি ধরার ধরে কে সে ?
সে শুধু সেই কবি, সে যে কবি !

বনের বাঘে বীর্য্যে মানায় হারি,
　　কোণের কীটে শিখায় কে সে ভয়,
অক্ষমেরে ক্ষমা শিখায় কেবা,
　　অজেয়রে হেলায় করে জয় ;
কা'রে হেরে' সরল হয় সে শর,
　　অবনত ফুটন্ত মাধবী ?
একাধারে সবার সমান কে সে ?—
　　সে শুধু সেই কবি, সে যে কবি !

কালের গোলাম নয়ক কে সে বীর,
　　দেশাতীত থেকে দেশের মাঝে ;
নিন্দাদ্বেষের কঠোর তিক্ত স্বর
　　গানের মত' কাহার কাণে বাজে ;
স্তুতির গীতি করেনা কার ক্ষতি,
　　খ্যাতির গর্ব্বে নয় কে সে গরবী ?
নদীর মত গেয়ে চলে বেয়ে—
　　সে শুধু সেই কবি, সে যে কবি !

স্বপ্ন-দেশে

আজ ফাগুনী চাঁদের জ্যোছনা-জুয়ারে
ভুবন ভাসিয়া যায়,
ওরে স্বপন-দেশের পরী-বিহঙ্গি,
পাখা মেলে' উড়ে' আয়!
এই শ্যামল কোমল ঘাসে,
এই বিকচ কুন্দরাশে,
এই বন-মল্লিকাবাসে,
এই ফুরফুরে' মলয়ায়—
তোর তারালোক হ'তে কিরণ-সূতায়
ধীরে ধীরে নেমে আয়।

দেখ্ ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায়
সবুজ-স্বপন-সুখে,
দেখ্ পদ্মকোরকে অচেতন অলি
শেষ মধুকণা মুখে!
হেথা ঝিঁঝির ঝিঁঝিট তান,
দেখ্ নিশিশেষে অবসান,
ছোট টুন্‌টুনিদের গান
এবে বিরত ক্লান্ত বুকে;—
দেখ্ মোহ-মূর্চ্ছিত মুখর ধরণী,
সব ধ্বনি গেছে চুকে'।

তোরে শিরীষ-ফুলের পাপ্‌ড়ি খসায়ে
পরাগ করিব দান,
তোরে রজনীগন্ধা-গেলাস ভরিয়া
অমিয়া করাব পান;

শেষে ঘুম যদি তোর পায়,
হোথা ঘুমাবি হিন্দোলায়,
মোরা মৃদু দোল দিব তায়,
গাহি' মৃদু-গুঞ্জন গান,—
চারু ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালে
কেশরের উপাধান।

শেষে জোনাকির আলো নিভাবে যখন
ঊষার কুয়াশাসারে,
মোরা স্বপন-শয়ন ভাঙি' দিব তোর
পাপিয়ার ঝঙ্কারে!
যদি ফিরে' যেতে মন চায়,
যাস্ ঝিরি-ঝিরি ঊষা-বায়,
চড়ি' প্রজাপতির পাখায়—
হিমসিক্ত শিশিরধারে;
সাথে নিয়ে যাস্ এই রজনীর স্মৃতি
ধরণীর পরপারে।

হাফিজের স্বপ্ন

অমা যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ আঁধার খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া!
আঙুরের মত' অলকগুচ্ছে গোলাপের মালা পরি',
মৃদু উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি';
কাজল-উজল কালো কটাক্ষে হানিয়া বিজলী হাসি,
ফেরোজা রঙের বসন পরিয়া শিথানে দাঁড়া'ল আসি';-
বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে কহিল—ওরে অনুরাগি,
শূন্য শয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া! কিসের লাগি'?

করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
যুড়ি' যোড় পাণি বিগলিত-বাণী, কষ্টে কহিনু কথা,—
তব অঞ্চল-বসন্তবায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে,
তব মঞ্জীর-সঙ্গীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,—
তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল-গীতি,
তোমারি কুঞ্জ দুয়ারে গাহিয়া শুনাইব নিতি-নিতি ;
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান,
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।

না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু—লীলায়িত হেলাভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের পরে ;
অঙ্গুলিঘাতে তার গুলি তা'র সঙ্গীতে ভরি' দিয়া
আমারই কোলের সঙ্গীটি মোরে ফিরাইয়া দিল প্রিয়া !
গোলাপের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা ;—
অমা যামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—
শিশির-শীতল খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া !

তার পর হ'তে বাজিছে সাহানা সোহিনী সিন্ধু কাফি—
তারি সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি' কাঁপি' ;—
তালে তালে উঠে দুলে' দুলে' তারি হৃদয়েরই আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে' ঘুরে' ফিরে তাহারি গোপন কথা !!

সমুদ্র-ফেনার প্রতি

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা পরাণ-পাগল-করা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে, যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথায় আছে অখিল শেষে সকল-শ্রান্তিহরা।

শঙ্খধবল শ্বেত-শতদল—নীল সাগরের ফুল,—
আজনমের সকল জানা করিয়ে দে মোর ভুল ;
কেটে দিয়ে বাঁধন যত, করে' নে আজ তোরি মত,
সৃষ্টিছাড়া মুক্তিব্রত—নাইক শাখামূল !

আমি হব যাত্রী তোমার, তুমি আমার তরি—
ভাব্‌ব না আর নিজের লাগি'—বাঁচি কিম্বা মরি ;
কর্‌ব না আর আগে-পিছে, চাইবনাক উপর-নীচে,
নিখিল ত্যজে আজকে তোমায় লব বরণ করি।

রাত্রি-দিবা দুল্‌ব দু'জন তরঙ্গ-দোলাতে—
ঊর্ম্মিশিরে ঘূর্ণিনাচন ঘূর্ণাপাকের সাথে ;
ঝঞ্ঝা যখন গর্জ্জি' আসি' মার্‌বে ঠেলা অট্টহাসি',
চূর্ণ হ'য়ে পড়্‌ব খসি' সহস্র কণাতে।

সিন্ধু-শকুন পাখার হাওয়া দিবে মোদের গায়ে,
উড়ো মাছের অভ্র-পালক পড়বে খসি' পায়ে ;
সূর্য্যালোকের স্বর্ণরেণু, রচ্‌বে আসি' ইন্দ্রধনু,
অন্ধনিশি নিঃশ্বসিবে লবণ-বহা বায়ে !

নীলাম্বুধির অন্তবিহীন শয্যা পাতা নীচে,
ঊর্দ্ধে অসীম শূন্য আকাশ নিঃশব্দে কাঁপিছে ;
ডাইনে-বামে দিকের রেখা— কূলের কোথা নাইক দেখা—
লক্ষযোজন পুরোভাগে লক্ষযোজন পিছে।

মুক্তা-মাণিক সঙ্গী শুধু বিজন প্রতিবাসী,
শঙ্খ-শামুক ভৃত্য সেবার, ঝিনুক-কড়ি দাসী ;
পাতালতলে যে নাগবালা, ঘুমায়, গলায় পলার মালা—
সুপ্ত তাহার শান্ত মুখে তোরি শুভ্র হাসি।

মৃত্যু যেদিন বল্‌বে ডেকে—'কে ঘুমাবি আয়,
পুরুভুজের মঞ্চ 'পরে স্পঞ্জ-বিছানায়'—
সেদিন সকল যাত্রাশেষে, হাতটি দিব বাড়িয়ে হেসে,
আস্‌বে মুদে' আঁখির পাতা সহজ সান্ত্বনায়।

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা, শীতল শান্তি ভরা—
সব ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সঙ্গে ভেসে ভেসে, যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথায় আছে নিখিল শেষে সকল-শ্রান্তিহরা।

কলঙ্ক

বাতাবিকুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগচোর !
কলঙ্কী মন, চেয়ে দেখ্ আজি—সঙ্গী মিলেছে তোর
দিবা অবসান, রবি হ'ল রাঙা,
পশ্চিমাকাশে নট্‌কনা-ভাঙা ;
সঙ্গহীনের যাহা কিছু কাজ—সাঙ্গ করেছি মোর,
কুঞ্জদুয়ারে বসে' আছি একা কুসুমগন্ধে ভোর !

স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে—
দীপটি উঠিত জ্বলি' দ্বিগুণ প্রভা-তে ।
অস্ফুট গুঞ্জন সাথে মৃদু কলস্বর
গৃহটি তুলিত করি' আনন্দ-মুখর !
বাহিরে প্রকৃতি যেন বহি' দুঃখভার,
বিস্ময়ে রহিত মৌন হেরি' ব্যবহার ।
অনন্ত আকাশ, ঊর্দ্ধে বাতায়ন খুলি'
ইঙ্গিত করিত মেলি' তারকা-অঙ্গুলি ।
ক'টি অন্ধ প্রাণী এ-কি করে ছেলে-খেলা-
উদাস বিশ্বের প্রতি—এত অবহেলা !

ভেঙ্গে গেল হাট—
আঁধার টানিয়া দিল অদৃষ্ট-কবাট !
বন্ধ হ'ল বাতায়ন—অন্ধ যেন চোখ,
মুহূর্ত্তে নিভায়ে দিয়ে আনন্দ-আলোক !
না ফুরা'তে খেলা-ঘরে উৎসবের রাত—
রুষ্ট প্রকৃতির যেন অব্যর্থ আঘাত !
চামেলী ফুটিয়া ঝরে, চন্দ্র রহে চাহি',
শিহরে খর্জ্জুর-কুঞ্জ, পিক উঠে গাহি';
বাহিরে বৃহৎ বিশ্ব তেমনি চঞ্চল—
শুধু ঐ দীপখানি জ্বলে না কেবল !

বসন্তসম্ভব

পোষের সঙ্গে বিবাহ আজিকে বোশেখ মাসের—
বিশ্বকর্ম্মা আসর বাঁধিছে বাসর-বাসের ;
চন্দ্র-আতপ খাটায় চন্দ্র   জলদ বাজায় জলদমন্দ্র,
বায়স ফুকারি' কহে—এ মিলন সর্ব্বনাশের,
গ্রীষ্মের সাথে শীতের বিবাহ ? অবিশ্বাসের !

গালে হাত দিয়া ভাবিছে গোলাপ—শঙ্কা পরম,
বুলবুল বলে, ঘটকালি আজ হইল চরম !
রঙীন পাখায় ডুলাইয়া পাল   প্রজাপতি ভাবে, একি এ খেয়াল !
ঝিল্লি কেবলি গুঞ্জরে—তবু আওয়াজ নরম—
শত আশঙ্কা মুখরিত যেন—স্নেহের ধরম।

পৌষবক্ষে হেলি' বৈশাখ জুড়ায় জ্বালা,
তপ্ত পরশে শিহরে হরষে শিশির-বালা ;
কুয়াশা-আঁধার আকাশের গায়   প্রখর রৌদ্র মিলাইয়া যায়,
করুণা সাজায় রুদ্রের পায় বরণডালা ;
সমানবয়সী দিবা-রাতি গাঁথে মিলনমালা।

শিশু-বসন্ত জনমিল আসি' কালের কোলে,
গোবিন্দ যেন নন্দ-যশোদা উরসে দোলে ;
অপরূপ রূপ—তনু সুকুমার,   অতুলন গুণ—স্বভাব উদার—
জনক জননী—দোঁহাকার খ্যাতি বাড়ায়ে তোলে,
বিশ্ব তাহারে আদরে ডাকিল মাধব বলে'।

এল ঋতুরাজ ভুবনবিজয়ী—ধরার দেশে,
দখিণা বাতাস হাঁকিয়া চলিল সমুখে হেসে ;
বুলবুল নাই—এসেছে কোকিল, ঝিঁঝি অলিবেশে ভরিল অখিল,
গোলাপ—সে এল গন্ধরাজের ধবলবেশে ;
বেলা ও চামেলা জুটিল সকলে সঙ্গে এসে।

এস বসন্ত—গীতে ও গন্ধে বর্ণে সাজি'—
কর ফুটন্ত মুদিত বাসনা-প্রসূনরাজি ;
শ্যামল ক্ষেত্রে আম্রমুকুলে ফুটিছ যেমন পলাশে-বকুলে
তেমনি আমার মর্ম্মের মূলে ফুটগো আজি,
মানসী-মুরলী পিক-পঞ্চমে উঠুক বাজি'।

আজ বসন্তে

আজ বসন্তে হঠাৎ চেয়ে দেখছি আমার কুঞ্জ ছেয়ে—
ফুল ফুটেছে মনের মরা গাছে,
বুকের বেড়ায় হিয়ার ফাঁকে যেথায়-সেথায় ডাঁটায় শাখে
তারই মধুর গন্ধ জমে' আছে !
কাল্‌কে ছিল যে তপোবন রিক্ত কঠিন বজ্রশাসন
সমিধভারে অনল-কুণ্ডে ভরা,
আজকে দেখি হঠাৎ সেথায় বর্ণে রসে গন্ধে মাতায়—
লতায়-পাতায় হাজার মুকুল ধরা !
একটী দিনের দখিণ হাওয়া ফিরিয়ে দিল হারিয়ে-যাওয়া
কত কালের কত গোপন বাণী—
ব্রহ্মচারীর বিজন ঘরে জাগিয়ে দিল কেমন করে'
কত যুগের কাব্য—নাহি জানি !

মনের মধু-মালঞ্চেতে বস্‌ল আবার আসন পেতে
পদ্মপাতায় সে কোন্ সাহসিকা,
বকুল ফুলের দুকূলখানি বুকের পরে কে লয় টানি'
চটুল চোখে—ও কোন্ চতুরিকা ?
বাসন্তী বাস অঙ্গে পরি' বেণীর পরে রঙ্গে, মরি—
দোলায় কে ও কুরুবকের ফাঁস ?
উজল কালো কেশের পাশে কৃষ্ণচূড়ার বর্ণাভাসে
ঊষার মত ভূষার পরকাশ !
সরোবরের সোপানপটে কলস ভরি' কক্ষতটে
সিক্তবাসে স্বর্ণচাঁপা ঢাকি'
কে ঐ চলে আলসভরে, চিকুরতলে মুক্তা ঝরে,
পাষাণ 'পরে চরণ-রেখা আঁকি' !
একাকিনী উদাস মনে বাজায় বীণা বকুল-বনে
কে তরুণী গৌরী গরবিনী,
রুক্ষ কেশের চূর্ণ-অলক ভোলায় যাহা আঁখির পলক—
মনে পড়ে ও কেশ যেন চিনি !
নূতনতর পত্র-রেখা বক্ষ 'পরে কাহার লেখা—
হঠাৎ চেয়ে চম্‌কে উঠি—ওকে !
ভূর্জ্জপাতে আল্‌তা-আঁকা কার বেদনা-রক্ত-মাখা—
কত লেখাই ফুটায় মনের চোখে !
একে-একে মনের কোণে উঠ্‌ছে ফুটে ক্ষণে-ক্ষণে
কুসুমবনে আঁখির মেলা যেন !
যে ফুল গেছে ঝরে'-মরে', কোথায় হ'তে এমন করে'
ফাগুন-শেষে আবার তা'রা কেন ?
মরা-গাঙে জোয়ার ভরা, শুক্‌নো শাখায় মুকুল ধরা,—
কাহিনীতেই শুন্‌তে যাহা পাই,
একটী রাতের দখিণ বায়ে বিজনবাসে গোপন ছায়ে
বিধির লীলা—ফল্‌ল বুঝি তাই !

নিঝুম-রাণী

আমি রাত-ভিখিরী—নিত্যি ফিরি নিঝুম-রাণীর দরবারে—
পাগল মনের খোস্ খেয়ালের দরকারে ;
হাত বাড়িয়ে নাইক কোনও ধন চাওয়া,
মুখ ভারিয়ে—নাইক কারো মন পাওয়া—
দাবী-দাওয়া নাই কিছু সে সরকারে !

থাকে থাকুক চাঁদ আকাশে, তারার আলো—নয়ত নয়,
সন্ধ্যা থেকেই অন্ধ আকাশ হয়ত হয় ;
রাত্রি-দেবীর ছত্রতলের কোণ্‌টিতে,
জোনাই জ্বলে শুধু পাশের বনটিতে ;
হইনা একা—নাইক কোনও ভাব্‌না-ভয় ।

আমি চলি আপন মনে রাণীর গোপন সন্ধানে,
সন্ধ্যা হ'লেই সে যে আমার মন টানে ;
তার সে ডাকের নাইক ভাষা কিচ্ছুরে,
আঁধার সাথে বসে সে যে চিৎ যুড়ে' ;
খুঁজে বেড়াই কোন্‌খানে রে—কোন্‌খানে !

দিবালোকের বেড়ার শেষে, কোলাহলের আড়্‌পারে—
ঠেলাঠেলির রংমহলের বা'র-দ্বারে—
শূন্যে ছাওয়া অনন্ত তার মন্দিরে
ঘুরে' বেড়াই গোলকধাঁধায় বন্দী রে—
কোথায় রাণী—হাৎড়ে বেড়াই চারধারে !

ফুলের গন্ধ ইঙ্গিতে সে হঠাৎ বলে—এইখানে !
কোন্‌খানে তা মনে-মনে সেই জানে ;
তারার আলো মাথার উপর কয় হেসে—
ওখানে নয়, এই খানেতে রয় যে সে—
হাওয়া বলে—কারু কথার নেই মানে !

দাতার দেখা নাইক—তবু্‌ দানে যে তার মন ভরে,
নিত্যি রাতে পাই সাড়া তার অন্তরে ;
মানুষটাকে আড়াল করে' সর্ব্বদা
তৃপ্তি বিলায় কে যেন রে সর্ব্বথা—
শান্তি দিয়া নীরবতার মন্তরে !

নিঝুম-রাণী চুপটি করে' হাসে মোহন ভঙ্গীতে,
নিশীথরাতের নীরব নিথর সঙ্গীতে ;
যে সঙ্গীতে ফুল ফুটে আর চাঁদ উঠে,
যে সঙ্গীতে মলয় হাওয়ার বাঁধ টুটে—
সীমা চাহে সীমার বাঁধন লঙ্ঘিতে !

পল্লী ও প্রকৃতি

খেলা

ফাল্গুনের অপরাহ্ন। সঙ্গীহীন। মুক্ত বাতায়নে
বসে' আছি আঁখি মেলি' সম্মুখের কুটীর-প্রাঙ্গনে
নিম্বগাছটির দিকে। দক্ষিণের সুমন্দ বাতাসে
কচি কিসলয়গুলি দুলিতেছে পরম উল্লাসে
হিন্দোল-দোদুল ছন্দে।—ভিন্ন রীতি দুটি সঙ্গীমাঝে
প্রকৃতির বক্ষ ভরি' অপরূপ মৌন বীণা বাজে!

সহসা পড়িল নেত্র তারি মাঝে, বৃক্ষতলদেশে—
প্রতিবেশী জেলেদের দুরন্ত ছেলেটি নগ্নবেশে
তারি মত হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণ এক ছাগ শিশুসাথে
খেলিতেছে মহানন্দে, গ্রীবাটি বেড়িয়া দু'টি হাতে;
কি আগ্রহে—কি আনন্দে দেয় চুমা এ উহার মুখে,—
সেও ফিরাইয়া দেয় সে সোহাগ অপূর্ব্ব কৌতুকে!
জননী নিকটে নাই, কাজে ব্যস্ত বুঝি গৃহকোণে,
দ্বিধাহীন শিশু দু'টি খেলে তাই আপনার মনে!

অন্ধকার নেমে আসে। একা বসে' ভাবিতেছি তাই—
সত্যই কি প্রকৃতির আনন্দের কোনও বাধা নাই!
মানুষের অহঙ্কার সত্যই কি সীমারেখা টানি'—
পরস্পরে দূরে রাখে রচি' তার ভেদ-গণ্ডীখানি!

প্রান্তর-পথে

চলেছি প্রান্তরপারে সরু এক আলিপথ দিয়া,
হেমন্তের হিম বায়ু বহিতেছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ;
সরণি সঙ্কীর্ণ অতি—একজন কোনমতে ধরে,
দুটি পাশে পাকা ধান ধীরে ধীরে করস্পর্শ করে
পঞ্জরে ও বাহুপাশে স্বর্ণ-আভা শস্যশীর্ষভাগে—
সির-সির করে অঙ্গ প্রগল্‌ভ সে পরশ-সোহাগে !

অপরাহ্ন মুদে' আসে সায়াহ্নের আলিঙ্গনপাশে ;
চেলাঞ্চল শস্যক্ষেত্রে গোধূলির লগ্ন নেমে আসে।
ফিরিতে পথের মোড়, সহসা সম্মুখে দেখি চেয়ে,
বিপরীত দিক্ হ'তে আসে এক কৃষাণের মেয়ে—
শিরে আটি, কাস্তে হাতে, দ্রুতগতি, মুখে মৃদু গান,
নিটোল ডাগর কান্তি, বর্ণ ওই ধানেরই সমান !

একেবারে মুখামুখি—চকিতে গুঞ্জন গেল থামি',
চারু দন্তে জিহ্বা কাটি' ধীরে ধীরে পথ হ'তে নামি'
সম্বরিলা বরতনু বক্ষস্পর্শী শস্যমাঝখানে;
ঈষৎ লজ্জার রাঙা হাসিতে চাহিয়া মোর পানে !
—পলকের কাণ্ড মাত্র।—মুহূর্ত্ত কাঁপিয়া দেহমনে
বাধাহীন পন্থা বাহি' আবার চলিনু অন্যমনে।

ষোড়শী না সপ্তদশী,—ঘরে তা'র কে আছে, না জানি !
একা ফিরে ধান কাটি'—কতদূরে হবে গৃহখানি !
কি গান গাহিতেছিল, বিরহের অথবা প্রীতির,
কিম্বা কোনো গ্রাম্য ছড়া, ছিন্ন অংশ স্বদেশ-গীতির !
কতদূর গেল চলি'—এ পথে ফিরিবে না ত আর ?
চিরাভ্যস্ত মুক্তচারী, তবু কেন হাসিটি লজ্জার !

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে প্রান্তরের পার দেখা যায়,
সমুজ্জ্বল শুকতারা জ্বলে' উঠে মাঠের মাথায়।
পথ হয়ে আসে শেষ; ধান্যক্ষেত্র পড়িয়া পশ্চাতে;
হেমন্তের সিক্ত বায়ু লাগে রিক্ত দেহের সীমাতে;
—একটানা দীর্ঘ যাত্রা, ভাবিবার নাহি আজ কেহ,
ঐ টুকু হাসি শুধু প্রান্তরের পথের পাথেয়!

সরোবরে সন্ধ্যা

শরাস্তৃত সরোবর; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী;
শ্যামলসরসীশিরে পদ্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে;
ঝিল্লির মঞ্জীর-মালা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে!

জনশূন্য দু'টি তীর—ধীবরসন্তান গেছে ঘরে ফিরে',
ডোঙাগুলি কূলে বাঁধা—শিহরিয়া কাঁপে সন্ধ্যার সমীরে;
গোধন গুছায়ে লয়ে নিভ-নিভ' হ'তে গোধূলি-আলোক,
ফেলিয়া কলার ভেলা, ঘরে ফিরে' গেছে রাখালবালক।

নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ-পাখাঝাড়া,
নিঃসঙ্গ সরাল-শিশু চীৎকারিছে দূরে হ'য়ে দলছাড়া;
ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রূবঙ্কিম রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্দ্ধে দিল দেখা।

সিক্ত শৈবালের গন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠে সন্ধ্যার বাতাস;
হিমাচ্ছন্ন শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত নিঃশ্বাস।
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্ব্বাক মন্তরে—
অশরীরী কল্পযন্ত্রে শান্তিরসধারা ঝর-ঝর ঝরে!

হৈমন্তী

পল্লীর বধূ চলিয়াছে পথে, পল্লীতে তারে চেনেনা কেহ,
সারা পল্লীর ঘরেরই বধূ সে, প্রতি ঘর যার আপন গেহ ;
কুহেলি-কুণ্ঠ অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্রমা অভ্রে ঢাকা,
আত্মজনের পরিচয়টুকু দিয়া যায় তবু আভাসে আঁকা ;
সবাই ভাবিছে চিনিলাম বুঝি—তবু ঠিক যেন যায় না চেনা,
সহসা কিসের আড়াল পড়ে যে, তাই ত, নয় ত, হয় ত সে না!
ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি ঝুমুর-ঝুমুর—ঝিঁঝি-সুরে দূরে নূপুর বাজে,
খর্জ্জুরে-ঘেরা দীর্ঘিকাতীরে বল্লরীবেড়া বনের মাঝে ;
প্রতিগৃহপাশে প্রাঙ্গনে ঘাসে পায়ে-পায়ে হাসে শিশির-স্নেহ—
পল্লীরই বধূ চলিয়াছে পথে, পল্লীতে তবু চেনে না কেহ !

দোপাটি কুসুমে খোঁপাটি সাজানো, দলমল করে কণ্ঠে গাঁদা,
চরণ পরশি' ভুঁইচাঁপা ভাবে—সার্থক মোর ভুঁয়ের বাধা ;
পুলকাঞ্চিত শালীমঞ্জরী পীতপাণ্ডুর কর্ণভূষা—
কালো কেশতলে মুখমণ্ডলে ফুটাইয়া তোলে স্বর্ণ ঊষা ;
হরিদ্রা ভাবে দরিদ্রা আমি, কোথা পাব ঐ কান্তিসার,
ও যে লাবণ্য ভুবনধন্য—ক্ষমা করো দেবি, ভ্রান্তি তার ;
অমল-সরসী-নয়নের তটে তারকাসফরী শিখিছে খেলা,
বক্ষ ভরিয়া চক্রবাকের বক্রপাটল মিথুন-মেলা ;
অখিল শোভার লাবণ্যসার কোন্ বধূ চলে পল্লী-বাটে,—
উথলিয়া উঠে রূপতরঙ্গ আলো-ঝলমল' উদার মাঠে !

এ নহে গৌরী উগ্র তাপসী রুদ্ররূপসী বৈশাখী,
শ্যামঘনশোভা আষাঢ়-কান্তি এ নহে শ্যামা—মাভৈঃ ডাকি' ;
তুষারশুভ্রা হংসবাহিনী এ ত নহে বাণী বসন্তের,
কমলবাসিনী নহে এ কমলা চরণশায়িনী অনন্তের ;

কল্যাণময়ী মূর্ত্তি যে ওই—জগদ্ধাত্রী অন্নদার—
ধরারে সাজায় বসুন্ধরা যে—বহি' নিজ করে অন্নভার ;
বক্ষ-কলসে খর্জ্জুর-রস পুণ্য পানীয় তুলনাহারা,
অন্নপূর্ণা জননীর মতো কার হেন রূপ হিমানী ছাড়া ?
পল্লীরই বধূ পল্লীদুহিতা পল্লীরই পুরলক্ষ্মী মা—
কবি একান্তে পেরেছে জান্‌তে হেরি' সে মূর্ত্তি দক্ষিণা।

মধুমাসে

লোহিত আখরে বিধাতা যেদিন লিখিলা পলাশগাছে—
ভুবনে আজিকে ভুবন-ভুলান' বসন্ত আসিয়াছে,
সহকারশাখে ষট্‌পদদলে পড়ি' গেল মহা সাড়া,
সজিনা-ফুলের মৃদুসৌরভে মাতায়ে তুলিল পাড়া ;
দক্ষিণাগত দেহহীন দূত ঘরে-ঘরে বাতায়নে—
এসেছে সে আজ, এসেছে সে আজ, জানাইল জনে জনে ;

অম্ল-সুরভি আম্রমুকুলে কণ্ঠটি লয়ে মাজি',
কুহু-কুহু করি' কোকিল—সে আজি করিতেছে কারসাজি ;
অঙ্গটি ঢাকা কুঞ্জবিতানে, রঙ্গটি শুধু জাগে—
মনসিজসম মনের দুয়ারে বেদনার বলি মাগে ;
প্রজাপতি শুধু হাল্কা হাওয়ায় রঙিন পাখাটি মেলি'
খুঁজিয়া বেড়ায়—কোথায় ফুটিল প্রাণের চামেলী বেলী !

পিয়ালফুলের পরাগে পাটল পল্লীর বনবাটে
তরুণীর দল থমকি' দাঁড়া'ল, চলিতে দীঘির ঘাটে !
বনদেবতার মধু-উৎসব-কুঙ্কুম ভাবি' মনে,
কেহ সেই রেণু কুড়ায়ে সীঁথায় পরি' লয় সযতনে ;
কেহ বা ঊর্দ্ধে মুগ্ধ নয়ন মেলিতে তরুর পানে,
আয়ত নেত্রে কেশর ঝরিয়া অযথা অশ্রু আনে !

কে ঐ যুবতী কুরুবকশাখে আকুল আঁখিটি রাখি',
কোন্ ফুল কেশে মানাইবে ভাল—মনে-মনে লয় আঁকি' !
উতলা হাওয়ায় রহেনাক গায় উদ্দাম অঞ্চল,
সামালিতে তা'য় মনে উড়ে' যায় মধুমদচঞ্চল ;
ফিরাইতে তারে ফিরে সে আগারে—তবু যে সে বারে-বারে
গুরু যৌবন করে সে বারণ চরণ বেড়িয়া তারে !

বকুলের তলে বসিয়া বিরলে কে-বা সে গাঁথিছে মালা ?
পথিকাঙ্গনা হবে কোনজনা আনতবদনা বালা !
একবেণীধরা পাণ্ডু-অধরা, বিরলভূষণ দেহে—
উদার বাতাস—সে কি আশ্বাস তারেও দিয়াছে স্নেহে !
হেন মধুমাস, বঁধু পরবাস—আসিবেনা সে কি ভুলে' ?
ধরিয়া রাখিবে গন্ধটি সে যে শুকান' বকুলফুলে !

ফাগুন জেগেছে আজিকে ভুবনে—আকাশে বাতাসে বনে-
আগুন লেগেছে অশোকে, আবীর রাঙায়েছে রঙ্গনে !
পথে প্রাঙ্গনে গৃহে উপবনে ফুটেছে ফুলের হাসি,
মধু-মলয়ায় পাখীর গলায় উছলে অমিয়ারাশি ;
রসালের বাহু বেড়িয়া উঠেছে পুষ্পিত শ্যাম-লতা,
শতবার করি' মধুপ জানায় মাধবীরে মনোব্যথা !

নিখিল ভরিয়া নরনারীমনে ফুটেছে প্রেমের ফুল—
হিয়া টলমল, আঁখি চঞ্চল, অধর তিয়াসাকুল!
হৃদয়ে হৃদয় জড়াইতে চায়, বাহু মাগে বাহুপাশ,
প্রাণ লাগি' প্রাণ করে আন্‌চান্—পরিতে, পরাতে ফাঁস;
একই কথা আজি করিছে প্রকাশ আকাশে বাতাসে মিশে'—
বিটপী-লতায় ঘরে-জানালায় দেশে-দেশে দিশে-দিশে!

ভুবন ভরিয়া এই আকুলতা—এ কি সুখ কিবা দুখ!
মধুমদিরায় একি মত্ততা—রিমঝিম করে বুক;
রঁসের আবেশে পাগল বিভোল হিয়ামাঝে রিনি-ঝিনি—
সে কি সেই মূক পরাণপ্রিয়ার চরণের শিঞ্জিনী!
এই উৎসব, এই কলরব—এই যে চঞ্চলতা—
ধরণীরাণীর গোপন বারতা—তারই কি মনে কথা?

জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী

তুমি লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি,—দেখেছি কাল রাতে
আমার পদ্মাচরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে।
সে যে কত রাতের বিফল জাগা সফল করে' দিয়ে
শেষে কালকে আমার চোখের ফাঁদে পড়্‌ল ধরা প্রিয়ে!

তখন নিঝুম রাতি, সুপ্ত সবাই রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে,
ভিজে শেওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখা ঘুমায় চরে;
কেবল বুনো ঝাউয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত-ব্যাকুল বায়,
আর আমি ছিলাম জেগে আমার ঘরের জানালায়।

তুমি শিশির-ভেজা কাশের বনে এলিয়ে দিয়ে আঁচল,
সিত জ্যোৎস্নামাখা হাঁসের পাখায় মেলিয়ে দিয়ে কাঁচল—
সাদা ঝিনুক-পাতা বালির তটে ঘুমিয়েছিলে রাণি—
আমার মুগ্ধ নয়ন হেরেছিল সুপ্ত সে রূপখানি।
তোমার এতকালের গোপন শোভা পড়ল্ ধরা যা'তে,
কাল রাত দু'পরে পদ্মাচরে শরৎ-পূর্ণিমাতে!

আমি বল্‌ব—আরো চিহ্ন কি কি তোমার গায়ে আছে?
আমি বল্‌তে পারি, ভাব্‌ছি কেবল রাগ কর বা পাছে।
তোমার গত রাতের যত কথা প্রকাশ করে' দিয়ে
পাছে বঞ্চিত হই চির-জনম প্রসাদ হ'তে প্রিয়ে!
তবু এটুক্ আমি বল্‌ব, তুমি রাগ করোনা তা'তে—
তোমার লুকিয়ে-রাখা মুখখানিকে দেখেছি কাল রাতে।

শ্রাবণে

ভরা দুপুরেতে আজ রজনী—
শ্রাবণ মেঘের গুণে;
সে যে দিবালোক দিল নিভায়ে
কাজল বসন বুনে';
শালের শ্যামল ছায়ায়,
শীতল বাদল হাওয়ায়—
দিবস আজিকে ঘুমায়
মেঘের মৃদং শুনে';
আজ দুপুর হ'তেই রজনী
শ্রাবণ মেঘের গুণে!

সারা আকাশ যুড়িয়া আজিকে
মেঘেদের ডাকাডাকি,
ভয়ে কুলায় লইছে ত্বরিতে
ব্যাকুল বনের পাখী !
আমি যাব কোন্ কুলায়ে,
কে দিবে আমারে ভুলায়ে—
কোমল পরশ বুলায়ে,
করুণ বক্ষে ঢাকি' ;—
হের কুলায়ে পশিছে ত্বরিতে
ব্যাকুল বনের পাখী !

বহে ঝিরি-ঝিরি শীত সমীর—
ঐ জিরি-জিরি বেত-বনে ;
সেথা ফণা বিথারিয়া সাপেরা
সেই মর্ম্মরধ্বনি শোনে ;
শিখীরা বসিয়া শাখায়,
মেলি' দিয়া নীল পাখায়—
ইন্দ্রের ধনু আঁকায়
হরষ-সরস মনে ;
বয় সজল বাদল হাওয়া
শ্যামল বেতসবনে।

হের নদীতীরে শরবনে
জাগে মরমর ধ্বনি,
দেখ নদীনীরে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে
ফুঁসিয়া উঠিছে ফণী ;

ফুটেছে কুটজ কেতকী,
কদম্ব আরো কত কি,
তৃষার্ত্ত প্রাণ-চাতকী—
বাঁচাও তাহারে ধনি ;
মোর চিত্তগুহায় আজিকে
জেগেছে মত্ত ফণী।

আজি এমন বাদরে, প্রেয়সি,
আমি যে তোমারে চাই—
হেথা আজি মোর মনোবনে
উতলা বহিছে বায় !
ভেঙে-চুরে' সব আগল
জাগিয়াছে আজ পাগল ;
এমন সজল বাদল
বিফল যাবে কি, হায় !—
আজি এমন শ্রাবণে, প্রেয়সি,
আমি যে তোমারে চাই !

বড় তুরন্ত হ'ল হাওয়া—
তুরন্ত এস প্রিয়ে,
এই আঁধিরা শ্রাবণে আজি
তোমার আলোটি নিয়ে ;
আজি উতলা যেমন হাওয়া,
যদি নাই হয় গান গাওয়া,
তবু সব কথা হবে কওয়া
ঐ মেঘের কণ্ঠ দিয়ে—
আজি এ ভরা বাদলে তুমি
এস এস ওগো প্রিয়ে।

খেয়া-ডিঙি

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো—ক্ষেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুব্‌ল কত বাঁচ্‌ল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার এক্‌সা করে' দিয়ে ;
লগির গোড়া পায়না তলা, মিলেনা আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই ?

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ,
বাব্‌লা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ!
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন সাঁতার ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে কসে' কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শীষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি' ;
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে!

আটিবাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালাবাঁধা পাটের গাদা বোঝাই করে' মরি ;
দিনে-রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে' আপন মনে খেয়ার হিসাব গুণি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূয্যি উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারমাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

ঐ যে গাঁ-টি

ঐ যে গাঁ-টি যাচ্চে দেখা 'আইরি'-ক্ষেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পূবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল-বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম—আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি !

বাঁশবাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ীর চাকায় পথে শুকায়নাক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে আবর্জ্জনার গাদা ;—
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্বশোভা ঐখানেতে গেছে চুরি !

যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে !
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে' বাসার কাছে কাছে ;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চল্‌তে গেলেই শুক্‌নো পাতা মাড়াই পায়ে-পায়ে ;—
        বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্গপুরী,
        তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি !

পদ্মদীঘি কোথায় পা'ব—পদ্ম নাইক মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে ওঠে, জলটুকু না জোটে !
পানায়-মরা ডোবায় ভরা, সিঙ্কি গাছে ছাওয়া,
ভাঁট্‌-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া—
        এম্‌নি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী,
        স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি !

পাঠশালাটিও নাইক গাঁয়ে—নাই কোনো ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি, যদিও কম্‌তি নয়ক বড় জ্বর ;
রাজার প্রাসাদ নাইক সেথা, ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনের লজ্জা নাইক, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;—
        স্মষ্টিছাড়া এম্‌নি আমার স্বর্গপুরী,
        সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি !

তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায় কদমতলার ধারে
সঙ্কীর্ত্তনের মধুর-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে :
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধ[illegible]
আবাদ করে, বিবাদ করে, [illegible]
        এম্‌নি আমার [illegible]
        তাইত আ[illegible] চুরি !

শোভা বল', স্বাস্থ্য বল'—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে;
ঐ খানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, ভায়ের হাসিমুখ ;–
তাইত আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি !

ছায়া ও ছবি

জেলের ছেলে

আমি শুনেছি সে কোন্ দেশে অজানা মাঠের শেষে
অচেনা নদীটি মেশে সাগরজলে ;
সেথা অনামা গিরির ছায় কাননের কিনারায়
বাস করে নিরালায় জেলের দলে।
তারা মাছ বেচে হাটে-হাটে খেয়া দেয় ঘাটে-ঘাটে
খেলা করে খোলা-মাঠে—গাঙের চরে,
সুখে হাসিয়া কাটায় কাল নাই বড় গোলমাল,
ভাবনার জঞ্জাল ভয় না করে !
তারা মিলে'-মিশে' থাকে সুখে কথা কয় চোখে-মুখে,
রাগ হলে' তাল ঠুকে' লড়ায়ে মাতে,
তবু কোনদিন কারো কাছে বিচার কভু না যাচে—
নিজের বিচার আছে নিজেরি হাতে।
তারা সভ্যতা-শিক্ষার নাহি জানে ধিক্কার,
ভিক্ষার নাহি ধার ধারে কোনদিন,
শুধু চাষ করে, জাল বোনে, খায় দায় আন্‌মনে,
সাগরের গান শোনে স্বভাব-স্বাধীন।

সেথা ভীমু নামে ভারি জেলে, মোড়ল সে বহুকেলে—
তাহারি লায়েক ছেলে মেঘরাজ নাম,
ভারি যোয়ান পাথর-কাটা কস্‌কসে' কাল গা-টা,
নিটোল বুকের পাটা সুডোল সুঠাম।
ঝাড়া দীঘল সে পাঁচ হাত, নাই কোনও দৃক্‌পাত,
ডিঙা ঠেলে দিনরাত গাঙের জলে,
বড় 'মক্ষুম' মার তার, লক্ষ্যের কি বাহার,
'টেঁঠায়' হানে শিকার গহন-তলে।

সে যে শক্তির ভাণ্ডারী সাহসের গাণ্ডার-ই
তুফানের কাণ্ডারী—যোড়া নেই তার,
ভারি সাঁতারের সর্দার, পাথারে 'খবরদার',
নৌকাই ঘরদ্বার—এম্নি ব্যাপার !
কত রাত-ভিত ঝড়-জল, কিছুতে না চঞ্চল—
ডিঙাখানা টলমল চলেছে বেয়ে,
বড় একগুঁয়ে একরোখ্ ভয় করে সব লোক,
বুড়ো যুবা যেই হোক্—ছেলে কি মেয়ে।

ঘরে বাপ তার একলাটি আগ্লায় ঘর-ঘাঁটি,
জেলেনীর শোকে মাটি বুড়ো হাড় তার,
এবে নাই সেই হাঁক-ডাক গেছে সব জোর-জাঁক,
যায়-যাক্ থাকে-থাক্—এমনি 'ব্যাভার' !
শুধু মেঘাই এখন তার মমতার কারবার—
অন্ধের লাঠি সার—নারে ছাড়িতে,
তবু সেও থাকেনাক কাছে ব্যস্ত সদাই 'বাঁ'চে',
নিজের কেহ না আছে নিজ বাড়ীতে।
তারি বিয়ে-থাওয়া দিয়ে-থুয়ে এখন কেবল ভূঁয়ে
চোখটি বুঁজিবে শুয়ে, এই শুধু সাধ,
তবু ছেলের সেদিকে হায় ! কোনই খেয়াল নাই—
বুড়ার ভাবিয়া তাই ঘনায় বিষাদ।
শেষে একদিন ভেবে মনে বুড়া তারে প্রাণপণে
সাবধানে সযতনে বসায়ে পাশে,
তার মাথায় বুলায়ে হাত অশ্রু করিয়া পাত
ভিজায়ে কঠিন ধাত, বাঁধিল ফাঁসে !

সেও রাজী হয়ে ঠিকঠাক মেয়ে নাই ঠিক থাক্,
সমুখে যে বৈশাখ, তাহারি মাঝে,
ঠিক বৌ এনে দিব পায়— কড়ার করিয়া তাই
মৃদু হাসি' পুনরায় চলিল কাজে।
পথে যেতে-যেতে ভাবে মনে— কথা দিনু গুরুজনে,
কিন্তু কোথায় কনে'—তা'র নাই ঠিক!
কত 'ঘোষপাড়া' 'বোলঝাড়' মনে মনে তোলপাড়,
সহসা ফিরায় ঘাড় ওপারের দিক;
হোথা বাবলা-বনের পাশে যে মেয়েটি যায় আসে,
দেখা হ'লে মৃদু হাসে, পালায় ছুটে',
খাসা সেই মেয়ে বিবাহের! তবু মনে ওপারের
চিরকেলে কলহের ছবিটি ফুটে।
তবে একবার যোগে-যাগে একা-দোকা পেলে তাকে,
নায়ে তুলে' আগে-ভাগে, তার পরে আর
দেখি কেবা সে মরদ আছে? এগোয় আমার কাছে!
শুধু ভয় হয়—পাছে মন ভাঙে তার।

ভেবে চলে সে—ঢেউয়ের ঘায় ডিঙা যেথা আছড়ায়
বাঁধা থেকে কিনারায়, না পেয়ে সোয়ার—
যেথা কানায়-কানায় জল করিতেছে টলমল,
নিয়ে তার দলবল চলেছে জোয়ার।
এক 'লহমা'য় রসি খুলি' লগিখানা লয় তুলি',
পলকে বাঁধন ভুলি' ডিঙাটি ছোটে—
কত সন্‌সন্ তরতর্ চলে তরী সত্বর—
তীরতরু থর্‌থর্ বেগের চোটে!

কোথা শুশুক ভাসিয়া উঠে, তীরেতে শশক ছুটে,
কিনারায় কাশ ফুটে' করে ঝলমল,
কোথা ঝাপ্‌সা ঝাউয়ের ঝাড়ে বুনো হাঁস পাখা নাড়ে,
বালুকার ঢালু পাড়ে কাছিমের দল !
শেষে যেথা মোহানার বাঁক 'বোঠে' চেপে, করে' তাক্
মাথার ঘুরায়ে পাক—'খেপলা' ফেলে,
কত মাছ মিলে রাশ রাশ মুখে ফুটে' উঠে হাস—
জলের মানুষ-হাঁস জেলের ছেলে !

হোথা ওপারে গাঙের চরে ছোট্ট ঘটটি ভরে'
জল নিয়ে যায় ঘরে সেই বালিকা,
কভু কচি হাতে ফুল তুলে, কাণে দুটি দুল দুলে,
মুখখানি টুলটুলে ফুলমালিকা ;
তার কালো চুলে পিঠ ঢাকা যেন সে ফিঙের পাখা—
প্রতিমার কেশ আঁকা যেন তুলিতে,
তার ভুরু দুটি টানা-টানা যেন রামধনুখানা
মুখখানি চাঁদপানা—নারে ভুলিতে।
তার ভাসা-ভাসা চোখদুটি যেন নীল ফুল ফুটি'
মাঝেতে ভ্রমর যুটি' তারা করে তার,
তার গড়নটি গোল-গোল চলনে কি আন্দোল !
দুটি গালে খায় 'টোল' হাসিলে আবার !
কভু কখনো পাইলে একা যুবক করে সে দেখা
দুজনেরই ভারি ঠেকা—কেবা কি বলে,
কভু ছোট দুয়েকটি কথা কভু খালি নীরবতা—
দুজনারি মনে ব্যথা ফিরিতে হ'লে !

ক্রমে এই মত দিন যাক্ ; আসে কড়ারের ডাক—
শেষে কাল-বৈশাখ এসে তাও যায় ;
সেই ডিঙাটি ভাসায়ে নীরে 'মেঘ' চাহে দূর তীরে—
পরাণের ধনটিরে কেমনে বা পায় !
দূরে সেদিন আকাশ 'পরে ঘন মেঘ বায়ুভরে
জমে' উঠে থরে-থরে ধরারে ঢাকি',
কাছে ঝড়ের আভাস দেখে, হেথা-হোথা এঁকে-বেঁকে
উড়ে' চলে ডেকে-ডেকে জলের পাখী।
শেষে ওপারের কোল ভিড়ে' তরী বেয়ে ধীরে-ধীরে
যুবক খুঁজিয়া ফিরে সেই দুটি চোখ—
কাছে সহসা ঘাটের পাড়ে লুকায়ে শরের ঝাড়ে
কে যেন দেখায় তারে আশার আলোক !
ত্বরা অমনি নিকটে আসি' ডিঙা রেখে পাশাপাশি
যুবক জানা'ল হাসি' মিনতি পায়ে ;
লাজে দো-মনা বালিকা ধীরে চাহিতে পিছন ফিরে',
চকিতে বাহুতে ঘিরে' তুলিল নায়ে !

দূরে কে দেখিল, নাহি জানি, খবর কে দিল আনি'—
গ্রামময় কাণাকাণি—ভারি রৈ রৈ !
সবে যুড়িয়া গাঙের ধার ছেলে-বুড়া দেয় সার
মেয়েদের হাহাকার—মহা হৈ চৈ !
যত যুবারা যুটিয়া তীরে দেখে তরী ছুটে নীরে
পাথারের বুক চিরে' তীরের মতন ;
কোথা পারাপার নাহি জানে এ যে পারাবার পানে
প্রবল ভাঁটার টানে ছুটে বন্‌বন্ !
তবু ভাবনার লেশ নাই খাড়া হ'য়ে এক ঠাঁই
মেঘা শুধু সামলায় হালটি তাহার ;—

পাশে আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে কেবা যায় দাঁড় বেয়ে—
ঐটুকু ছোট মেয়ে কি সাহস তার !
ক্রমে দেখিতে-দেখিতে বেগে তুফান উঠিল জেগে
ঝড়ের দাপটে রেগে গরজিল জল,
ক্রমে আঁধারিয়া দশদিশি তীরে-নীরে যায় মিশি,
দিবসে ঘনায় নিশি—তামসী তরল !

কারো নয়ন চলে না আর ঝম্‌ঝম্‌ বারিধার
ঘিরে' আসে চারিধার, কড়কড়ে বাজ !
যত গ্রামবাসী দলে দলে যে যাহার ঘরে চলে—
যেতে যেতে পথে বলে কত কথা আজ !
শুধু বালিকার বড় ভাই, —পিতা তার বেঁচে নাই—
ভগিনীর ভাবনায় পরাণ আকুল,
আজ অজানা স্নেহের টান ভুলাইল সব মান ;
ডাকে শুধু ভগবান, দাও আজি কূল !
দুটি মানবের প্রাণপণ স্বাধীন বুকের ধন—
স্বভাবের সবেদন মিলন-ছবি,
আজি ভুলায়েছে সব রোষ শত্রুর শত দোষ
অসূয়া অসন্তোষ—পলকে সবই !
আজ যে প্রেম আপন বলে সব ছাড়ি' এক পলে
মরণের মুখে চলে ভুলি' ভয়-লাজ,
মাথা নোয়ায় না তার কাছে— কে হেন পাষাণ আছে ?
ত্রিভুবন তার পাছে—সে যে রাজরাজ !
তাই করাঘাত করি' শিরে ছুটে' যায় তীরে-তীরে,
চীৎকারি' ফিরে-ফিরে'—ওরে আয় আয়,
দূরে প্রেম—সে প্রাণের সাথে ভেসে চলে অজানাতে—
ধ্বনি ফিরে কিনারাতে—কোথায় কোথায়!

চাষার মেয়ে

ননদিনি, কদ্দিনই থাকে বা মানুষ সহরে ?
ও সে গিয়েছে সেই ভাদর মাসে,
এ যে, আবার ভাদর ফিরে' আসে—
দিদি, যারা ছিল পরবাসে, সবাই যে এল ঘরে ;
ও তার হাতের ছাওয়া নতুন ঘরে
এখন দেবতা লাগলেই পানি পড়ে—
ও সে—গোঁজা দেওয়া টিক্‌ছে না আর কাল-বছরের বাদরে—
তবু—কেমন বেহুঁস্ মানুষ, সে কি ফিরে' আসার নাম করে !

আমি বিকাল বেলা যাই না ঘাটে,
আমার খোঁপা বাঁধ্‌তে পরাণ ফাটে,
ও সে কি দুখে যে দিবস কাটে, ক্যাম্‌নে জান্‌বে অপরে !
যখন সাঁজের বেলা গোলার পাশে,
কালো ছায়া পড়ে দুব্ব-ঘাসে—
তখন ডুক্‌রে আমার কাঁদন আসে, শুধু কাঁদিনা তোদের ডরে ;
যদি দেখার হ'ত দেখ্‌তে পেতিস্, কি আগুন জ্বলে অন্তরে।

ননদি,—সে কেমন তোর ভাই,
আমি ভেবে কিছু ঠিক্‌না না পাই—
আমি আন্‌চান্ করে' মরি সদাই, সে থাকে কেমন করে' ?
ও সে—কত লোকে কাঁদে হাসে,
দিদি আমার কাঁদন বারমাসে—
ও যার-আপন মানুষ নাইক পাশে, সে কি আশে পরাণ ধরে ?
দিদি, কি দিয়ে যে মন গড়া তার, জানিনা কোন্ পাথরে ?

চন্দন দীঘি

জামরুল গাছে হেলিয়া আরামে
কাছে রাখি' ছিপগাছি—
জলের উপরে নয়ন রাখিয়া
সারাদিন বসে' আছি।
চন্দনদীঘি প্রসিদ্ধ গ্রামে ;
বহুদূর হ'তে মৎস্যের নামে
বন্ধুরা আসি' বসি' ডানে বামে—
দূরে—কেহ কাছাকাছি।

স্নিগ্ধ-শীতল চন্দনদীঘি—
সকল দীঘির সেরা,
লক্ষ পাখীর আবাসকুঞ্জ
আম্রকাননে ঘেরা ;
দর্পণ জিনি স্বচ্ছ সে বারি
বক্ষে ধরিয়া তীর-তরুসারি—
চঞ্চল জলে ছায়া লয়ে তারি
খেলা করে আলোকেরা!

রৌদ্রের তাপে বিবশ দিবস
বিলসিছে তরুতলে ;
একে-একে-একে প্রহর গুলিন
নেয়ে যায় যেন জলে!
খুলি' দিয়া বাস উদাসীন বায়ে,
স্তব্ধ দুপুর—সলিলের গায়ে
ছবিখানি দেখে গ্রীবাটি হেলায়ে—
বেলা ক্রমে বেড়ে' চলে।

হেথা কেহ ছিপ বাগায়ে ধরেছে—
ফাতনায় কাঁপে প্রাণ ;
হোথা কেউ হেসে' ঘুরায় যন্ত্র,
সূতায় পড়েছে টান—
আমি বসে' বসে' শুধু দেখি চাহি',
কল্পনা ফিরে কত পথ বাহি'—
আমার এ জলে মাছ বুঝি নাহি,
মনে ভাবি কতখান্ !

মাথার উপরে মৌমাছিদের
গুঞ্জন আসে কানে ;
থেকে থেকে দূরে ঘুঘুর আলাপ
কত কথা মনে আনে।
ঝরি ঝরি' পড়ে জামরুলরেণু,
বাঁশের কুহরে কোথা বাজে বেণু,
দূর কোণে ওই নামিতেছে ধেনু
তৃষাতুর, জলপানে।

মাছরাঙা ওই করম্‌চাশাখে
তাক্ করি বসি' জলে ;
এক পায়ে ভর দিয়া হোথা বক্
ঝিমাইছে তারি তলে ;
দূরে ঘনবনে কাঠ্‌ঠোক্‌রার
উদাস ধ্বনিটি কাঁদে বারবার,
এক-ই কথা যেন করে সে প্রচার-
জীবন অসার বলে !

বৈকালি হাওয়া জলে দেয় কাঁটা,
কূলে লাগে ভাঙা ঢেউ।
পতঙ্গ এক খেলা ভাবি' মনে—
সাথে তার খেলে সে-ও!
পল্লীবধূরা আসে দলে দলে—
কেহ তীরে উঠে, কেহ নামে জলে,
চরণ আঁকিয়া সোপানের তলে
জল নিয়ে যায় কেউ।

'কি হে, কি খবর তোমার ওখানে'?
শুধায় বা কেহ হেসে',
'কিছুই হ'ল না বেচারীর আজ'—
বলে কেউ ভালবেসে';
আমি বসে' আছি মূর্ত্তির মত—
ভাষাহীন কথা মনে জাগে কত!
তত আন্‌মনা বেলা পড়ে যত,
ক্রমাগত দিনশেষে।

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে নেমে আসে—
কালো হ'য়ে আসে জল,
তালীতরু বেয়ে উঠিছে আলোক
ধীরে ছাড়ি' ধরাতল;
চিক্কণ-ঘন নারিকেল শিরে
স্বর্ণমুকুট পরাইয়া ধীরে
দিবা অবসান—রবি চলে ফিরে'
লভিতে অস্তাচল।

চকিতে ধরণী টানি' দিল শিরে
গোধূলি-রঙিন বাস,
হাল্‌কা হাওয়ায় উঠিল ভাসিয়া
প্রদোষের রসাভাস ;
পঞ্চম সুরে পাগল পাপিয়া
আকাশটি যেন ফেলিবে ছাপিয়া !
সহসা কর্ণে উঠিল কাঁপিয়া
বন্ধুর পরিহাস !

কল্পতরীর উধাও-যাত্রা
ঠেকিল বালির চরে ;
তাড়াতাড়ি লাজে ছিপটি গুটায়ে
লইনু তুলিয়া করে ;
'মাছ ত ধরেছ—এবে চল বাড়ি,
আমাদের দল এমনো আনাড়ি !'—
উদাসীন মনে নিশ্বাস ছাড়ি'
ফিরিয়া চলিনু ঘরে।

পথে যেতে—যেতে কতনা রঙ্গ,
কত হাসি কত কথা !
মোর মনে সেই চন্দনদীঘি—
প্রাণে জাগে তারি ব্যথা !
কত কথা আরো—ঠিক নাহি জানি ;
শষ্পগন্ধী গ্রামপথখানি
ভরিয়া তুলিল ঝিল্লীর বাণী—
সন্ধ্যার নীরবতা !

সরমরীতি

আমি   শুধাইনিক একটি কোনও কথা তারে,
শুধু   চলেছিলাম মাঠের পথে হাটের বারে ;
   মটর ক্ষেতের মাঝে,
   আটি বাঁধার কাজে
   মগ্ন ছিল কৃষাণবালা আলের ধারে—
আমি   শুধাইনিক কোনো কিছু কথা তারে।

কচি   ধানের শীষটি মুখটি তোলে যেমন করে',
ঠিক   তেম্‌নি করে' চাইল বালা মুখের' পরে ;
   বেলা তখন দুপর,
   খোলা মাঠের উপর
   ভরা ক্ষেতের সবুজ শোভা উছ্‌লে' পড়ে,
ঠিক   তারি মাঝে মুখটি প'ল চোখের পরে।

যবে   ফিরেছিলাম আপন ঘরে ক্ষেতের পারে,
আমি   শুধাইনিক কোনও কথা তবু তারে ;
   আলের বাঁকা পথে
   আস্‌ছি কোনমতে—
আপন মনে ধীরে ধীরে বোঝার ভারে—
আমি   শুধাইনিক কোনো কথা তবু তারে।

পাকা   ধানের শীষটি মুখটী নোয়ায় যেমন করে',
ঠিক   তেমনি করে' নুইল মাথা কোলের 'পরে ;
   সূর্য্য তখন পাটে,
   কাজল-কটা মাঠে
সন্ধ্যাবধূ সোনার চেলি বয়ন করে ;
আমায় হেরে' নুইল মাথা কোলের 'পরে।

যবে যাবার বেলা, মুখটি তোলা মুখের 'পরে—
ফিরে আসার বেলা, মুখটি গোঁজা কিসের তরে ?
পরিচয় কি তত,
লজ্জা পাবার মত !
হায়, সরম-রীতি বুঝ্‌ব বলো কেমন করে' ?
তাই একা একা ভাবছি বসে' আপন ঘরে।

দুটি চোখ আর দুটি চোখ—
দু'বার শুধু দেখা রোক্ ;
তেমন ক্ষণে যদি হয়,
তেমন যদি বায়ু বয়,
চরম সেই পরিচয়,
—যতই কেন বাধা রোক।
দুটি চোখ আর দুটি চোখ—
দুবার ফিরে দেখা হোক ;
হাসিয়া সব নরনারী
পড়িবে ধরা সারি সারি ;
নিমেষ মাঝে মানি' হারি
পড়িবে ধরা ধরালোক।

মালোর মেয়ে

মস্ত একটা বড় বট্‌গাছ ভৈরব নদীর ধারে—
ছাৎরা-বট তার নাম ;
ছাতার মতন পাতায়-ছাওয়া, তলায় সারে-সারে
হাজার ঝুরির থাম।
জষ্ঠি মাসের দুপুর বেলা, খাঁ খাঁ করছে দিক্,
চক্ষে যায়না চাওয়া,
গাছের তল্‌টায় কতক ঠাণ্ডা, ঘরের মতন ঠিক—
হু হু করছে হাওয়া।

নদীর পাড়ে পথের ধারে রথের মতন লোক—
বালক, যুবা, মেয়ে,
সক্কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক্‌রে' যাচ্ছে চোখ
গাছের পানে চেয়ে !
—ঐ দ্যাখ্‌ কাঁদছে—শুন্‌তে পেলি ? ঐ দ্যাখ্‌রে আবার-
বল্‌ছে এ ওর ঠাঁই,
—হাঁ রে, এইবার ঠিক শুনেছি—আজ ত মঙ্গলবার—
সারলে বুঝি ভাই !
রাত থেকে কাল কচি-ছেলের কান্না আস্‌ছে কানে,
গাছের মধ্যে থেকে ;
চিরকালের 'হানা' গাছ—তা সব্বাই লোকে জানে—
আজ তা চোখে দেখে !
বল্‌লে বলাই—দেখব আমি ? করলে সব্বাই মানা,
—যাস্‌নে খবরদার !
জোলার ছেলে যোয়ান ভারি, চ্যাটাল' বুকখানা,
পাড়ার সে সর্দ্দার !

কষ্টি-কালো কোঁকড়া-কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশ
ঝাঁকিয়ে মাথার 'পরে,
জল্‌দি পায়ে এগিয়ে সে দিক চল্‌ল বলাই দাস,
চোখ তার চক্‌-চক্‌ করে।
—মর্‌ল চাষা, বল্‌ল একজন—ভিড়ের মধ্যে হ'তে—
টেরটা পাবেন ছেলে !
ফির্‌ল বলাই যেম্‌নি শুন্‌ল, এগিয়ে চল্‌তে পথে
লাঠিগাছ তার ফেলে'।
অবাক হয়ে হাস্‌ছে, দেখ্‌ল, যত দলের লোক,
সেদিক পানে চেয়ে ;—
একটা ধারে ছল্‌-ছল্‌ করছে কেবল দু'টি চোখ—
মালোদের সে মেয়ে !
মুখখানা তার ভারি ভার-ভার, মস্ত যেন ভয়
মনের মধ্যে পোষে—
সেই মেয়েটা, লোকে যারে দুষ্টু, দজ্জাল কয়—
বজ্জাৎ বলে' দোষে।

চল্‌ল বলাই—হাঁচড়-পাঁচড় কেটে কোনমতে
উঠ্‌ল সে আগ্‌ডালে,
তাকিয়ে রইল গাঁয়ের লোক সব—দাঁড়িয়ে তেম্নি পথে,
হাত দিয়ে সব গালে।
উড়ে' গেল এক ঝাঁক পাখী পেয়ে পায়ের সাড়া,
ফড়্‌-ফড়্‌ করে' পাখা,
মড়াস করে' শব্দ হ'ল—ঐরে ফল্‌ল ফাঁড়া !
উঠ্‌ল নড়ে' শাখা !
ছেলের কান্না যেম্নি থাম্‌ল—ভয়ে সব নিশ্চুপ—
কেঁপে উঠ্‌ল বুক,

রামনাম করতে লাগ্‌ল কেউ-কেউ, সবার প্রাণ তুপ্‌-তুপ্‌,
শুকিয়ে উঠ্‌ল মুখ!
খানিক পরেই দেখ্‌ল কিন্তু বলাই আস্‌ছে ফিরে',
কি-একটা তার হাতে,
কি রে, কি রে? করে' অমনি ধর্‌ল তারে ঘিরে',
সক্কলে এক সাথে।
—কিচ্ছু না ভাই—এই ছানাটা চেঁচাচ্ছিল বাসায়,
বল্লে বলাই চেয়ে—
একটা ধারে চোখ্‌ দুটো কার ছল্‌কে উঠ্‌ল আশায়—
মালোদের সে মেয়ে!

সেদিন রাতে শোবার আগে হাতের কাজ সব সেরে,
ভাব্‌ল জোলার ছেলে,
মালোর মেয়ে ভারি ত আজ মন্‌টা গেল মেরে,
চোখের জলটা ফেলে!
একই পাড়ায় পাশাপাশি বটে তাদের বাড়ি,
ছেলেবেলার সই,
কিন্তু সেই ত বিয়ের পরে জন্ম-ছাড়াছাড়ি,
দেখাই তার আর কই!
শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'দিন এসেছে—তাই জানি,
দেখা নদীর ঘাটে,
আমায় দেখে' পালিয়ে গেল—ডুরে' কাপড়খানি
উড়িয়ে দিয়ে ঠাটে!
কোন' কথাই কইলনাক, তাইত ভাব্‌লাম মনে,
ভুলেই বা সে গেছে—
ছেলেবেলার ভাব ত সারা ছেলেখেলার সনে—
কে আর যাবে যেচে!

আজকে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে—দুশো লোকের মাঝে,
কেমনটা ব্যাপার ?
আমার জন্যে ভয়টা যেন তারই বুকে বাজে—
দরদ এত তার !

তিনটে বচ্ছর গেছে কেটে—এই ঘটনার পর,
ছাতরাগাছী গ্রামে ;
শেষ বছরটা এসেছিল যমের সহোদর—
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নামে,
মানুষ যারা ছিল গাঁয়ে, আদ্ধেক গেছে মারা—
তারি ভীষণ ডাকে ;
নদীর পাড়ে গাছটা কেবল তেম্নি আছে খাড়া,
নাওয়া-ঘাটের বাঁকে।
ঝুরিগুলো তেমনি করে' হাজার থামের সারে
ধরে পাতার ছাদ—
তেম্নি সবই, নাইক কেবল আজকে তাহার ঘাড়ে
'হানার' অপবাদ।
জোলাবাড়ি ফেরার প্রায়ই, বলাই আছে নিজে
সব্বাই গেছে মরে',
শরীরটা তার নেহাৎ মজবুৎ, তাইতে ভাঙেনি যে—
অমন রোগে পড়ে'।
মনটাও তার দেহের মতন ভাঙন-ধরা আজ,
ভাব্‌না আছে ছেয়ে,
তাঁতগুলো সব জালে ভরা—মাকড়্‌সাদের কাজ !
—কে দেখ্‌বে আর চেয়ে !

সে দিনটা সে নদীর ধারে এক্‌লা ব'সে আছে,
সন্ধ্যা হয়ে আসে ;

দূরে একটা গোরুর গাড়ী ঢাকা পড়্‌ল গাছে,
পথের মোড়ের পাশে।
একটা যেন চাপা কান্না তারই মধ্য থেকে
এল তাহার কানে,
মনটা আরো বিগ্‌ড়ে' গেল, ভাব্‌ল আবার—এ কে ?
চলেছে কোন্ খানে !
সম্মুখে তার ছাৎরা গাছটায় দেশের অন্ধকার
নিল তাদের বাসা—
নদীর তীরে ডাক্‌ল শেয়াল, নিঝুম চারিধার—
আঁধার দিয়ে ঠাসা !
দূরে একটা শূয়োর-তাড়ার শব্দ এল মাঠে—
অড়র ক্ষেতের ধারে ;
কি একটা সে ছপাৎ করে' নাম্‌ল এসে ঘাটে—
সম্মুখের ঐ পারে !
মাথার উপর বাদুড় একপাল ঝট্‌পট্ করে' পাখা,
চেঁচিয়ে গেল উড়ে' ;
উঠ্‌ল বলাই আস্তে-আস্তে, ভারি একটা ফাঁকা
বুকটা ফেল্লে যুড়ে'।

পহর খানেক রাত্তির তখন, বলাই জোলার ঘরে—
নাইক জনপ্রাণী ;
কেরোসিনের ডিপে একটা ছাড়ছে দাওয়ার 'পরে
ধোঁয়া অনেকখানি।
মাচার উপর চুপটি করে' বলাই বসে' আছে—
মুখটি নীচু করে'—
নানান রকম ভাবনা ঠেলে' উঠ্‌ছে বুকের কাছে—
চোখ্ তার জলে ভরে' ;

—এমন সময় বাহির দোরের আগলখানা নড়ে'
উঠ্‌ল কয়েকবার—
কে রে—কে রে ? বল্লে বলাই ঘাড়টা উঁচু করে',
মেল্‌ল আঁখি তার।
বাইরে কিচ্ছু যায় না দেখা, এমনি চতুর্দ্দিক
ঘেরা অন্ধকারে—
একটা শুধু মূর্ত্তি কেবল এগিয়ে এসে ঠিক
দাঁড়াল তার দ্বারে।
আরে—কেরে ? পদ্ম নাকি ? বলাই সে দিক চেয়ে
থম্‌কে গেল থামি'—
ভাঙা গলায় কোনমতে বল্লে মালোর মেয়ে—
বলাই দাদা—আমি!

কৃষাণীর গান

পথে ক্ষেতের মাঝে আস্‌তে যেতে
কেউ যদি কার পানে চায়,
লোকে দেখ্‌বে কেন আড়ি পেতে—
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি?
অমন তো রোজ হয়েই থাকে-
সংসারের ঐ গতিকই!

ধর পাড়ায় যদি আস্‌তে যেতে
তেমন মুখটি দেখ্‌তে পায়,
আর ভুলে' যদি চেয়েই থাকে-
কার কি তাতে আসে যায় ?

ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন ত ঢের হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই !

ধর' ঘাটের পথে নাইতে যেতে
পরশ লাগ্‌ল তেমন গায়,
আর তাতে যদি হেসেই ফেলে—
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন অনেক ঘটেই থাকে—
বয়সের ঐ গতিকই !

ধর' কেউ যদি কা'য় ভালবেসে
বল্লে' কিছু ইসারায় !
যাহা বয়সকালে বলেই থাকে—
কে বল তা ধর্‌তে যায় ?
আর তাতে এমন ক্ষতি কি ?
অমন ত রোজ হয়েই থাকে—
যৌবনের ঐ গতিকই !

কেউ ফাগুনমাসের আঁধার রাতে
ভুলে' যদি চুমোই খায়,
আর ধর' কেউ তা দেখ্‌তে না পায়—
কার কি তা'তে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
হবার যা, তা হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই !

কুহকিনী

আস্‌তে যেতে পাড়ার পথে
কত না মুখ চোখে পড়ে ;—
আছে কেবল একটি—যা'তে
পরাণ আমার ভাঙে গড়ে !
জানিনাক মনটি তাহার,
জানি না সে কেমন যে লোক ;
জানি শুধু সকল-হরা
পাগল-করা কাজল সে চোখ !

ডাক্‌লে পরে যায় সে চলে'—
না ডাকতে যে কাছে আসে ;
আমি যখন অশ্রু-নয়ন,
সে হয়ত বা তখন হাসে ;
যখন আমি ক্ষেতের কাজে,
সে যে আমার আলের ধারে ;
যখন আমি সাঁতার জলে,
জল আন্‌তে সে পুকুর পাড়ে ;
আমি যখন তাদের পাড়ায়—
হয়ত সে মোর কুটীর পাশে ;
আমি যখন তারেই খুঁজি,
—লুকিয়ে থাক্‌তে ভালবাসে !

পথের মাঝে দেখি যে তার
কাজল দুটি কালো আঁখি,
ঘরের চেয়ে পথে ধারে
তাইতে আমি ভালো থাকি!

আস্‌তে যেতে পাড়ার পথে
আঁখিটি যেই চোখে পড়ে,—
তড়িৎ চোখের ক্ষণিক দিঠি
পরাণ আমার ভাঙে গড়ে !
জানিনাক কেমন মেয়ে
জানিনাক কেমন যে লোক,—
জানি শুধু কুহক-ভরা
পাগল-করা কাজল সে চোখ।

পাহাড়ীয়া প্রেম

পর্ব্বত-অরণ্যচারী বর্ব্বর গারোর নারী—
তাহারই একটী প্রেমকথা,—
আজি বহুদিন পরে থেকে থেকে মনে পড়ে,
হৃদয়ে জাগায় ব্যাকুলতা !

তখন বর্ষার শেষ মেঘমুক্ত সানুদেশ,
কুয়াশায় দিক্‌চক্র ঢাকা,
রৌপ্য-আভা রবিকরে বুনিতেছে তারি 'পরে
বর্ণজাল বহু চিত্রে আঁকা ;
বিচিত্র ফুলের রাশি হাসিছে বিচিত্র হাসি
শৈবাল আচ্ছন্ন গিরিগায়ে,
নন্দননর্ত্তকী জিনি' নেচে চলে নির্ঝরিণী
শিলার নূপুর পরি' পায়ে ;

সারি সারি অভ্রমেঘ পরিপূর্ণ নভোদেশ—
শৃঙ্গ তুলি' দাঁড়ায়ে পর্ব্বত,
তারি তলে মেষপালে চরাইয়া সন্ধ্যাকালে
গিরিনারী ফিরে গৃহপথ।
অদূরে চড়াই 'পরে সহসা বিস্ময়ভরে
হেরে পূর্ব্ব-প্রণয়ী তাহার,
সৈনিক উষ্ণীষ শিরে অশ্ব 'পরে ধীরে ধীরে
তারি দিকে হয় আগুসার।

প্রথম যৌবনপারে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া যারে
মেনেছিল মনের মানুষ ;
দীর্ঘ সাত বর্ষ শেষ, একেবারে নিরুদ্দেশ—
পলাতক ভীরু কাপুরুষ !
জীবন যৌবন তার ব্যর্থ করি' চতুর্ধার
অমূল্য প্রণয়রত্ন লুটি'
রমণী-হৃদয় কাড়ি' পালায় যে গৃহ ছাড়ি'—
তারো এই বীরত্বভ্রূকুটি !
যাহারে ফিরিয়া খুঁজি' দুরাশার সঙ্গে যুঝি'
কাটিয়াছে দীর্ঘ বর্ষ সাত,
দেশে দেশে মৃতপ্রায় অনাহারে অনিদ্রায়—
অরণ্যে পর্ব্বতে দিবারাত ;
যার সুখসঙ্গতৃষা মর্ম্মরক্তে আজো মিশা—
আজি সেই সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
গা ঢাকিয়া কোনমতে ফিরে ওই বনপথে,
না জানি সে কার অভিসারে !

কিন্তু তবু সেই মুখ   পরিপূর্ণ সেই বুক,
সেই আঁখি মনমোহনিয়া !
স্মরিতে পুরাণো কথা   যুবক নামিল তথা
গিরি-কাটা খাড়া পথ দিয়া।
চিনিতে কি না চিনিতে   বল্গা ধরি' আচম্বিতে
সম্মুখে দাঁড়াল নারী আসি',
রাগ মিশে অনুরাগে,   পরশে বেদনা জাগে,
নয়নে ঘনায় বাষ্পরাশি !

"রশ্মি ছাড়ি, দাও পাশ,"   কহিলা কর্কশ ভাষ—
অশ্বারোহী রশ্মি তার টানি',
সুদীর্ঘ বরষ 'পরে   প্রাণ কাঁপে কণ্ঠস্বরে,—
এই কি প্রথম প্রেমবাণী !
জানিনা কোথায় লাগি'   মুহূর্ত্তে উঠিল জাগি'
প্রণয়ের সুপ্ত অভিমান,
বক্ষের কুক্‌রীখানি   চকিতে লইয়া টানি'
দাঁড়াইল বাঘিনী সমান !
ক্ষুব্ধ নারী বজ্রস্বরে   গর্জ্জিলা রোষের ভরে—
"শেষ কথা কহি সে তোমারে,
জগতে দোঁহার স্থান   দেন যদি ভগবান—
এ জীবনে কিম্বা পরপারে,—
রহিবে তা একসাথে,   ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রাঘাতে,
আজি এই করিনু শপথ,
—যে বা বাছি' লহ মনে,   জীবনে কি বা মরণে
একছাড়া ভিন্ন নহে পথ" !

হিংসাবৃত্তি পশুবুকে যে আকৃতি ধরে মুখে—
বদনে তেমনি বিকটতা,
শ্বাসে যেন সর্প ফোঁসে রাঙা চক্ষু ঋক্ষরোষে,
বক্ষে বহে আগ্নেয় বারতা !
নিমেষে সম্বরি' নিজে যুবক ভাবিলা কি যে !
লাগাম টানিয়া বেগভরে,
চালাইতে অশ্ব তার অসি সম তীক্ষ্ণধার
ছুরিকা সে বিঁধিল পঞ্জরে!

পর্ব্বতে উদিল উষা শারদীয়া নিষ্কলুষা ;—
অরুণের রক্তরাগরেখা
গিরিমূলে শিলাতলে হেরিলা সে কৌতূহলে
গাঢ়তর নব রক্তলেখা !
ধীরে ধীরে বেলা হ'লে পাহাড়ীরা দলে দলে
হেরে ভীতিবিস্মিত নয়নে,
নিরুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়ি'— দুটী মৃত নরনারী
দৃঢ়বদ্ধ গাঢ় আলিঙ্গনে !
পাহাড়ের কর্ণদুল ফুটি' নানাবর্ণ ফুল
তেমনি ছড়ায় সুধাহাসি,
প্রণয়ের দীপ্ত রোষে দুটী প্রাণ-উল্কা খসে'
কে জানে কোথায় গেল ভাসি' !

কলঙ্কিনী

বৈশাখের অপরাহ্ন ; তপ্ত রবি অগ্নি-আঁখি হানে ;
পদপ্রান্তে পড়ে' আছে অনিমেষে চেয়ে তারি পানে
মুহ্যমান মৌন ধরা ; শূন্যদৃষ্টি সরোবরতীরে
নারিকেলতরুকুঞ্জ মর্ম্মরিয়া কাঁপিতেছে ধীরে
দুলায়ে চামর-পত্র ; তীরাস্তৃত বেতসের বন
বিম্বিত ছায়াটি তারি বিস্মিত করিছে নিরীক্ষণ।
তীরের কুটীর ছাড়ি' গ্রীষ্মতাপে সেথা জম্বুমূলে
বসিয়াছিলাম একা আঁখি রাখি' সরোবরকূলে !
সহসা হেরিনু' দূরে অপ্রশস্ত বনপথ দিয়া
ত্বরিত চরণ ফেলি' দীঘিজলে নামিল আসিয়া
অবীরা চণ্ডালকন্যা পল্লীকলঙ্কিনী সেই 'তারা' !
টুটিল অলস স্বপ্ন ; মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহের পারা
ভাঙিল সহজ শান্তি ; সুনির্ম্মল সরোবরবারি
শিহরি' উঠিল যেন অসংযত অঙ্গস্পর্শে তারি !
তবু রহিলাম চাহি'—অদৃশ্য তাহার নেত্রপথে—
সঙ্কোচের আবরণ সাধ্বসে সরায়ে কোনমতে!
চঞ্চলা ও রঙ্গময়ী—তরঙ্গেরই নর্ম্ম-সঙ্গিনী সে—
রসে-ভরা অঙ্গখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে' ;
আয়ত উরস 'পরে উর্ম্মিগুলি হেসে করে খেলা ;
কুঞ্চিত চিকুরদাম—তরঙ্গিত শৈবালের মেলা
ভাসে মুখপদ্ম বেড়ি' ; আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্য ভঙ্গী—ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের !
লীলায়িত তনুখানি সঞ্চারিয়া উদ্দাম কৌতুকে,
সৃজি' নব ইন্দ্রধনু মুখজলে, মুক্তামালা বুকে—
দাঁড়াইলা স্নানশেষে তীরপ্রান্তে, বিচিত্র বসনে
উচ্ছলিত যৌবনের বন্ধুরতা কসিয়া শাসনে।

সহসা ফিরায়ে মুখ, আর্ত্তকণ্ঠে—'ওমা ওকি'! বলি'
চকিতে নামিয়া নীরে দ্রুত সন্তরণে গেল চলি'
ওপারের তীর লক্ষ্যি'। সবিস্ময়ে চাহি' সেই পানে
হেরিনু গোবৎস এক উর্দ্ধমুখে সন্ত্রস্ত নয়ানে,
মুক্তি-আশে পঙ্কমাঝে করিতেছে প্রাণান্ত প্রয়াস;
শৈবালে আচ্ছন্ন দেহ, চরণে জড়ায়ে গেছে ফাঁস!
উদ্‌ভ্রান্তের মত বালা ক্ষিপ্র পদে পঁহুছি' সেথায়
ত্বরিতে বিপুল বলে বাহুপাশে তুলিয়া তাহায়,
বহুযত্নে শিশুসম বক্ষপরি রাখি' মুখখানি,
সাবধানে জল হ'তে তীরে তারে কোনরূপে টানি'
আনিলা অনেক কষ্টে; রাখি' ধীরে তীরলগ্ন ঘাসে,
বাহুপাশে বাঁধি' তার গ্রীবাখানি বসি' তার পাশে,
করটি বুলায়ে ধীরে চোখে-মুখে স্নেহ-সুকোমল,
একান্ত আগ্রহভরে, বারেক তাহার গণ্ডস্থল
চুম্বিলা নিবিড় স্নেহে—মাতা যেন কাতর সন্তানে!
পরিপূর্ণ মমতায় শেষে তারে রাখি' সেইখানে,
সরোবর অতিক্রমি' পুনরায় সন্তরণ দিয়া,
এপারে যখন ধীরে উপজিল, দেখিনু চাহিয়া—
পরিপাণ্ডু মুখচ্ছবি, বক্ষ কাঁপে, নয়ন অলস,
শ্রান্ত দেহ অবনত; বাহুমূল শিথিল অবশ—
ফিরিলা গৃহের পথে মন্থর চরণ দুটি ফেলি',
স্নেহস্নিগ্ধ সুধারসে সুস্মিত নয়ন দুটি মেলি'!

সহসা বিটপী-শাখে, উর্দ্ধে মোর, পল্লবেতে ঢাকা—
অজানা বিহঙ্গ এক অন্ধকারে ঝাপটিল পাখা!

* * * *

একদণ্ড পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি,
পঙ্কিল পরশ ভাবি' মনে-মনে পড়িয়াছি গালি,—
সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর সৃষ্টিরে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে!
পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে!

ফুল ও মুকুল

অপরাজিতা

পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিত নাম?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে?
বর্ণ,—সেও ত নয় নয়নাভিরাম!
ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু সৌরভ,
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব?
রূপ-গুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি?

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে, মোর কিছু নাই—কিছু নাই;
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে',
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই!
ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ।
মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা—জীবনের মোর ব্রত;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী,—তিনিও তোমারি মত?

কাঞ্চন

গোলাপ যখন বিদায় নিয়েছে শীতের বাসর থেকে,
কুসুমকুঞ্জে ভেঙেছে মাঘের মেলা ;
চৈত্রের সভা পাঠায়নি যবে পুষ্পবালারে ডেকে—
গরবী করবী, বিরহিনী বন-বেলা ;—
ফাল্গুন-সাঁঝে ধীরে আসে—ও সে কে ?
সঙ্কোচে নত রাঙা কাঞ্চন যে !

আসনিক তুমি রাণীর গরবে কুঞ্জ-সিংহাসনে,
গন্ধে আন না পথিকেরে কাছে ডাকি' ;
চম্পা-গরিমা নাহিক তোমার মুকুলিত স্মিতাননে,
তীব্র মদিরা পরাগে রাখ না ঢাকি' ;
তুমি শুধু কহ—আর কেহ যবে নাই—
শ্রান্ত পথিক, তবু আমি আছি ভাই ।

রূপটি তোমার উজ্জ্বল নহে আঁখি ভুলাবার মত,
—তরুণী কিশোরী মুদিত বাসররাতে ;
মৃদু সৌরভ বহি' আনে মনে অতীতের কথা যত,
অশ্রুবাষ্প ছেয়ে আসে আঁখিপাতে ;
ফিরে' আন' মনে হারান' হৃদয়ধন—
নাসিকার আগে ভরে' উঠে তাই মন !

মনে পড়ে—সেই শান্ত প্রভাতে করেতে শূন্য সাজি,
ব্যাকুলা বালিকা তাকায়ে তোমার পানে ;
লুব্ধ হৃদয়, সাধ্য নাহিক আহরিতে ফুলরাজি,
মৌন মিনতি আঁকা যেন দুনয়ানে ;—
তাড়াতাড়ি তুলি' দিতে গেনু যেই ফুল,
ছুটিয়া পালা'ল দুলায়ে কানের দুল ।

আরো একদিন—স্তব্ধ দুপুর, ঝাঁঝাঁ করে চারিধার,
পল্লব তব দুলিছে তপ্ত বায়ে ;
ধূলামাখা শিশু তরু 'পরে বসি', কানে গোঁজা ফুল তার,
নামিতে জানে না—ঠেকেছে বিষম দায়ে !
নীচে মা তাহার, ভয়েতে আত্মহারা ;
নামায়ে দিলাম—জননী কাঁদিয়া সারা !

এই মত কত ছোটখাটো যত শৈশব-অভিনয়,
ভুলেছিনু যাহা—অথবা ভুলিতে বাকী ;
মৃদু বাসে তোর সেই সব কথা ফিরে'-ফিরে' মনে হয়,
পার-হওয়া পথে ঘুরে' মরে মন-পাখী।
ফুল ন'স্ তুই—রঙীন স্মৃতির আলো—
তাই তোরে আজি আরো যে বেসেছি ভালো।

কোনো কবি তোর নাম করেনাক, রে চির-অনাদৃতা,
অনাস্বাদিত চিরদিন তোর মধু ;
তুই থাক্ মোর পূজারি প্রাণের সুগোপন-বন্দিতা—
বঙ্গগৃহের অন্তঃপুরিকা বধূ ;
মৃদু সৌরভে ভরি' অঙ্গনতল,
চিরগৌরবে থাক্ চির-উজ্জ্বল !

সন্ধ্যামণি

যবে ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাধূসর
পল্লী-প্রাঙ্গণে,
ফিরে তরুণী বাজায়ে জলতরঙ্গ
কলসে-কঙ্কণে ;
যবে দিনান্ত 'পরে গাভী ফিরে ঘরে
ক্লান্ত রাখাল সাথে,
ম্লান দিগন্ত-আলো নিবে' আসে যবে
ধরণীর আঁখিপাতে ;
আমি সেই সন্ধ্যার সন্ধ্যামণি গো,
আঁধারে ফুটাই ফুল—
এই গন্ধহীনার জন্মদীনার
জীবনের ত্রুটি ভুল !

পাশে মধুমালতীর নববল্লরী—
হরষে ফুল্লা সে ;
পুর লক্ষ্মীর কর-পরশ আশায়
কাঁপে সে উল্লাসে !
সে যে হোথা তারি পাশে কতবার আসে
কত ছলে কত বেশে—
কত সোহাগে আদরে বুকে তারে ধরে
পরি' লয় তুলি' কেশে ;
আর আমি হেথা তার ত্বরিত-চকিত
চলে'-যাওয়া হাওয়া লাগি'-
সেই লজ্জা-বেদনা বক্ষে চাপিয়া
সারারাত কেঁদে জাগি !

ওগো তোমরা যে কেহ বুঝিবেনা মোর
মরম-যন্ত্রণা—
কি যে চির-বিধবার শয্যার পাশে
প্রণয়-মন্ত্রণা !
আমি কি দুখে যে জাগি অভাগী রাধার
হিয়ার বেদনা নিয়া,
যবে বঁধুয়া তাহার আন-ঘরে যেত
ঘরেরই আঙিনা দিয়া !
ওগো আঁধার—সাঁঝের আঁধার, তুমি যে
তেমন আঁধার নও !
আমি কোথায় লুকাই, কেমনে লুকাই ?
তাহার উপায় কও ।

তুমি সন্ধ্যা আমার সঙ্গী—কেন না
প্রলয়-অন্ধকার—
এই মুকুলিতা নব কলিকা-জীবনে
গন্ধ বন্ধ যার !
কালো সন্ধ্যার কোলে জন্ম, তাই সে
নামটি সন্ধ্যামণি—
ভালো মণি-কলঙ্ক ভালে লেখা তার,
বুকে যার কালফণী !
হায় বিশ্বভুবনে কোথা কোন্ খানে
আছে মোর দুখ-সাথী—
আমি কেমনে কাটাব দীর্ঘ বেদনা-
বিবশ দিবস-রাতি ?

নাগকেশর

চিত্ততলে যে নাগবালা ছড়িয়ে-ছিঁড়ে কেশের কেশর কাঁদছে—
অফুরন্ত অশ্রুধারায় সহস্রবার নাসার বেশর বাঁধছে ;
মাণিকহারা পাগলপারা যে বেদনা বাজ্‌ছে তাহার বক্ষে,
পলে-পলে পলক বেয়ে অলক ছেয়ে ঝরছে যাহা চক্ষে ;
দুঃখে-ভাঙা বক্ষে যাহা নিশ্বসিয়া সকাল-সাঁঝে টুটছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে !

মন-পাতালে যে নাগবালা রতন-জ্বালা কক্ষে বসে' হাসছে—
দীপ্তি যাহার নেত্রপথে শুভ্র-শুচি দৃষ্টি হয়ে আসছে ;
মুক্তামাণিক সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে উল্লাসে যে চঞ্চল,
উদ্বেলিত সিন্ধুসম দুলছে যাহার উচ্ছ্বসিত অঞ্চল ;
বিশ্বভুবন পূর্ণ করে' যে আনন্দ শঙ্খনাদে উঠছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে।

তাই দিয়ে আজ পূজব তোমায়—ভস্মভূষণ হে আশুতোষ ব্যোমকেশ
নাগকেশরের অর্ঘ্যে আজি কর হে শিব অক্ষি তব উন্মেষ !
দুঃখ-সুখের বক্ষে পড়ুক উদার তব চন্দ্রকলার দীপ্তি,
জটাজলের ঝাপ্‌টা লেগে অশ্রুজলের তর্পণে হোক তৃপ্তি।
নাগ যে তোমার কণ্ঠভূষা, কেশর তব আষাঢ়-মেঘের কান্তি ;
প্রসাদী-ফুল নাগকেশরে ছড়িয়ে দিলাম—শিবের প্রসাদ শান্তি।

করবী

প্রভাতের মন্দ বায়ে মুখটি তুলে'
করবি, বল্‌তে কি চাস্‌ ঘোম্‌টা খুলে' ?
ওলো ও রঙ্গভরা,
ছি ছি আজ পড়্‌লি ধরা
অরুণের রূপের হাটে লজ্জা ভুলে' !

আরো ত পাড়ায় তোর ঐ গুল্মে-গাছে—
চেয়ে দেখ্‌ এক্‌-বয়সী অনেক আছে ;
কেহ বা পাতার আড়ে
লুকিয়ে ঘাড়টি নাড়ে,
বড় জোর স্বপ্ন দেখে হাওয়ার কাছে !

চাঁপা, যে উচ্চকুলের স্বর্ণরাণী,
তারো কি অন্নি খোলা আননখানি ?
সেও দেখ্‌ শাখায় পাতায়
লুকিয়ে গন্ধে মাতায়—
তারো ত তোর মত নয় মন-জানানি !

গরবি, তোমায় তবু ভালোই বাসি,
হেরি তোর মন-মাতানো মুখের হাসি ;
জানি যে আপ্‌না-ভোলা,
সে যে হয় ঢাক্‌না-খোলা,
জানি—সে সকল ভুলে' হয় উদাসী ;
করবি, তাইত তোরে ভালই বাসি ।

———

ভুঁইচাপা

ভুঁইচাঁপা, তুই ভুঁয়েই ফুটে' লুটিয়ে থাকিস্ ভুঁয়ে-
তোরে হেরে চিত্ত আমার পড়্‌ছে নুয়ে' নুয়ে' !
নীল আকাশের আলোর পরশ
নীলচোখে তোর বুলাক হরষ,
মাটীর কোলের মায়া তবু থাকুক্ তোরে ছুঁয়ে ।

স্বর্ণচাঁপা বাড়াক্ বাহু ঊর্দ্ধ আকাশপানে,
ধরার নাগাল এড়িয়ে চলুক্, মন যদি তাই মানে !
করুণ চোখে অরুণ সাথে
দৃষ্টি মিলাক্ দিনে রাতে,
গভীর রাতে জানাক্ প্রীতি চাঁদের কাণে কাণে !

তুই হেথা থাক্ তৃপ্ত হয়ে মৃত্তিকা মা'র বুকে,
মায়ের মধু রসের ধারা লেগেই থাকুক্ মুখে ;
তারি মতন পায়ের নীচে,
তারি মতন সবার পিছে—
থাকুক্‌রে তোর আসনখানি সর্ব্বসহার সুখে ।

নেবু-ফুল

ছোট্ট নেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট নেবুর ফুল—
স্বর্ণ উষার কর্ণভূষার বর্ণ তুষার তুল!
চন্দ্রধবল সরস কান্তি
চন্দনজল পরশ শান্তি,
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যা বুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা, বিরহের বুলবুল!
ছোট্ট নেবুর ফুল—
প্রথম প্রীতির সুমধুর স্মৃতি—ব্যথাভরা দুটি ভুল!
গন্ধপুরীর রাজকন্যার হীরার কর্ণতুল!
ছোট্ট নেবুর ফুল,
মুগ্ধ হিয়ার মন্দির তোরি মন্তরে মস্‌গুল!

———

কাজ্‌লাদিদি

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে   থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে' রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?

সে দিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আমি যখন   দিদি বলে' ডাকি তখন,
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপ্‌টি ক'রে থাকো ?

বল্‌ মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে !
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে   আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
মি তখন এক্‌লা ঘরে কেমন করে' রবে ?
মিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে !

'পাতে ভরে' গেছে শিউলি গাছের তল,
ন মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল ;
লের ফাঁকে   বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল ;—
বে যখন, বল্‌বে কি মা বল্‌ !

বাঁ ... ার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এম ... আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?
বেড়ার ধা ... ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে ;
নেবুর ... না—তাইতে জেগে' রই ;—
রাত হ'ল ... ার কাজ্‌লা দিদি কই ?

—তোর সাথে আ[illegible]বকতে পারিনি—
পোড়া চোখে ঘুমের হ'ল [illegible]কঁ :
—তোরও, মা—আজ কি হয়েছে যেন!
রোজ কথা ক'স্—আজকে এমন কেন?

গঙ্গাস্নান

তাই বলি—গঙ্গাস্নানে কেন এত ঝোঁক!
ঐ টুকু ছোট মেয়ে—ন'বছরই হোক্,
নিতান্ত বালিকা ছাড়া কি বলিব আর—
এ বয়সে অন্য কিছু সম্ভবে না তার!
প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখি, শয্যাখানি ছাড়ি'
অস্থির হইয়া উঠে যেতে তাড়াতাড়ি
নদীর কিনারটিতে ; শুনিবে না কানে—
বাড়ীতে নাওয়ার কথা—কেন সেই জানে!
বুঝিতে পারি না আর ; সেদিন গোপনে
লুকায়ে ব্যাপার তার হেরিনু নয়নে।
ছয়মাস আগে তারি ছোট বোনটি[illegible]
যেখানে করেছি দাহ জাহ্নবীর [illegible],
ঠিক তারি পাশটিতে চুপ ক[illegible]বুলবুলির
হেরিলাম—এক দৃষ্টে বসে' [illegible]ড়তে [illegible] মেয়ে!
মৌন কণ্ঠে নাহি বাণী, চ[illegible]হি জল,
বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টি বুঝি সে কেবল
খুঁজিয়া দেখিতে চায়, কি করিয়া ধূলি
কোথায় রাখিল তারে লুকাইয়া তুলি'!
ভস্মপাশে ফুলমালা—মূর্ত্ত যেন শোক,
বুঝিলাম গঙ্গাস্নানে তাই এত ঝোঁক!

বহুদিন পরে চোখে ফিরে' এল জল,
জাহ্নবীর ভরা আঁখি করে ছল ছল!

সত্যদান

পণ্ডিতের পদ লাভ' [illegible] বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে
বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি' ;
—এতটুকু শিশু একা ! [illegible]য়ে দেখি—দূরে আছে দাসী !
সযত্নে বসায়ে পাশে, [illegible] বাক্যে ভুলাইয়া তারে,
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে ;
—পিতৃহীন নিরুপায়, দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেক অপর !

ত্বরিতে আসন ছাড়ি' সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির—
মনে-মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাসবাণী, বালকের লয়ে শিক্ষাভার,
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।
পাঁচ বৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার—
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার
পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা আঁখিরই সম্মুখে ;
বুঝিনু কিসের আশে—কি গভীর দ[illegible] দুখে !

মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশি[illegible]
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কো[illegible] শঙ্কা [illegible] —
'বাড়ীতে ক'জন থাক ?'—শুধাইনু শি[illegible]ন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—'বাড়ীতে আমরা পাঁ[illegible] !'
—'এই না বলিলে আগে—ভাই বোন [illegible] —
তুমি মার এক ছেলে ! আরও ত সে তি[illegible] চাই।'
তেমনি মধুরকণ্ঠে কহিল সে—'মোরা পাঁ[illegible]—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারাণী আর [illegible]।"

—'বা[illegible] [illegible]ন কে কে ?'—শুধাইনু পরম বিস্ময়ে ;
গণনা[illegible] [illegible]ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে !
—'রাধারা[illegible] কে আবার—অন্য কেহ বাড়ীতে ত নাই ?'
সে কহিল 'আছেই ত ; রাধারাণী সে মোদের গাই।'
—'ভোলা সে কাহার নাম ?' হাসিয়া শুধানু তার কাছে ;
—'জানেন না ? ভারি দুস্টু—সে এক কুকুর-ভোলা আছে ;
—'নারায়ণ কে আবার ?'—নাম শুনি' প্রণমি' চকিতে
কহিল—'ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে !
প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচজন হ'লনাক ?—কত আর বলি বারে বারে !'
'এই পাঁচজন বুঝি ?'—হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্যবার্ত্তা শিশুতেই জানে !

শিশুর বেসাতী

আমার খোকার নৌকাখানির দাম সে লাখোটাকা—
ঝিনুক-নায়ে পাল তোলা তার প্রজাপতির পাখা ;
চাঁপার কলি দাঁড় ক'খানি, অপ্‌রাজিতার হাল,
মাস্তুলটি সদ্য-গড়া পদ্মফুলের নাল !
কোথায় যাবে সোনার খোকা—বাণিজ্যি কর্‌তে—
দেশবিদেশের মুক্তো এনে বেসাতি ভর্‌তে !

[illegible]মার খুকীর গাড়ীখানির দাম সে লক্ষটাকা—
[illegible]তুরছানার সাদা যুড়ি, কদম ফুলের চাকা ;
গাঁদা ফুলের গদিটি তার, ধূতরো ফুলের ছই,
ঝুম্‌কো ফুলের ঝালর ঝোলে ছইয়ের পরে ওই !
কোথায় যাবে সোনার খুকী—বাণিজ্যি কর্‌তে—
দেশবিদেশের রত্ন এনে পসরা ভর্‌তে !

পাণ্ডা

মাগো, তোমার আজকে নাকি চুল-বাঁধার 'এক্জামিন'—
আরশি নিয়ে আছ বসে' সেই হ'তে সারাদিন!
চুল বাঁধা—সে পরে হবে, কাপড় দে বা'র করে',
বাবার সঙ্গে বেরোব আজ ভাল কাপড় পরে';
খেল্‌তে সবাই ডাক্‌তে এলে, বলিস্ তাদের, মা—
শালবনীতে গেছে সে আজ, খেল্‌তে যাবে না।
আজকে ফিরে আস্‌তে রাতি, আস্‌ব মা সেই রাতে—
কিচ্ছু তুমি ভেবো না মা, বাবা যে আজ সাথে!
আজকে তাঁকে দেখাব সেই বুলবুলীদের বাসা;
ছোট্ট—কেমন কড়বি-দেওয়া, ডিমগুলি সে খাসা!
তিনটে ডিমের একটা-যে মা, বা'র হয়ে গেছে ছানা—
ঠোঁটটি কেমন ফাঁক করে' সে নড়াচ্ছিল ডানা;
সন্ধ্যাবেলায় হিম পড়ে যে, শীত লাগে তার—নয়?
খুকীর ছেঁড়া কাঁথাটা মা নিয়ে এলে হয়!
দেখ্‌তে কিছু পায় না সে যে—ফুটবে—মা, চোখ কবে?
একটু বড় হ'লেই কিন্তু নিয়ে আস্‌তে হবে!
আরো কত-কি-যে জিনিষ দেখিয়ে আন্‌ব তাঁকে—
মৌচাক—সেই গোয়াল-ঘরের চিতে-বেড়ার ফাঁকে;—
বেদের চিতে-সাপের মতন আস্তে আস্তে নড়ে—
মধু কোথায় পায় তারা—চাক কেমন করে' গড়ে?
কাউকে আমি বলিনি মা, উঠিয়ে দেবে বলে',
তোমার জন্যে আন্‌ব পেড়ে অনেক মধু হ'লে;

নিজে কিন্তু যাব না—যে কামড়ে' দেয়—মা, নাকে—
সে দিন যে সেই কামড়েছিল মথুর দাদার মাকে !
দূরে থেকে বল্‌ব—বাবা, যেওনা আর কাছে ;
চুপটি করে' যাব আগে, রাখব তাঁকে পাছে !
ছাতিমতলার কল্‌মি-পুকুর—দেখাব আজ তাও—
দুটো ফুল, মা, আন্‌ব তুলে'—বল' যদি চাও ;
কেমন মজার ফুল যে মা, তার—কি যে চমৎকার—
ঠিক যেন সে তাকিয়ে থাকে খুকীটি তোমার !
জলেতে ফুল, ডাঙাতে ফুল—সব ঠাঁয়ে তার ফুল,
জল আর ডাঙা—একই বলে' হয় যেন—মা, ভুল !
ঘাটের ধারে অনেকগুলো ডোঙা আছে বাঁধা,
তার উপরেও জল উঠেছে, তাতেও ফুলের গাদা !
ঐ—মা, বাবা ডাক্‌ছেন আবার, দে না মা চট্ করে',—
পকেট-ওলা পিরানটা দিস্—আন্‌ব মা ফুল ভরে'।

—

এপার-ওপার

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !
অসীমের রাজপাটে একেশ্বরী অয়ি বন্ধদ্বার !
নিবিড় নিকষ তব ঘনকৃষ্ণ চিকুরের তলে
নিখিল-উদাস-করা কালো চোখে যে মাণিক জ্বলে-
নিশীথ বিরলে,
কোনোদিন কারো কাছে মি লনা সন্ধান তাহার—
ব্যর্থ বসুধার,
অয়ি অন্ধকার !

বিদেশিকা হে অন্তঃপুরি
চিরদিন উপেক্ষিছ আলোকের নেন্ধ অহমিকা ;
দর্শন হইল অন্ধ, বিজ্ঞানের হ'ল জ্ঞান হারা,
ধ্যানের স্তিমিতনেত্রে অঝোরে ঝরিল বারিধারা
খুঁজিয়া কিনারা ;
ভাষার আভাসপাতে আঁকিবারে তব রূপচ্ছবি
চাহে মুগ্ধ কবি !

বিশ্বজয়ী অয়ি একেশ্বরী,
তোমার গহন দুর্গে জাগে ভয়—সতর্ক প্রহরী !
দ্বারে দ্বারে অজানার আতঙ্কেতে ত্রস্ত যাত্রী সব,
পথে পথে অচেনার আশঙ্কার আর্ত্ত কলরব—
ভীষণ-ভৈরব ;
কুহূনিশীথিনী তার কাকপক্ষ অন্ধ পাখা দিয়া
রাখে আগলিয়া।

হে অজানা—ওগো অন্ধকার,
যা-কিছু জানি বা চিনি, তারো মর্ম্মে তব অধিকার!
খনিগর্ভে গিরিগর্ত্তে বনমধ্যে সমুদ্রের জলে
তোমার বিজয়-চিহ্ন প্রতি ছত্রে আঁকা ধরাতলে—
সর্ব্ব জলস্থলে;
সীমা নাই, শেষ নাই, বাধা নাই—বসুন্ধরা কাঁপে
তোমার প্রতাপে!

হে অচেনা, হে চির-অজানা!
মানবের মনোমাঝে কে খুঁজিবে তোমার ঠিকানা?
কোথা ফুটে প্রেমপুষ্প কোন্ সে নিভৃত অন্তরালে,
কোথা ছুটে গন্ধ তার কোন্ রস-রহস্য-পাতালে,
কোন্ সন্ধ্যাকালে;
চিত্ত-কুহরের ফাঁকে পাকে-পাকে কত হিংসাবিষ
ফুঁসে অহর্নিশ!

তমোময় তোমার আলয়ে
সূর্য্য চন্দ্র কোনো দিন দৃষ্টি তার হানেনাক ভয়ে;
প্রগল্ভের অন্তরালে রচিয়াছ তব রাজধানী,
ত্রিলোক যোগায় নিত্য নিদ্রারূপে পরাভব মানি'
রাজকর খানি;
মরণ-তোরণ-দ্বারে ডাক যারে, সেই শুধু যায়
তব পদচ্ছায়!

রঙ্গময়ি হে অবগুণ্ঠিতা!
তুমি কিন্তু ত্রিভুবনে হের নিত্য চির-অকুণ্ঠিতা;
বন্ধ বাতায়ন পথে অপরূপ কালো ভুরু হানি'
বাসনার হাত হ'তে খসাও উদ্ধত অসি খানি,
ওগো মহারাণি;
লালসার বক্র দৃষ্টি নিভে তব সংক্ষুব্ধ নিশ্বাসে,
মৌন অট্টহাসে!

হে নিঃসঙ্গ, তবু ভাবি মনে—
তোমারও ঈপ্সিত বুঝি আছে কেহ সুদূর ভুবনে,
বিরহ-বেদনা যার ধূমাঙ্কিত বাসনার স্তূপে
ছাপিয়া হৃদয় তব চিররাত্রি জলে কলোরূপে
তমিস্রার স্তূপে ;
একবেণীধরা তুমি জাগ' নিত্য নিশীথশয়নে
বিনিদ্র নয়নে !

হে ব্যথিতা, হে অপরিচিতা,
তব রুক্ষ কটাক্ষেতে নিভে' যায় দিবসের চিতা ;
সখী রাত্রি একা যাত্রী তোমার গহন কুঞ্জবনে,
অপরাজিতায় ঘেরা, কোকিলের মৌন আলাপনে
জাগে তব সনে ;
তোমার বাঞ্ছিত সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বভয়হারা
যোগে আত্মহারা !

হে শঙ্করি, হে প্রলয়ঙ্করি,
তবু বর দাও দেবী, এ জীবনে তোমারেই বরি।
জীবনের পূর্ব্বপারে তুমি ছাড়া কে ছিল মা আর ?
মাঝে দু'দিনের সেতু, আছ তুমি ঘেরি' পরপার,
হে চির-আঁধার !
তোমার অনন্ত রূপ চিনিবারে এ মর জীবনে
দীপ্তি এ নয়নে !

ওগো মাতা, ওগো অন্ধকার !
আলোকের অন্ধ শিশু—অক্ষমের লহ নমস্কার ;
কি ভাবে তোমারে ডাকি, শ্যাম শ্যামা তাই গড়ি' মনে
তোমার অরূপ রূপ বাঁধিবারে সীমার বন্ধনে
চাহি প্রাণপণে !
অতুল সে কালোরূপে, ছায়াচ্ছবি তব প্রতিমার,
নমি বারংবার, অয়ি অন্ধকার !

নীহারিকা

না জানি সে কোন্ সৃজন-ঊষায়
রাঙা আলো উৎসুক
অন্ধকারের অচিন মুকুরে
গোপনে হেরিল মুখ !
কি জানি কি ভেবে বুক হ'তে তার
দীর্ঘশ্বাস উঠে'
আলোর ব্যথায় কালো দর্পণে
নীহারবিন্দু ফুটে !
তাই নিশীথের গগনে গগনে
অশ্রুবাষ্প লিখা,
সৃজন-ঊষার প্রথম বেদন—
নীহারিকা, নীহারিকা !

তাই আজও হায়, ঊষায় ঊষায়
আলো-আঁধারের কূলে
হেসে-ফুটে'-ওঠা ফুলের নয়নে
নীহার-অশ্রু দুলে !
সন্ধ্যায় পুন উদাস আকাশে
আশার আভাস ভাসে,
অকূল ঘুমের নিঝুম অতলে
সোণার স্বপন হাসে !
দূরে দূরে জ্বলে আঁধারের তলে
তুষার-শীতল শিখা,
গগন-মরুর মরীচিকামালা—
নীহারিকা, নীহারিকা !

অরূপ তিমিরে পুলকাঞ্চিত
প্রথম রূপের পরী !
আলো-ছায়া-আঁকা আধ-ঘুমে-মাখা
নবজাগা অপ্সরী—
ধূপ-ধূম-ছায়ে রূপের শিখাটি
ঝাঁপি' রাখি' অঞ্চলে
কোন্ অপরূপ রূপের আশায়
জাগিছ আকাশ-তলে ?
প্রলয়ক্লান্ত শঙ্করভালে
পহিল চাঁদের টীকা,
অরূপ সায়রে রূপছায়াছবি—
নীহারিকা, নীহারিকা !

ভ্রমণভ্রান্ত জগতের পথে
তুমি আজও গতিহীন,
যত টানাটানি তত ঠেলাঠেলি—
স্থির তুমি অমলিন ।
ভাবের প্রভাতে অরুণের রথ
তোমারি ছায়ায় থামে,
তোমারে পরশি' আলোর প্রদোষ
আঁধার বর্ত্মে নামে ;
মরণকৃষ্ণ জীবনসাগরে
অয়ি দিগ্‌বর্ত্তিকা !
রজনীর ঊষা, দিনের সন্ধ্যা—
নীহারিকা, নীহারিকা !

———

মরণ

সে দিন দুর্য্যোগ রাত্রে আমার এ বাতায়নে
মরণ মেলিয়া দিল পাখা ;—
বিপুল ছায়াটি তার পড়িল এ গৃহাঙ্গনে
পাতালের কালো মসী মাখা !
পাখার ঝাপটে তার সমস্ত আকাশ যুড়ি'
হাহাকার উঠিল ধ্বনিয়া—
অস্ফুট গম্ভীর শব্দে নিশাচর গেল উড়ি'
কক্ষে কক্ষে দীপ নিভাইয়া !

কত দিন গেছে চলি' ; প্রভাত আসি' আবার
জাগায়েছে ঘুমন্ত জগতে ;
একখানি নিদ্রা, হায়, শুধু ভাঙে নাই আর
দিবাদীপ্ত চেতনার পথে।
আবার উঠেছে জ্বলি' নিভানো প্রদীপ-গুলি
গোধূলির তারকার সাথে—
একখানি তারি মাঝে জ্বলিতে গিয়াছে ভুলি'
অদৃষ্টের অঞ্চল আঘাতে !

গেল যে, সে গেল বেঁচে' পড়ে' যে রহিল পিছে,
পলে পলে তারি ত মরণ ;—
চিরদিন তারে চেয়ে কাঁদিতে হইবে মিছে,
—এই নিয়ে মানব-জীবন !
চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গ অশ্রান্ত বহিয়া চলে
আবর্ত্তিত লক্ষ সুখেদুখে—
এক দিন আসে মৌন সে অশান্ত কোলাহলে,
মরণের শিলা-হিম-বুকে।

অশান্ত ঝটিকাশেষে এক দিন আসে শান্তি,
ক্লান্তি শেষে আসে সে আরাম ;
দূর করে জীবনের যত কিছু ভুল ভ্রান্তি
মরণের মহা-পরিণাম !
স্বপ্ন-শেষে জাগরণ, অন্ধকার শেষে আলো,
সংক্ষুব্ধ সাগর শেষে বেলা ;—
সেই দিন হয় শেষ যত কিছু মন্দ-ভালো
—ফুরায় এ জীবনের খেলা !

।৫১

বারেক আমারে তুমি দেখা দিয়ে আজ
ভাঙিলে সকল গর্ব্ব হে রাজাধিরাজ,
সৃষ্টিপিতামহ ভীষ্ম ওগো হিমাচল !
দিনে দিনে তিলে তিলে আপনা-বিহ্বল—
রচেছিনু মনে মনে যে দম্ভনিলয়,
কঠিন কটাক্ষে তব লভি' তা বিলয়
মুহূর্ত্তে মিশিছে ওই চরণের তলে
চরণ-ধূলার মত' আজি পুণ্যফলে !
কি আনন্দ ! ক্ষুদ্র আমি, লঘু আমি আজ,
মুক্ত আমি তব স্পর্শে হে নগাধিরাজ !
একি হর্ষ ! আজি মোর ভারমুক্ত প্রাণ
সুদূরের যাত্রাপথে বিহঙ্গসমান
লভিল অপূর্ব্ব গতি ! তুচ্ছতা তাহার
সত্যরূপে আজি তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমারে করিয়া ক্ষুদ্র—ওগো গিরিরাজ !
সত্যকার বড় তুমি করিয়াছ আজ,
হে দেব, হে হিমালয় ! অহঙ্কারে গড়া
অসত্যের আবরণ, কলঙ্ক-পসরা
নিজ হাতে কাড়ি' লয়ে করিয়াছ দান
সুযোগ্য শিষ্যের মূর্ত্তি মঙ্গল মহান্ ।
প্রেম দিয়া অগৌরবে করিয়াছ জয়,
অভয় আশ্বাস মন্ত্রে হরিয়াছ ভয়
দুর্ব্বলের চিত্ত হ'তে ; লভি' সঙ্গ তব
সকল রিক্ততা মোর স্বর্ণ অভিনব—
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা ; লঘু বাষ্পরাশি
তোমার শীতল স্পর্শে দ্রব হয়ে আসি'
দুই বিন্দু আঁখিজলে পরিণত আজ,
হে মোর কঠিনকান্ত, হে অচলরাজ ।

মৌনী তুমি, তাই এরা এত মিথ্যা কহে !
জানে তব রুদ্রপাণি বজ্র নাহি বহে
দণ্ড দিতে দর্পিতেরে ! তুমি সংজ্ঞাহারা
পাষাণ প্রস্তরশিলা—অন্ধকার কারা !
জীবের জীবন-ধারা—নির্ঝরিণী নদী
যে বক্ষে লভিয়া জন্ম নিত্য নিরবধি
করুণা-অমৃতস্তন্যে বসুধা বাঁচায়,
তাহারে বাঁধিতে চায় জড়ত্ব খাঁচায় !
অনন্ত রত্নের খনি নিত্য যার দান,
সে হ'ল নির্জীব নিঃস্ব—অহল্যা পাষাণ !
যোগী তুমি স্তব্ধ বাক্—এরা চাহে কথা,—
সমাধি যে ভিত্তিহীন বর্ব্বর-বারতা !
দেবাত্মা কহে না কথা, মগ্ন সৃষ্টিকাজে—
বাড়িছে মিথ্যার ধূলা তাই বিশ্ব মাঝে

শঙ্কর করেন বাস সমুচ্চ কৈলাসে,
জগন্মাতা,—জন্ম তাঁর শৈলেশ-আবাসে,
মেনকা মায়ের কোলে! স্পর্দ্ধা ত অল্প না!
কর্ম্মক্লীব কবিদের অলীক কল্পনা!
সেই সত্য, এরা যারে সত্য বলি' মানে
আপন সঙ্কীর্ণ দুটি দৃষ্টিমাঝখানে;
দুদিনের বিজ্ঞানের তথ্যে রাখে বাঁধা
বিশ্বের বিধান-বার্ত্তা, না মানিয়া বাধা
অন্তরের দিক হ'তে; আত্মার প্রলাপ—
দুর্ব্বলের সৃষ্টি বলি' দেয় অভিশাপ;
অর্থ ছাড়া নিরর্থক সকলি বিশ্বের,
নিখিল গৌরব বাঁধা যাহাতে নিঃস্বের!
সেই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ, যার যত আস্ফালন,
বাকী সব মিথ্যা মাত্র, ভীরুর স্বপন!

তব অপরূপ রূপ যে জেনেছে মনে,
সে তোমারে আত্মদান করেছে গোপনে—
নিশ্চয় নিশ্চিত ইহা। বাহিরের চোখে
কতটুকু দেখা যায় আঁধার-আলোকে!
কতটুকু যায় চেনা? তাই ত সকলে
তোমারে হে প্রিয়তম, হিমাচল বলে।
সৃষ্টির মঙ্গল মূর্ত্তি দধিপাত্র শিরে
শিবেরে করিয়া কোলে পালিছ পৃথ্বীরে;
বহাইয়া সুরধুনী পুণ্য বক্ষঃসুধা
পিয়ায়ে নিখিল জীবে পুষিছ বসুধা;
রুক্ষ কাঠিন্যের বর্ম্ম দেখি যা নয়নে,
সে তোমার বাহুরূপ সমাধি শয়নে
সর্ব্বকালজয়ী দেহ! শৃঙ্গবাহু তুলি'
ডাকিছ সন্তানে তব স্বর্গদ্বার খুলি'।

কমঠ কঠিন-অঙ্গ, প্রস্তর আকার,
তবু তার প্রাণ আছে—করে তা স্বীকার
শিশুছাড়া সর্ব্বজনে, যে বা চক্ষুষ্মান্ ;
যদিও আপাত দৃশ্যে সে শুধু পাষাণ !
আরো বড় হবে যবে মানবশৈশব,
দৃষ্টি অন্তরালে যবে শিখি' অনুভব
হেরিবে নূতন চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি খুলি'—
সে দিন তব এ বাহ্য আবরণ ভুলি'
স্বরূপ দেখিবে তব ভবিষ্য মানব ;
ধ্যানমূর্ত্তি হেরি' তব হইবে নীরব
আজিকার অবিশ্বাসী ; বন্দিবে বিস্ময়ে
তোমার ও পাদদেশ ভক্তিভরা ভয়ে।
হে তাপস, হে সুন্দর, হে চিরমঙ্গল,
সেদিনের কথা ভাবি' চোখে আসে জল।

তোমার নির্ঝর, নদী, অরণ্য, কান্তার,
উপত্যকা, অধিত্যকা, সমতল, পাড়,
গুহা, গুম্ফা—সবি শুধু দেয় পরিচয়—
তোমারে দিয়েছে ধরা সর্ব্ব-সমন্বয়।
তোমারি শিখরে হেরি অখণ্ড আকাশ,
তোমারে ঘেরিয়া আছে পবিত্র বাতাস—
জীবের জীবনরূপী ; ধাতু শিলা প্রাণী
একত্র আহরি' বক্ষে মহারাজধানী
গড়িয়াছ বক্ষে তব ওগো হিমরাজ,
যা কিছু নিখিল বিশ্বে হেরি তব সাজ !
প্রথম প্রভাত-রবি উঠে তব ভালে ;
প্রথম চন্দ্রের টীকা তোমারি কপালে ;
কোটি তারাহার কণ্ঠে ; মেঘের বসন
বিচিত্র বর্ণের মেলা অঙ্গের ভূষণ।

প্রত্যহ প্রত্যূষে রবি পরায়ে তিলক
তোমার তুষার-ভালে, প্রসাদ আলোক
বিতরে বিপুল বিশ্বে, বন্দনার শেষে ;
চন্দ্রের চন্দনরেখা ও ললাট দেশে
প্রথম পরশ লভি' ঝরি' পড়ে ধীরে
সুস্মিত কিরণ রূপে তিমিরের তীরে।
তব আজ্ঞাবাহী মেঘ বহি' বৃষ্টিধার,
সৃষ্টিরে পালিছে নিত্য ভরিয়া ভাণ্ডার,
ফল-শস্য-বারি দানে, আর্ত্ত জীব তরে !
পবন ঢুলায় নিত্য ঝাউএর চামরে
তুহিনশীতল বায়ু ; অনন্ত আকাশ
তারার ঝালর দীপ্ত ধরে বারোমাস।
ধরণীর একচ্ছত্র অজেয় সম্রাট্,
এই ত রাজার রূপ শাশ্বত বিরাট্।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—বিশ্বমানবের
সৌন্দর্য্যের শেষ বাণী সৌর জগতের !
স্রষ্টার চরম সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সুন্দর—
অপূর্ব্ব বিরাটসঙ্গী—গৌরী-মহেশ্বর !
কল্পনার শেষ কথা—বিস্ময়-বারতা
সারা বিশ্বভুবনের—শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।
সে দৃশ্যের দ্রষ্টা আর কি করিবে ভয়
রুদ্রের মৃত্যুরে আজি ! লভিয়া বিজয়
মানবেরই দৃষ্টি দিয়া সে যে দেখিয়াছে
শিবের সুন্দর মূর্ত্তি ভীষণের কাছে !
তাই আজি মনে হয়—ত্রিকালজ্ঞ যাঁরা—
মুনিঋষি তপোধন, কি হেতু তাঁহারা
তোমাতে করেন বাস—ওগো হিমাচল !
স্বর্গের সোপান তুমি, প্রমূর্ত্ত মঙ্গল।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—সৌন্দর্য্যের শেষ!
যেথায় ধরণী করে নয়ন উন্মেষ
ধরণীনাথের পানে, প্রথম পুলকে—
ছাড়িয়া সূতিকাগৃহ, লজ্জারাঙা চোখে!
অসংখ্য সন্তানে আজি ভরা তার কোল,
খসিয়া পড়িছে ধীরে বক্ষের নিচোল
কুয়াসার স্বপ্নসম; লঘু মেঘবাস
বাঞ্ছিতের করস্পর্শে অনিবদ্ধ পাশ!
ভোলে না সন্তানে তবু, সবাকার লাগি'
স্বামীর সদয়দৃষ্টি লইতেছে মাগি'।
পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, কিবা তার ভয়,
মা জননী অন্নপূর্ণা, অব্যয় অক্ষয়
নিয়ত ভাণ্ডার যার—কিবা দুঃখ তার?
হে শিব-সুন্দর মূর্ত্তি, লহ নমস্কার।

হে গিরি, কোথায় আজি তব গিরিরাজ,
মায়ের ব্যথার মূর্ত্তি—মা-মেনকা আজ
কোথা গেল? কোথা গৌরী শিবসীমন্তিনী-
অচলনন্দিনী উমা—কৈলাসবাসিনী?
সত্যই কি মিথ্যা সব, কবির কল্পনা,—
ঋষির মানসী মূর্ত্তি—ধ্যানের ধারণা?
মিথ্যা যদি—সত্য চেয়ে সেই মিথ্যা মোর
জন্ম জন্ম হোক্ কাম্য—তারি মায়াডোর
বাঁধুক জীবনে মোর চিরতন্দ্রাজালে;
মাগিব না অন্য সত্য কভু কোনকালে।
মিথ্যা যদি—নিত্য শিব বাঁধা তার সাথে?
সুচির সুন্দর—সেকি মিলিত তাহাতে!
শিবসুন্দরের সঙ্গে যে বা সুসঙ্গত,
সেই মোর মহাসত্য—বাকী মিথ্যা যত।

হিমালয়, মনে হয়, সবসুদ্ধ তোরে
পারিতাম বক্ষে যদি টানিতে আদরে,
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে ! এত বড় বুক
বেড়েছে আমার, লভি' তব সঙ্গসুখ !
মনে হয়, আজ আমি—তোরও চেয়ে বড়—
এত সর্ব্বগ্রাসী স্নেহ হইয়াছে জড়'
আমার এ বক্ষোমাঝে, মিথ্যা ইহা নয়।
এই মুহূর্ত্তের শক্তি, লভিয়া সঞ্চয়
তিলে তিলে দিনে দিনে, সাধনার বলে—
হইত অক্ষয় যদি স্থায়ী পুণ্যফলে,
সম্ভব হইত বুঝি সাধ আজিকার ;
কিন্তু সে কি সাধ্য কভু ? হে প্রিয় আমার !
এই ত গেলাম নামি, হৃত সর্ব্ববল ;
ফিরিয়া আসিছে চক্ষে সেই অশ্রুজল !

সিন্ধু উদ্দেশে

ও গুরু গর্জ্জন কার ?—কোথা হ'তে পশিতেছে কাণে !
অপার বিস্ময়সাথে শঙ্কা জেগে উঠে যে পরাণে
শুনি' ও ভৈরব রব ! হুহুঙ্কার—নাকি হাহাকার—
অথবা উভয়ে মিলি' হানিতেছে চিত্তের দুয়ার,
আজি এ আষাঢ়-রাত্রে !
কুরুক্ষেত্রে ভীষণ আহবে,
ক্ষয়ক্ষুব্ধ ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত কোদণ্ডের রবে,

পৌরনারী-শোকদীর্ণ-কণ্ঠ মিলি' তুলিল যে ধ্বনি'
আর্ত্ত-ভয়ঙ্কর-মিশ্র, আন্দোলিয়া অম্বর-অবনী—
তারি কলোচ্ছ্বাস কি এ ? নতুবা এ বিশ্ব-চরাচরে
এত শক্তি কার কণ্ঠে, এত ব্যথা কাহার অন্তরে ?
প্রমত্ত ঝটিকা-গর্জ্জ আসে যায় উঠে নামে পড়ে,
কভু বা উন্মত্ত ক্রোধে নেমে আসে ধরণীর 'পরে,
কভু ফুলে রুদ্ধ-রোষে, মন্দীভূত কভু অকস্মাৎ—
মন্ত্রাহত সর্প যথা ভুলে নিজ উদ্যত আঘাত !
এ ত নহে তার মত দুদণ্ডের দৃপ্ত আস্ফালন,
অনন্ত কল্লোলক্ষুব্ধ এ যে দেখি তরঙ্গগর্জ্জন !
দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় ভাসি' ;
তোমার গম্ভীর মন্দ্র—হে সমুদ্র, চির অবিনাশী—
ধ্বনিত যুগান্তকল্প। মৃত্তিকার পৃথ্বী যায় টুটে',
তটান্ত-বালুকাস্তূপে রেণুরূপে গিরিশৃঙ্গ লুটে,
সুবিপুল অরণ্যানী খনি-গর্ভে কবে লুক্কায়িত ;
অপরিবর্ত্তনশীল ! তুমি নিত্য তুলনারহিত !
স্রষ্টার আদিম সৃষ্টি—হে অম্বুধি অনন্ত অপার,
দুর্জ্জ্ঞেয় রহস্যময় ! তবু আজি রহস্য তোমার
ভেদ করিবারে চায় ঐ তব ক্ষুব্ধ ভাষামাঝে—
এ ক্ষুদ্র মানবশিশু—কোথা তার মর্ম্মব্যথা বাজে !
চাহিয়া বিরাট ঐ নীলোজ্জ্বল নীরনেত্রপানে
কত কথা মনে আসে অকারণে, কেন যে কে জানে !
কিন্তু ও কি ভাষা মুখে—ও কি আর্ত্ত ক্ষুব্ধ মুখচ্ছবি ?
জননী না রাক্ষসীর প্রতিমূর্ত্তি তুমি গো ভৈরবী,
বিস্ফারিত-জলজটা ! একবার ভাবি মনে-মনে,
জননী না হবে যদি, চির-অশ্রু কেন ও নয়নে—
শুকায় না জন্মে যাহা ! কেন ও হৃদয়-হিন্দোলায়
অহোরাত্র আন্দোলিছ মেদিনীরে স্নিগ্ধ মমতায় ?

চিরস্তন্যধারাদানে কেন বা সাগ্রহে সযতনে
বাঁধিয়া রেখেছ বক্ষে বিশ্ববাহু-ব্যাকুল-বন্ধনে ?
ঐ যে অজ্ঞাত ভাষা—বুঝি-বা সে করুণ গুঞ্জন—
স্নেহের প্রলাপ-মন্ত্র—মোরা যাকে ভাবি গরজন !
কিন্তু এ কি স্নেহসিন্ধু, স্নেহ কি ভীষণ হেন হয় ?
মোদের মায়ের ত সে অমন সোহাগবাণী নয় !
জননীর স্নেহ কভু ভাই হ'তে ভায়ে দূরে রাখি'
দুর্ব্বার পরিখা রচি' পরস্পরে দেয় চির ফাঁকি ?
মোদের মৃত্তিকা-মার অমন স্নেহের ধারা নহে,
সন্তানে বিচ্ছিন্ন হেরি' নেত্রে তাঁর অশ্রু-নদী বহে ;
তোমার সে ব্যথা কই ? ভীমমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভীষণ—
তুমি চলিয়াছ গর্জ্জি' অহোরাত্র আত্মনিমগন ;
চাহ না কাহারো পানে, দিক্ হতে দিগন্তরে শুধু
দুর্নিবার বারিরাশি নিরন্তর বহিতেছে ধূধূ—
মৃত্যুময় মহামরু—নাহি তল নাহিক কিনারা,
হীনবল যাত্রীদলে পলকে করিয়া দিশাহারা।
ফেনিল উচ্ছল মৃত্যু গর্জ্জিয়া আসিছে চারিধারে,
মগ্ন করি' দিগ্‌দেশ ; সমাচ্ছন্ন প্রলয়-আঁধারে,
আশাহীন আর্ত্তকণ্ঠে ভয়ে জীব ডাকে—ত্রাহি ত্রাহি—
উত্তর তোমার শুধু হুহুঙ্কারে কহে—চাহি চাহি !
নির্ম্মম সাধনা তব—লক্ষ লক্ষ লোল জিহ্বা মেলি'
'মৃত্যু মৃত্যু' জপ' শুধু জীবনেরে নিত্য অবহেলি'।
এ যদি জননী-স্নেহ—রাক্ষসীর ধর্ম্ম বলে কারে ?
সেও কি আপন হাতে সন্তানেরে মৃত্যু দিতে পারে ?
সুধা-শশী-লক্ষ্মী-মণি—কত রত্ন অঙ্কে ত ধরিস্,
মোদেরি ধরার ভাগ্যে কেবলি কি উগারিবি বিষ ?
সেই ভাল, পারাবার, স্বার্থসন্ধি মদান্ধ মানবে
কেন সে অভয় মন্ত্র—কিসের আশ্বাসবাণী কবে ?

তুচ্ছ শক্তিসুরামত্ত গর্ব্বস্ফীত বর্ব্বরের দল
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধি লাগি ওই দেখ উন্মত্ত চঞ্চল
হানিতেছে পরস্পরে! সৃষ্টিরে করিতে অস্বীকার
উদ্ধত বাসনা লয়ে ধর্ম্মেরে হানিছে বারংবার!
ভাই—সে ভায়ের কণ্ঠে অবহেলে বসাইছে ছুরি
দেশব্রত-আস্ফালনে, মুখে লয়ে বাক্যের চাতুরী!
বিশ্বহিত লোকসেবা—শূন্যগর্ভ বচন-বুদ্বুদ
সাজাইয়া পুঁথি-পত্রে, বিরচিছে অভূত-অদ্ভুত
জগতের সাম্য-সাম—কিন্তু সে কি কভু নিজ তরে?
বিন্দুমাত্র ত্রুটী যেথা স্বীয় স্বার্থ-সাধন-মন্তরে—
অমনি ভাসিয়া যায় নীতিধর্ম্ম ঊর্ম্মিতে তোমার,
শক্তি দেশভক্তি নামে আপনারে করে সে প্রচার
উদগ্র খড়্গের মুখে—আত্মীয়ের শোণিত-অক্ষরে;
দম্ভে দর্পে নীচতায় জিনিবারে চাহে পরস্পরে!
এই যদি শিক্ষা আর সভ্যতার মহা পরিণাম,
তবে সে সভ্যতা-শিক্ষা—দূরে হ'তে তাহারে প্রণাম।
হেন শক্তি নাহি কি সে, সর্ব্বনাশ সাধিয়া তাহার,
বিশ্বের ললাট হ'তে ধৌত করে কলঙ্কের ভার
চির দিবসের মত? অযুত রাক্ষসী সেনা লয়ে
হে সিন্ধু! দাঁড়াও আজি তোমার সংহারমূর্ত্তি লয়ে।
দেখাও মুহূর্ত্তে আজি স্বার্থ চেয়ে ভয়ঙ্কর তুমি—
রুদ্রমূর্ত্তি ধরি' তব ধ্বংস দিয়ে ঢাক ধরাভূমি,
বিশ্বের কল্যাণতরে। এস এস হে উগ্র বিরাট্,
শান্তি-বারি ছড়াইয়া মঙ্গলের মন্ত্র কর পাঠ।
এস হে সলিলরূপী ফেন-জটা এস হে ধূর্জ্জটি!
এস হে প্রলয়ঙ্কর! ঊর্ম্মিনাগ-পরিহিত-ধটী—
কমঠ-কপালকণ্ঠে, ভৈরব হুঙ্কার-শিঙা মুখে,
এস হে শঙ্কর ক্ষিপ্ত! হান শূল ধরা-দৈত্য বুকে!

এস হে বঙ্কিমঠাম ঘনশ্যাম ফেন-পুচ্ছ শিরে,
এস হে নয়নারাম! এস কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-তীরে,
পাঞ্চজন্য-শঙ্খমুখে—অধর্ম্ম-কৌরবদর্পহারি!
শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণু! চক্রধারী—এস হে মুরারি।
ঊর্ম্মিমালা গলে দোলে, প্রবালের বরগুঞ্জাশোভা,
চন্দনশীতলস্পর্শ, নীলকান্তি, মুনিমনোলোভা—
এস শ্যাম-দরশন! ঝাঁপ দিয়ে ও রূপ সায়রে
গৌরাঙ্গ লভিলা মুক্তি; দিন-শেষে দাঁড়াও শিয়রে।

পদ্মাতীরে

পদ্মাতীরে পড়ে' এল বেলা;
কলকোলাহলক্লান্ত দিবসের মেলা
সন্ধ্যার মেঘের সাথে—
তন্দ্রাস্তব্ধতাতে,
মিলাইয়া এল ধীরে
ধরিত্রীর তীরে;
তটতরুদল
দক্ষিণের পরশনে পুলক-বিহ্বল,
দিবসের ক্লান্তিশেষে,
স্বপ্নাবেশে
ফিরে' যেন পেল আপনারে;
তীরে-নীরে নদীপারে-পারে
জাগিল মর্ম্মর কথা—
আনন্দ-উচ্ছল গীতি—ভাষাহীন কলমুখরতা;
তীরাস্তৃত বালুকার রাশি
মৃদুহাসি'
শু'ল পাশ ফিরে'—
ঝিল্লির ঝাঁঝর-বাজা অন্ধকারে অঙ্গখানি ঘিরে'

হেরিনু অসংখ্য ঊর্ম্মি সম্মুখেতে চলিয়াছে ধেয়ে
সারে-সারে সারিগান গেয়ে,
উদ্দাম উৎসাহমত্ত উদ্বেগ চঞ্চল—
পারাবার–তীর্থযাত্রীদল
চলিয়াছে চিররাত্রিদিন—
সুদূর লক্ষ্যের পানে নেত্র রাখি' নিমেষবিহীন।
কি জানি কেমনে
সহসা হইল মনে,
আলোছায়া-ঝিকিমিকি সেদিনের ফাল্গুনের সাঁঝে—
ঐ তরঙ্গের মাঝে নিখিলের ধারা-যন্ত্র বাজে!
পরস্পর
আঁকা-বাঁকা আলো-কালো উঁচু-নীচু প্রভেদ বিস্তর;
নির্ব্বিবাদে তবু পাশাপাশি—
একত্তরে কোটি সঙ্গী সকৌতুকে চলে কলহাসি';
চেয়ে তারি পানে—
ঊর্দ্ধে চলে মেঘমালা সেই সাথে অজানা উজানে!
মনে হয় হেবি' ওই ঊর্ম্মিমালা, প্রাতঃসূর্য্যকরে—
আলোকের কলহংস ভেসে' যায় যেন কলস্বরে
লক্ষ-লক্ষ শুভ্র পক্ষ মেলি';
স্বর্ণাঙ্কিত চেলি,
সায়াহ্নের বর্ণ-ভাঙা রাঙা অন্ধকারে,
যেন তারা উড়ে' চলে পারে—
গৈরিক তরঙ্গ আঁকি'
চক্রবাকী
যেন সারে-সারে—
গায়ে-গায়ে হাজারে-হাজারে;
কাজল-তিমিরে
রজনী ঘনায় ধীরে—
ঊর্ম্মিপুঞ্জে অন্ধকার-পানকৌড়ি ডুব দেয় নীরে!

শুধু শোনা যায়
মর্ম্মরিত বারি-রাশি—যেন এ মর্ম্মেরি কিনারায় !
অনন্তের কালস্রোত তারি পানে চেয়ে
সেতার মিলায় তার ঐ সুরে গান গেয়ে-গেয়ে ;
চেয়ে তারি পানে
বিশ্বের অব্যক্ত বাণী ধ্বনি' উঠে কথাহীন গানে !
দিনে-রাতে
হেরি তারি সাথে—
অলক্ষিত লক্ষ ঊর্ম্মিদল,
শব্দে গন্ধে রূপে ছন্দে স্পন্দমান নিয়ত চঞ্চল ;
আকাশের তারা—
মহাশূন্যে মালা গেঁথে চলিয়াছে চির-শ্রান্তি-হারা ;
প্রাণ-পরীবাহ
অনুদিন অক্লান্ত-উৎসাহ—
অসংখ্য জীবের মাঝে দেশে-দেশে চলিয়াছে ছুটে' ;
বীজ রেখে ফল যায় টুটে'—
সেই বীজে ফল ফের ফলে,
জীবন-প্রবাহ এঁকে সৃষ্টিমাঝে শূন্যে স্থলে জলে ;
শৈলশৃঙ্গে পৃথ্বীগাত্রে মৃত্তিকার 'পরে—
ঐ তরঙ্গেরি রেখা স্তবকে-স্তবকে স্তরে-স্তরে ;
চলে বিশ্ব-তরঙ্গের শ্রেণী—
অস্পষ্ট কোথাও স্পষ্ট—আন্দোলিত অনন্তের বেণী !
ঊর্ম্মিহার,
অনাদি যুগের লক্ষ অজানিত অক্ষরের সার—
বাক্যে-রসে ভরি' উঠে' ধীরে,
শুনায় অখণ্ড-গীতি নিতি-নিতি অমৃতের তীরে ;
ঐ ঊর্ম্মিমালা—
প্রভাতে-সন্ধ্যায় নিত্য সাজাইছে ডালা

অসীমের পদে,
ভেসে-যাওয়া অর্ঘ্য রচি' কুমুদে-কহ্লারে-কোকনদে ;
ওই রস-তরঙ্গের ধারা
আপনি সর্ব্বস্বহারা অপারের খুঁজিছে কিনারা ;
লক্ষ্যে স্থির—গতিতে চঞ্চল
অনন্ত পথের পান্থ শুধু কহে—চল্ চল্ চল্।
হে নিয়তি, দ্বিধাহীন গতি !
আজি কবি পাঠায় প্রণতি
তোমার লক্ষ্যের পানে—
তব মাঝখানে ;
তোমার যাত্রার বার্ত্তা কহ আজি সবে—
শক্তিমত্ত মোহান্ধ মানবে ;
পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমের পানে,
শুনাও সকল বর্ণে, জাতি-ধর্ম্মে প্রত্যেকের কাণে,
তোমার প্রশান্ত মন্ত্রবাণী—
স্বার্থে নয় দ্বন্দ্বে নয়—ঐক্যে শুধু লক্ষ্য বলি' মানি !
অনন্তের পথে
জলে-স্থলে নাহি ভেদ, নাহি বাধা সমুদ্রে-পর্ব্বতে ;
বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়া
অসীমের সাম্য-সাম অবিশ্রাম উঠিছে ধ্বনিয়া—
সেতারের তারে-তারে যথা
সুরে-সুরে ঘুরে'-ঘুরে' পূরে' উঠে গানের পূর্ণতা ;
তরঙ্গের ভঙ্গীর বিভেদ—
সে ধ্রুবযাত্রার পথে নহে বিঘ্ন—নহে প্রতিষেধ ;
একলক্ষ্য চলোচ্ছল তরঙ্গের দল
নিশিদিন কলস্বরে তাই বলে—চল্ চল্ চল্।

উৎসবে

হে উৎসব ! হে আনন্দ ! তোমার অতীত ইতিহাস—
কোন্ কল্পলোক হ'তে বহি' আনে কিসের আভাস ?
কোন্ পূর্ব্বে কোন্ অমরায়
কবে কোন্ পূর্ণিমানিশায়
প্রথম বাসর তব যাপিয়াছ বাসব-সভায় ,
অশ্রুহীন অমর নয়ন
অনিমেষ চাহি' অনুক্ষণ
তোমারে বরিয়া নিল ত্রিলোকের কামনার ধন ;
নন্দন বিলাল ফুলবাস,
বসন্তের বহিল নিশ্বাস—
তারি সাথে তাল রেখে মন্দাকিনী তুলিল উচ্ছ্বাস ।
মধুমাস মধুবাস চারিপাশে ফুটে মধুহাস—
এই তব জন্ম-ইতিহাস !

তার পরে—ফিরে' কোন্ বৈদিকের শান্ত তপোবনে,
দেবকল্প ঋষিদের যজ্ঞ-সমাগম-শুভক্ষণে—
অরুণের প্রথম ইঙ্গিতে
সামচ্ছন্দে মিলিত সঙ্গীতে
স্রোতস্বতী-সরস্বতী-তীরতলে ছিলে তরঙ্গিতে !
হোমধূমে হবির্গন্ধভারে
স্বর্গগামী অর্ঘ্য-উপচারে
স্বাহাস্বধামন্ত্রভরা রিষ্টি-হরা ইষ্টমন্ত্রাগারে ;
শান্তমুখে শুচি-শুভ্র হাসি—
স্বর্ণ পাত্রে কুন্দ ফুলরাশি !
তেজস্বী তাপসকণ্ঠে স্বস্তিবাণী উঠিল উচ্ছ্বাসি' ;
মহোৎসবে মুখরিত স্বল্পভাষী তপোবনবাসী—
স্বভাবতঃ আনন্দে উদাসী ।

হায় রে কোথায় স্বর্গ—কোথা বা সে পুণ্য তপোবন ;
কোথায় এ চির-আর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে উৎসবের ব্যর্থ আয়োজন !
ইন্দ্রের নন্দনে যাহা রাজে,
সে কি সাজে পথপঙ্কমাঝে ?
চির-বিধবার বীণে সুখের সাহানা—সে কি বাজে ?
রোগ শোক যুদ্ধ আর জরা
শ্মশানের হরিধ্বনিভরা—
লক্ষ শত বেদনায় নিয়ত কাতরা বসুন্ধরা ;
চক্ষে যেথা অশ্রু জেগে রহে,
হাহাকার নিত্য চিত্ত দহে—
হাসি কি তাহার কাছে নিদারুণ পরিহাস নহে ?
উৎসব সে কোথা পাবে ? সাহারায় সুরধুনী বহে ?
কার সাধ্য এত মিথ্যা কহে !

এই যে কহিল কথা—এই যে ডাকিল প্রিয় নামে—
সে সুর মিলাল কোথা স্বরহীন কোন তিনগ্রামে !
কিসের আশ্বাস নিয়ে তবে
বীণা বেঁধে আনিব উৎসবে,
'নাই' ও 'হারাই' নিয়ে হেথাকার অভিনয় যবে !
নিরালায় নিভৃত সন্ধ্যায়
সাজাইছ যে প্রাণসখায়—
জান কি তাহারি ডাক পড়িয়াছে সুদূরে কোথায় ?
বিরহের যে ভয়ের লাগি
কত নিশি যাপিয়াছ জাগি',
শতবার দিব্য দিয়া একই কথা লইয়াছ মাগি',
ব্যথা বুঝিবার আগে জন্মশোধ সে গেছে তেয়াগি'—
আনন্দ কোথায় অনুরাগি' ?

কোন্ উপাদানে হায়, তোমার গঠন—ওরে মন !
নাই শান্তি নাই তৃপ্তি—দিবারাত্রি ঝুরিছে নয়ন ;
হাস' যবে প্রাণপণ হাসি,
তারও যে গোপন বক্ষবাসী
কাঙাল কঙ্কালসার রুদ্ধদ্বার হিয়া উপবাসী !
চক্ষে ভাসে আনন্দ তরল,
বক্ষ বেয়ে উঠে অশ্রুজল—
বিন্দু অমৃতের তলে পানপাত্রপূর্ণ হলাহল !
এই নিয়ে জীবনের খেলা,
এই নিয়ে মিলনের মেলা—
এই নিয়ে কুয়াশায় মেঘচ্ছায় বেড়ে যায় বেলা ;
কে কোথায় ডুবে' যায়, শেষে হায়, তুমি সে একেলা—
পারাবারে ভেসে চলে ভেলা !

ঐ যে প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে পশ্চিমের কোণে—
কি করিতে পার তুমি—সে কি কারো অনুযোগ শোনে ?
বৈষ্ণব—সে তুলসী-তলায়
নিজমনে জীবে দয়া চায়,
বিশ্ব জুড়ি' তান্ত্রিক যে বসিয়াছে শব-সাধনায় !
কোথা মন্ত্র কোথা জপমালা,
কোথায় বা বংশীধর কালা—
চেয়ে দেখ—লোলজিহ্বা খড়্গহস্তা ভৈরবী করালা !
কমলা—সে লুকা'ল কোথায় ?
জীবতরা তারা নাহি হায় !
রক্তাম্বরা ছিন্নমস্তা আপনার বক্ষরক্ত খায় !
ভয়ে বিশ্ব মুদে আঁখি, শান্তি লাজে শিহরি' লুকায়—
তবু হায়, আনন্দ যে চায় !

সত্যই যে আনন্দই চাই, গান চাই, চাই আলো—
মরণের কোলে বসে' দণ্ড দুই তবু বাসি ভালো !
বিরহের চিন্তা-চিতা জাগে,
তবু হায়, অন্ধ অনুরাগে
বক্ষমাঝে চেপে ধরি প্রাণপণে—যারে ভাল লাগে।
তাই এই আনন্দের মেলা,
তাই এই উৎসবের খেলা,
তাই এই মিলনের অভিনয়, যতক্ষণ নাহি পড়ে বেলা
ডাক 'প্রিয়' ডাক 'প্রিয়তম'—
ডাক 'বন্ধু' ডাক 'সখা মম',
বল 'ক্ষমা করিলাম,' বল 'ক্ষম অপরাধ মম—
মিলনে বরিয়া লও জীবনের চিরসঙ্গী সম ;
উৎসব, তোমায় নমোনমঃ।

কিন্তু হায় কতক্ষণ—পথ যে ফুরায়, দিন যায়—
গোধূলির স্বপ্নলোক মিলায় যে নেত্র-তারকায় !
ওরে পান্থ, ওরে রে পথিক,
অন্ধকারে ঢেকে আসে দিক—
তন্দ্রা আসিবার আগে চক্ষু তোর বাসা চিনে' নিক্।
অনন্তের প্রশান্ত পন্থায়
কি পাথেয় সাথে নিলি ভাই,
কোন্ অনুনয় নিয়ে কার কাছে দাঁড়াবি সন্ধ্যায় ?
মৃত্যু মাঝে অমৃত যাঁহার,
দুই নেত্র—আলো অন্ধকার—
দুঃখ-সুখ হর্ষ-শোক সমান প্রসাদ পুরস্কার—
রূপ ও অরূপ যিনি, যিনি পার যিনি পারাবার !
তাঁরে মন কর নমস্কার !

গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর গঙ্গাসাগর বলে সকল লোকে,
মাগো, এবার গঙ্গাসাগর চল' ;—
অনেক দিনই শুন্‌ছি কানে—দেখব এবার চোখে,
এদেশ-ওদেশ—সব ত দেখা হ'ল।
ক'দিন হ'তে সেই কথাটাই উঠছে মনে জেগে—
সেইখানে সেই সাগর-কোলের কাছে,
শরীর আমার জুড়িয়ে যাবে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে,
সেরেই যাবে অসুখ যাহা আছে!
—ওকি! তুমি হঠাৎ কেন উঠ্‌লে অমন করে',
চমকে কেন উঠল তোমার বুক ;
দেখ্‌ছি আবার—চক্ষে তোমার জল যে এল ভরে'—
ওকি! আবার ঢাক্‌ছ কেন মুখ ?
এমন কথা কি বলেছি, লাগ্‌ল মনে ব্যথা,
বলেছি কি এমন কিছু ভুলে' ;—
—রোগা মানুষ—হ'তেও পারে! হয়ত এমন কথা—
তাই বলে' তা' মা কি কাণে তুলে ?
—বাজ্‌ল ক'টা ? আকাশে কি মেঘ করেছে আবার,
আঁধার ভারি, পিদিম জ্বাল' ঘরে,
সন্ধ্যা যদি হয়েই থাকে—ওষুধ তবে খাবার
সময় আবার এল খানিক পরে!
—ওষুধ, ওষুধ—ওষুধ খেতে পাচ্ছিনাক আর,—
কিচ্ছু আমার হচ্ছে না—সব মিছে ;
দেখ্‌লে ত মা, নতুন নতুন বদ্যি অনেকবার,
তিন্‌টে বছর কাট্‌ল পিছে-পিছে!

ভেবেছিলাম তাইতে মনে, এসব ছেড়ে-ছুড়ে,
এমন একটা যাব নতুন ঠাঁই,
নামটা যাহার অনেক দিনই মনটা আছে জুড়ে',
কিন্তু তবু চোখের দেখা নাই!
—গঙ্গা যেথায় সাগর-গায়ে অঙ্গ ঢেলে সুখে—
সকল আশা মিটায় তাহার শেষে;
জানা যেথায় অজানারে জড়িয়ে ধরে বুকে,
চেনা যা'—তা' অচেনাতে মেশে!
বাহির যেথায় ঘর হয়ে যায়, পর সে আপনার,
দূর—সে আসে এগিয়ে কোলের কাছে,
বড় যা, তা ছোটর সঙ্গে মিলিয়ে একাকার,
উঁচু যেথায় নীচুর আদর যাচে।
ঊর্দ্ধে আকাশ নিম্নে সাগর—আদিঅন্তহারা—
দু'ধার থেকে ধরে তাহার কর,
এমন তীর্থ কোথায় আছে—মাগো, এমন ধারা—
কোথায় বল' পাবে ধরার 'পর?
—তাই ত আমি বলেছিলাম, গঙ্গাসাগর যাব,
কোথাও আর যেতে চাইবনাক;
সেইখানে ঠিক সকল জ্বালার শান্তি আমি পাব,
মাগো! আমার এই কথাটা রাখ'।
—সত্যি কথা বল্‌ব কি মা, দেখি ঘুমের ঝোঁকে—
সন্ধ্যা যেন এল আকাশ ছেয়ে,
হুহু করে' ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে চোখে,
সাগর-তীরেব ওপার থেকে বেয়ে।
তোমার কোলে শুয়ে আছি, চেয়ে তোমার মুখে,
গাঙচিলেরা উড়ছে আশে-পাশে,
লাগছে গায়ে পাখার হাওয়া—কেমন যেন সুখে,
আস্তে আস্তে চোখটি বুঁজে' আসে।

তারি মধ্যে হঠাৎ যেন ঢুকুল কাণে এসে
কার যেন বা ভারি মধুর ডাক,
তোমার মতন অম্‌নি স্নেহে, অম্‌নি ভালবেসে—
—ওমা ! আবার কাঁদছ ! তবে থাক্‌।
বল্‌ব না আর কোন' কিছু—তুল্‌ব না আর মুখে
সে সব কথা—কষ্ট যদি পাও,
মাগো আমায় ক্ষমা কর—লও মা টেনে বুকে,
মাথায় আমার পায়ের ধূলো দাও !
—দিদি, দিদি—দেখ্‌ত এসে, কি হ'ল বা মার,—
দিদি ! আমায় ধর্‌ না একটু তুলে',
মাগো, ওমা !—গঙ্গাসাগর বল্‌বনাক আর,
গঙ্গাসাগর যাব এবার ভুলে'।

আলোর মেলা

ঐ যেখানে নীল পাহাড়ের নীচে,
ভুট্টোক্ষেতের পিছে,
সারি সারি শালের গাছে ঘেরা—
রাঙামাটীর মাঠের উপর ধেনু চরায় রাখাল বালকেরা—
কালো-কালো, মোটা সূতোর খাটো কাপড়-পরা,
স্বাস্থ্যে শরীর ভরা ;
ওরি পাশে—ঐ যেখানে ধোঁয়ার মতন গাছের মাথা জাগে,
একশ' বছর আগে
আমি ছিলাম ছোট্ট একটি গাঁয়ে—
শীর্ণ একটী গিরিনদীর কোলের কাছে মউলবনচ্ছায়ে।

ক্ষেতের কাজে ধেনুর মাঝে পলাশবনের পারে
নীল পাহাড়ে ঝরণাতলার ধারে—
দিনগুলি মোর বয়ে যেত ঝরণাধারার মত,
নুড়ির মতন বাজত শুধু কাণের কাছে সহজ অভাব যত;
গাছে উঠে', সাঁতার কেটে, লাফিয়ে পাহাড় থেকে,
হেসে খেলে নেচে গেয়ে হেঁকে,
কাটিয়ে দিতাম বেলা—
জীবন হেন মনে হ'ত খেলা!
পিয়ালবনের পাশে
আস্‌ত প্রভাত ঢুধের বন্যা খেলিয়ে নীলাকাশে;
সন্ধ্যা আস্‌ত নেমে
শালের বনের শাখায় শাখায় থেমে থেমে,
ঝিঁঝির ঝাঁঝর বাজিয়ে পায়ে-পায়ে—
আলো-কালোর পাখ্‌না ঢুটি বুলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরার গায়ে।
বিজ্‌লী বলে' ছোট্ট একটা পাহাড়পারের মেয়ে
ঝরণা হ'তে নিত্যি যেত নেয়ে,
ভরে' নিয়ে কোলের কলসখানি,
ঘটের বারি মুখের পানে চেয়ে তারি কর্‌ত কানাকানি—
কি আনন্দে—মনে হ'ত, আমি তাহা জানি!
দিনগুলি মোর এম্‌নি করে' কাট্‌ত কলস্বরে,
পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পাহাড়ঘেরা বনভূমির 'পরে!

এমন সময় একদা এক সাঁঝে—
সুদূর মাঠের মাঝে,
কোথায় থেকে ভারি একটা আলোর মেলা বস্‌ল জেঁকে এসে;
হুলুস্থুলু পড়ে' গেল দেশে!
সবাই বল্লে, যাব যাব—অন্ধকারে লাগে না আর ভালো,
আলো, আলো—দেখ্‌ব মোরা আলো!

আমার সাথে আরো অনেক জনা
যাত্রা করল মেলার দেশে আলোর ডাকে উদাসী উন্মনা।
গিয়ে দেখি, কি যে চমৎকার—
শোভার বাহার, রঙের বাহার—তুলনা নেই তার!
আস্তে-আস্তে কইনু বারেক—দীপ্তি চেয়ে দাহই বেশী যেন!
সবাই হেঁকে বল্লে অমনি—ননীর পুতুল! আসতে গেলে কেন?
অপূর্ব্ব সে সমারোহ, অশেষ তাহার কথা—
অনন্ত তার রূপরাশি, অফুরন্ত আবেগ চঞ্চলতা!
সজ্জাসাজের নাইক অন্ত, যন্ত্রতন্ত্র নানা—
বৃহৎ ক্ষুদ্র বিচিত্র কারখানা;
একে-একে আলোকশিখায় পড়ল আঁখির 'পরে—
সংখ্যাহারা বস্তুরাশি সুবিন্যস্ত স্তরে স্তরে স্তরে।
শিখে' শিখে' পাক্‌ল মাথা, দেখে' দেখে' দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ—
এম্‌নি করে চল্‌ল কেটে দিন
আলোর মেলার দেশে,
নূতন দেখার উৎসাহে আর নূতন শেখার অনন্ত আবেশে;
এম্‌নি হ'ল—দীপ্তি ছাড়া দেখতে পাইনে চক্ষে,
একটুকু তার কম্‌তি হ'লে থাকে না আর রক্ষে।
কোথায় গেলে ঘরের কথা, ক্ষেতের ফসল, অভ্রনদীর পার,
নীল পাহাড়ের ঝরণাতলার ধার,
বিজ্‌লি মেয়ের উজল কালো আঁখি,—
মনের চোখেও লাগল ধাঁধা অষ্টপ্রহর আলোর মধ্যে থাকি'।

আধ শতাব্দী গেল কেটে—
আলোর দেশের জিনিষ দেখে' আলোর দেশের পুঁথি ঘেঁটেঘেঁটে!
সেদিন রাতে বসে' আছি মেজের উপর জ্বালিয়ে নিয়ে বাতি,
কেতাব খোলা সম্মুখেতে, কথার উপর কথার মালা গাঁথি'
চল্‌ছি ভীষণ তোড়ে;

এমন সময় হঠাৎ হুহু করে'
পূবে হ'তে এল একটা ঝড়ো' বাতাস—
নিবিয়ে গেল আলো ক'টা—কি সর্ব্বনাশ!
পুঁথি পড়া বন্ধ একেবারে;
চম্‌কে উঠে' চেয়ে দেখি চারিধারে
আকাশ ঘিরে' চুপটি করে' বসে' আছে কারা?
ওরে, ওরে! পূর্ণিমারাত যায়নি আজো মারা!
জ্যোৎস্না-মরাল ঐ ত মেলে' ডানা
কোন্ জননীর স্নেহ নিয়ে পাহারা দেয় শিশুকুলায় খানা!
তারি পাখার শুভ্র পালকগুলি
চারিধারে আকাশ ভরে' ফুলের মতন উঠছে দুলি' দুলি'!
ওরে, ওরে! এযে দেখি মাতৃস্তনের স্নিগ্ধ সুধাধার;
এ যে দেখি স্নেহের বন্যা—আকাশ-ভরা লাবণ্য-জুয়ার!
এ আলো যে নিবায় না রে—দেহ মনের এ যে শুভদৃষ্টি!
মলিন হাতের সৃষ্টি—
দাহভরা দীপ্তি দিয়ে তারেই রেখে দিয়েছিলাম দূরে;
কোন্ বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজকে আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে'
বাজে তারি আবাহনের শাঁখ—
ক্ষীরোদসাগর হ'তে যেন ডাকেন লক্ষ্মী ঘরে ফেরার ডাক!
এ স্নেহ যে গৃহ চেনায়—এ আলো যে নত করায় মাথা,
এ মধু ডাক ভিজায় আঁখির পাতা।
এক নিমেষে গেল টুটে' সকল বাধা,
মনে হ'ল, হায়রে অন্ধ! এ দৃষ্টি তুই দিয়েছিলি বাঁধা?
পড়ল মনে ফিরে'—
সহজ সুখের শান্তিভরা পল্লীমাকে অমনি ধীরে ধীরে;
পড়ল মনে, সারি-সারি শালের বনে ঘেরা
রাঙামাটির মাঠের উপর ধেনু চরায় রাখাল বালকেরা;
মনে হ'ল—ঘরের কথা, ক্ষেতের ফসল, অভ্রনদীর পার,

নীল পাহাড়ে ঝরণাতলার ধার,
বিজ্‌লী-মেয়ের ডাগর কালো আঁখি—
চোখের নেশায় আর কি ভুলে' থাকি ?
ফিরে' এলাম তাই—
মনের চোখে আজকে আমার নেশার বালাই নাই

বাসন্তিকা

ওগো ফাল্গুনি হাওয়া,
দিনেক-দুয়ের অতিথি আমার, ওগো এসে-চলে'-যাওয়া !
ক্ষণিকের তরে ভুলায়ে আমারে একি এ রঙ্গ সখি,
মাটীর কারায় বন্দীজনায় পরিহাস করিছ কি ?
ও তোমার পরশন
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিছে আমার কদম্ব-হরষণ !
করি' প্রাণপণ বাহু মেলে মন আকুল আলিঙ্গনে,—
ওগো দেহহীন, দিবেনা কি ধরা প্রণয়ের বন্ধনে ?

হে পথিক পথবাসী,
খাঁচার পাখীরে কেন ডাকে তব নীল আকাশের বাঁশী ?
দেহের বাহিরে গতি নাহি যা'র, গৃহের বাহির করি'
মরণের পারে কেন ডাকো তা'রে ওগো চির-পথচারী !

তব উপহাস সহি'

ফুটিছে মুকুল, টুটিছে বকুল ব্যাকুল বেদনা বহি';
লুটি' ফুলরেণু ফুকারিছ বেণু বনবীথিকার ফাঁকে,
মানুষের মন—সে কিগো তেমন, কেমনে বাঁচিয়া থাকে ?

কোন্ সে অচল মলয়ের বুকে কোন্ সে কুলায়ে বাসা ?
সেথা কি জাগে না জ্যোৎস্নাযামিনী, চির-বিরহীর আশা !
ফুল পাখী অলি তারা—
সবই কি সেথায় বিরাজে বৃথায় উদাসীন দিশাহারা ?

মৃত্তিকা-মা'র ব্যথাভরা বুকে বাসনার জাল বোনা,
দেওয়া-নেওয়া আর পাওয়া-খোওয়া দিয়ে জানাশোনা আনাগোনা
সবই যে কান্না-হাসি—
তুমি তা'র মাঝে চলিবে কি একা বীতরাগ সন্যাসী ?
—তাই যদি হয়, ওগো নির্দ্দয়, এ কেমন তব ধারা,
পরে কেন চাহ পরাতে বাঁধন—নিজে বন্ধনহারা ?
পরশ-বেদনা দিয়া
পরখ করিতে চাহ—বেদনায় কেমনে বিদরে হিয়া !
দ্বারে বাতায়নে চাহি' জনে জনে কেন কর' ডাকাডাকি,
মৃদু সনসনে মাতাও সঘনে ব্যাকুল বনের পাখী !
ব্যথায় রাঙায়ে তুলি'
গন্ধ লুটিয়া পালাও ছুটিয়া পরিয়া ফুলের ধূলি ?

মিলনের বুকে বিরহ জাগাও, বিরহের বুকে ব্যথা—
মানবচিত্তে আণব নৃত্যে আন যে চঞ্চলতা ;
ধীরে ধীরে দিয়া দোল
বিশ্বখাতায় পাতায় পাতায় কেন তব হিন্দোল ?

ওগো দেহহীন অতিথি আমার, ওগো ও পথিক হাওয়া !
চির-নির্দ্দয় কপট হৃদয়, ওগো পেয়েও-না-পাওয়া !
বড় দুখে দিনু শাপ—
চির-হায়-হায়-এ ফুরাবেনা কভু তব ও মনস্তাপ !

মাধবিকা

দখিন হাওয়া—রঙিন হাওয়া, নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী !
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আস্‌ছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির সন্‌সনানির গান ধরি' ;
মৌমাছিদের মনভুলানি গুণগুণানির সুর ধরে'—
চল্লে কোথায় মুগ্ধ পথিক, পথটি বেয়ে উত্তরে ?

লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' বক্ষ আঁকি' চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন্‌ প্রিয়ারে বাঁধ্‌তে ভুজবন্ধনে ?
অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক্‌ না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো !
—তেম্‌নি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেমনি গলার হাঁক্‌টি সেই,
দেখ্‌তে পেলেই চিন্‌তে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই

—কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে',
নারিকেলের কুঞ্জে-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে!
লকলকে সেই বেতসবীথির বলো তো ভাই কোন্ গলি,
এলা-লতার কেয়াপাতার খবর তো সব মঙ্গলই ?

—ভালো কথা, দেখ্‌লে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,—
বন্ধু বলে' চিন্‌তে কারো হয়নি তো ভাই সন্দেহ ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্‌নি তো সব ভুল করে—
তেম্‌নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!
আস্‌তে যেতে দীঘির পথে তেম্‌নি নারীর ছল করা;
পথিকবধূর চোখের কোণে তেমনি-তো সেই জলভরা ?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল-লেখা মন্তরে
আজও তো সেই আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে ?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নখক্ষতের চিহ্ন ক'ার,
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্ব্বরাতের ছিন্ন হার!
রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুট্‌ছে তো,
শাখায় তা'রি দুলতে দোলায় তরুণীদল যুট্‌ছে তো ?
তোমায় দেখে' তেম্‌নি ডেকে উঠছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ ?

—তেম্‌নি—সবই তেম্‌নি আছে!—হ'লাম্ শুনে' খুব খুসী,
প্রাণটা উঠে চন্‌চনিয়ে, মনটা উঠে উস্‌খুসি'!
নূতন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি',—
বন্ধু, তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছলিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো, গ্রহণ করো—বন্ধু আমার দণ্ডেকের—
জানিনাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের!

এ কি দোল

এ কি দোল, এ কি দোলা—
অসীমের মহাকল্পবৃক্ষে সৃজনের হিন্দোলা !
লঙ্ঘি' অপার আঁধার-সিন্ধু
দোলে আনন্দে আলোর বিন্দু,
দুলে' ফিরে দোলা বিপুল ছন্দে, বন্ধন মাগে খোলা—
এ কি দোল, এ কি দোলা !

দোলে দোলা নিশিদিন—
সম্মুখে পিছে দুলিছে—কভু বা বাম হ'তে দক্ষিণ !
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা কি রে
উদয়ে অস্তে দুলে' দুলে' ফিরে,
জীবনছন্দ ফুটি' আনন্দে টুটে ক্রন্দনলীন !
অনন্ত অনিবার,
দোলে মহাদোলা,—করে দিক্ হ'তে দিগন্ত পারাপার ;
বিন্দু হইতে উঠে ব্যোমপারে,
ঝঙ্কার হ'তে ফিরে ওঙ্কারে—
নিমেষ পরশি' মিশে অনিমেষে, হাসি হ'তে হাহাকার !
অম্বরে অম্বরে,
উড়ে দিক্‌বাস নীল কেশপাশ, ত্রাসে শ্বাস সম্বরে ;
অসীম দোলায় মরণপন্থী
কসিয়া বাঁধিছে জীবন-গ্রন্থি—
আয় আয় আয়, যায় যায় যায়—শিঙারবে ব্যোম ভরে !

এ কি দোল, এ কি দোলা,—
স্বজনের মহাকল্পবৃক্ষে প্রলয়ের হিন্দোলা !
চলে দোল—চলে দোলা ;
প্রলয়ের মহাকল্পবৃক্ষে স্বজনের হিন্দোলা !
গন্ধের দোলা, ছন্দের দোল,
সিন্ধু-সরিতে জাগে হিন্দোল,
ধমনীর স্রোতে ছুটে কল্লোল—রাঙা আনন্দ-গোলা—
দোলে স্বজনের দোলা !

—কে তুমি দিতেছ দোল ?
কাহারে বেঁধেছ বাহুবন্ধনে, কে ভরেছে তব কোল ?
নূতন করিয়া বাঁধিবারে কা'রে
দোলা-ছলে দূর কর' বারেবারে,
নিমেষের তরে হারায়ে কাহারে বাঁশী কাঁদে উতরোল ?
ফাগুন-সন্ধ্যাকাশে
কা'র সাথে ফাগ খেল' মেঘে-মেঘে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ?
অশোকে পলাশে কা'র অনুরাগ
ফুটাইয়া তোলে সোহাগের দাগ,—
রঙ্গনে ভরা রঙ্গটি কা'র সরমের রঙে হাসে ?
রসের রঙীন ঝারি
চির-অফুরাণ ভরিছে এ কোন্ আনন্দ-পিচ্‌কারী ?
পরশের সুখে বাহু বিহ্বল,
মনে মনে ব্যথা, চোখে চোখে জল,
পরাণের মাঝে দোলে চঞ্চল কোন্ সে মিলনচারী !
—তাই হোক্, তাই হোক্—
মাতুক্ চিত্ত বিভল নৃত্যে বিস্মৃত-ব্যথাশোক ;

প্রেম-হিন্দোলে হৃদয় দোলাও,
জীবনের রসে মরণে ভোলাও,
মিথ্যার রঙে সত্যে রাঙায়ে রচ' গো স্বপ্নলোক ;
তাই হোক্, তাই হোক্—
শাশ্বত দুখে ক্ষণিকের সুখে করে' তোল' সার্থক

———

আকুলতা

পাতার আড়ালে চাঁপার কলিকা—
চাঁদের চকিত আলো ;
যে দেখেছে তা'রে, থাকিতে কি পারে
তাহারে না বাসি' ভালো ?
পথিক থেমেছে এইখানে এসে,
ভক্ত নমেছে দেব-উদ্দেশে,
প্রণয়ী চেয়েছে মুগ্ধ আবেশে
কা'র আঁখি দুটি কালো—
পাতার আড়ালে চাঁপার কুঁড়িটি,
কোথা পে'ল এত আলো ?

রৌদ্রচিকণ ক্ষুদ্র কলিকা—
রত্ন-মাণিক নয়!
দণ্ড দুয়ের দান পরমায়ু,
দু'দণ্ডে যা'র লয়!
এ যে অধিকার—কোথা হ'তে পায়,
এত আকুলতা কেন দিয়ে যায়?
জীবন ফুরায়—তবু নাহি পায়
তা'র বেশী পরিচয়!
পল্লবে-ঢাকা মৌন কুসুম,—
এত তা'র বিস্ময়!

গোপনের মাঝে হে চিরপ্রকাশ,
শোনো মোর মনোব্যথা,
থামাও—আমার থামাও হে প্রিয়,
সবেদন ব্যাকুলতা।
হে চিরনীরব—হে চিরনিঠুর,
রহস্যজাল করি' দাও দূর;
একবার শুধু লাগাও সে সুর
জানি শুধু যা'র কথা;
আভাসের মাঝে অনন্ত তুমি,
ঘুচাও এ আকুলতা।

———

কালো

কথাটি তোর না ফুট্‌তে আজ, তোর কথাটি শেষ হ'ল যে কালো,
শরতে তাই নাম্‌ল শাঙন, প্রদোষে ঐ ঢাক্‌ল ঊষার আলো !
ধরেছিলাম সোণার হরিণ—গলাটি তা'র জড়িয়ে মায়ার ফাঁসে,
কোন্ বনে সে পালিয়ে গেল, ডাক এল তা'র কোথায় কোন্ আকাশে !

মনের মাঝে প্রাণের মাঝে চোখের কালো, নিলি কি তুই বাসা,
একটি ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে হিয়ার বাতি, জীবন-রাতের আশা ?
তুই ত গেলি সমুখ থেকে, কালো ত তোর পড়্‌লনাক ঢাকা,
তোরি কালো ছড়িয়ে আজি ভুবন যে মোর হ'ল কালীমাখা !
যে আঁখিতে দেখায় আলো, কালোবরণ তা'রি যেমন তারা,
সেই তারাটি হারা হ'লে বিশ্ব যেমন হয় সে আঁধিয়ারা ;
—দেহ মনের সেই তারাটি কোথায় গেলি আমার আকাশ ছাড়ি'—
কোথায় গেলি কালো আমার, কালো করে' মনের ঠাকুরবাড়ী ?
—সেবায় বুঝি ত্রুটি ছিল, পূজায় বুঝি পড়্‌ল কোথাও বাদ,
উপচারের অভাব কি সে,—অর্ঘ্যে বুঝি ঘট্‌ল অপরাধ ?
তাই বুঝি আজ ছেড়ে গেলি, এ ঘর কিংবা লাগ্‌ল না তাই ভালো,
দেব্‌তা আমার, ঠাকুর আমার, লক্ষ্মী আমার, ওরে আমার কালো !

ফুটফুটে ঐ পা-দু'খানি, মাড়ায়নি যা' এ ধরণীর মাটি,
কি করে' আজ কোথায় গেল, কত দূরে কেমন করে' হাঁটি' !
পুট্‌পুটে ঐ চোখ্ দুটিতে কোন্ জননী দেখালো তা'র মুখ,
যে মুখ দেখে' ভুলে' গেলি এতগুলি পরশ-পাগল বুক ?

ঝিনুক বাটি চুস্‌নি কাঠি রইল পড়ে'—'কিচ্ছু না' যায় বলি,
বস্তু যাহা তাইতো ফাঁকি, এক পলকে তাই তো পলায় ছলি';
আঁধার করে' সকল গৃহ বনের পাখী পালিয়ে গেল বনে,
পিঁজ্‌রে তা'রি লোহার কাটি—পাঁজরাগুলো বিঁধছে ক্ষণে ক্ষণে।

আজকে তোমায় একটি শুধু সহজ কথা শুধাই জগৎপ্রভু,
জবাব তুমি নেবেনাক, নাই—যে জানি, জানি তাহা, তবু—
কেমন করে' ইহার পরে তোমায় আবার বল্‌ব দয়াময়!
দয়ার কথা, দরদ ব্যথা, এর পরে কি প্রতারণা নয়?
এক নিমেষে ভুলিয়ে দিতে, তবু তোমার কতক দয়া জেনে,
তোমার দেওয়া অন্ধ মনে কোননতে নিতাম তাহা মেনে;
দণ্ডদাতা, ইচ্ছা হয়ত, আরো কঠিন দণ্ড পার দিতে,
বল্‌ব তবু মিথ্যা তুমি, সাম্‌নে তব সরল সবল চিতে!
মান্‌তে পারি শক্তি তোমার, ইচ্ছা তোমার কষ্ট দিয়ে ভরা,
নিঠুর ঠাকুর, তাই তো নিত্যি পায়ের কাছে লুটিয়ে কাঁদে ধরা!
কালোরে মোর কেড়ে নিলে যেদিন আমার বক্ষ করে' খালি,
সেদিন থেকে ছড়িয়ে গেছে তোমার মুখে তা'রি সকল কালি!

নব-বর্ষা

শ্যামগম্ভীর নব-মেঘে আজি উঠে বাজি' মৃদু মৃদঙ্গে—

ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি,

ধারামঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে—

রিমি-রিমি ঝিমি-ঝিমি ;

উতলা পবন বিদ্যুতে সাজি' তা'রি তলে নাচে তর্জিয়া—

গুরু-গুরু গর-গর,

রুদ্র-বেতাল তা'রি ফাঁকে হাঁকে বজ্র-নাকাড়া গর্জিয়া—

কড়-কড় হর-হর !

সিন্ধু-সরিৎ সাথে মাতে সেই আনন্দে,

দিগ্‌দিগন্ত পাছে-পাছে নাচে সে ছন্দে,

মত্ত কানন বৃষ্টিসঘন সুগন্ধে

উঠে উদ্দাম হ'য়ে ;

নাচে শাল-তাল, নারিকেল নাচে সে রঙ্গে,

গিরিনির্ঝর ভরে সুর তা'র সারঙ্গে,

মত্ত ময়ূর নাচে জলদের ভ্রূভঙ্গে

ভুজঙ্গে সাথে লয়ে।

দ্যুলোক-ভূলোক পুলকে মাতিয়া তা'রি তাল তুলে উচ্ছাসি'

জল-তরঙ্গে আজি,

মেঘমল্লার নটনারায়ণ তা'রি সুর তুলে উদ্ভাসি'

কোমলে কণ্ঠ মাজি' ;

ছন্দে-ছন্দে হিন্দোল উঠে, কদম্ব ফুটে ইঙ্গিতে,
দুলে' উঠে রস-দোলা,
মানবচিত্তে জাগে সে নৃত্য ঝর-ঝর-স্বরসঙ্গীতে
সব বন্ধন খোলা ;
নরনারীহিয়া কেঁপে উঠে বাহুবন্ধনে,
বাদলের ছায়া ঘনায় মিলননন্দনে,
পুলকের ব্যথা বাহিরায় ফাটি' ক্রন্দনে,
বরষার ধারাসাথে ;
আষাঢ়ের এই ঘন-ছায়া-ঘেরা মন্দিরে
তারি সুর বাজে উতলা মনের মঞ্জিরে,
অন্তরতলে লুটায় এ কোন্ বন্দী রে
বাণীহীন বেদনাতে !

সুর-ভগীরথ কে সে সন্ন্যাসী মেঘের শঙ্খ ফুৎকারি'
ধারা-গঙ্গায় আনিল ধরায় ধরিয়া !
মরা নিখিলের বিপুল ভস্মে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারি'
সঞ্জীবনীর অমৃত কে দিল ভরিয়া ?
মৃত্যুঞ্জয় সে নটনাথের তাণ্ডব-নাচা অভয় চরণতলে
কদম্বকেয়াকুটজ-অর্ঘ্য বিরচিল কবি বরষার ধারাজলে।

ঝরণাঝারা

ঝরঝর ঝরণা গিরিঘরকরণা—
জ্বলজ্বল উজ্বল যেন কালো কজ্জ্বল,
কভু সাদা ধব্‌ধব্‌ তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হ'তে নীচুতে না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর দিন রাত ঝর্ঝর
ঝর্‌ঝর্‌ ঝরছে ধারা নাহি ধরছে!
হর্‌দম্‌ হর্‌দম্‌ ধূলা বালি কর্দ্দম
লতাপাতা কুট্‌কাট্‌ চলে করে' লুট্‌পাট্‌,
ফুরসুৎ নাই তা'র, বিদ্যুৎ ভাই তা'র,
হিম জল-অঞ্চল অবিরল চঞ্চল,
কিঙ্কিণী কঙ্কণ রামধনু রং কোন্‌।
বালা আর চুড়ীতে বাজে শিলানুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই আস্‌মান কম্পাই!
শিখরীর উচ্চে চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে সিংহের জটাতে,
নামে মহা ঝম্পে হরিণের লম্ফে,
ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ কই ঘর, সর্‌ সর্‌—
আর নাই, আর নাই, ঘর বা'র তার নাই,
আঁকা-বাঁকা ভঙ্গী শেয়ালের সঙ্গী,
ফিরে' ফিরে' চম্‌কায় মাঝে মাঝে ধম্‌কায়,
গাছে-গাছে দোল খায়, শিলাতলে টোল খায়,
পাকে-পাকে লুট্‌ছে তবু ফিরে' ছুট্‌ছে!

সাপ সাপ, ঐ সাপ— সর্ সর্—বাপ বাপ!
সাপ নয়, সাপ নয়, বরফেরও ধাপ নয়;—
ও যে সেই ঝরণা গিরিঘরকরণা—
ও যে মোর ঝরণা আপনার—পর না!

চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ রবিকরে ধিক্ দিক্,
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম্ ঝাম্ ঝম্ ঝম্ —এযে দেখি কম্ কম্,
কই কই, কোথা গেলা, ইঁচা বাচা চাঁদা চেলা—
ঐ গেল সরিয়া গিরিমাঝে মরিয়া!

ঐ ফের আলোতে সাদাতে ও কালোতে,
ফুঁসিয়া ও ফাঁপিয়া কাঁপাইয়া কাঁপিয়া,
ফেনাময় মস্‌গুল বেল যুঁই কাশফুল—
কি ভীষণ তর্জ্জন মাঝে মাঝে গর্জ্জন,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ভক্ ভক্ শাঁক চূণ হাঁস বক,
ফিস্ ফিস্ ফস্ ফস্ বেটী কা'রো নয় বশ;
দুর্ম্মদ গতিতে পতিতের মতিতে,
খেয়ালে আনন্দে পাগ্‌লামি ছন্দে,
তড়বড়্ তড়বড়্ পার বুঝি হয় গড়,
উৎরায় উৎরাই কোথা কোন' খুঁৎ নাই,
হর্‌দম্ হর্‌দম্ ছুটে' চলে দুর্দ্দম,
কম কম, থম্ থম্ ঐ বুঝি লয় দম—
এইবার পাহাড়ে ঠেকে বুঝি ডাহা রে!

তারপর তারপর— বা'র কর্ ব'ার কর্
চ'লবার ফন্দি ক্ষণিকের সন্ধি—
পাশ কেটে এইবার হয় দেখি দুই ধার;
কই কই, সর্ সর্ দুধ দই ক্ষীর সর—

গদ্ গদ্ গদ্ গদ্ চলে ফের তদ্বৎ,
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্ কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল-কল তল-তল আঁখি দেখি ছল-ছল,
চোখে বুঝি আসে জল--বল্ বল্ ঠিক বল্;
থাম্ থাম্ আর না, থামা তোর কান্না—
ঐ দেখ্ গঙ্গা তরলতরঙ্গা;
বিলিয়ে দে আপনায় থাক্‌বেনা ভাবনাই।

———

প্রেম ও পূজা

প্রেম ও পূজা

ঘর হ'তে ছাদে, ছাদ হ'তে ঘরে, দ্বার হ'তে বাতায়নে,
এক-ই পড়া-বই পালটিয়া পড়ি বারবার আনমনে;
খোলা-চুল বাঁধি, বাঁধা-চুল খুলি, ফিরিয়া সাজাই ঘর,
শতবার করি' সিন্দুর-ফোঁটা পরি যে সিঁথার 'পর;
খড়ির আঁচড়ে দিন আঁকি আর এক এক করে' মুছি,
পাঁজি কাছে, তবু পূজার তারিখ প্রতি জনে-জনে পুছি;
পোড়া দিন—সে কি যায়!
এক দুই তিন—আর কত দিন? ফিরে' গণি পুনরায়!

কোন্ সাড়ীখানি মনোমত তা'র—ধুইয়ে কুঁচিয়ে রাখি,
শিউলি-বোঁটায় কাপড় ছুপিয়ে মনে-মনে পরে' থাকি;
আরসির কাঁচে মুখ দেখি—শুধু কেমনে দেখাবে ভালো,
ললাটের 'পরে রেখা কি পড়িল—চোখের নীচে কি কালো!
খালি—এস, এস—চিঠি লিখি আর প্রতিদিন দিই ডাকে,
পোড়া-আফিসের ছুটি কবে সুরু—শুধাই সে যা'কে-তা'কে;
কেউ কি জানে না ঠিক!
কবে সে আসিবে, আসিবে সে কবে—তাই নয় বলে' দিক্।

'এক-মেটে' ফিরে' 'দো-মেটে' হইল, তাও শেষে হ'ল শেষ—
ঠাকুরের গায়ে রঙ সারা হয়ে উঠিল রাঙ্‌তা-বেশ;
'চাল-চিত্তির' সাঙ্গ যখন, তবু দেখি ছায়া-ছায়া—
তোর মুখ—তাও ধরে না চক্ষে—একি মায়া, মহামায়া!

অন্ধ এ চোখ—অন্ধই হোক্, কাজ কি আলেয়ালোকে,
ত'ার আগে যেন মুখখানি তা'র একবার দেখি চোখে।
ক্ষমা কর্ অম্বিকা—
তোর চেয়ে তোর দান বড় হ'ল—এই কি ললাটে লিখা!

পূজার দেবতা, সেবার দেবতা—মিলন-দেবতা তুই,
তাই কি মিলনে আঁকড়িয়া ধরি—দেবতারে দূরে থুই?
মুগ্ধ হিয়ার—এত টান যা'র তোর চেয়ে তা'র দিকে,
মর্ম্মের রঙ্ রাঙা হ'ল আর ধর্ম্মের রঙ্ ফিকে!
কিম্বা তোমার এই সে বিচার! কেমনে বুঝিব কি যে—
সবার আড়ালে থাকিয়া সবার অর্ঘ্য কুড়াস্ নিজে!
অভয় দে দশভুজা—
অন্ধতা মোর প্রেম যদি হয়, তাই হোক্ তোর পূজা!

———

আশ্বিনের ব্যথা

শ্বশুরের ঘর—স্বামীর আদর—বড় সুখ, তাহা মানি—
তবু আজি মন করিছে কেমন—কেন-যে তাহা না জানি!
কোন্ ঘরখানি মনে পড়ে থেকে-থেকে,
প্রাণের ভিতরে কে যেন ফিরিছে ডেকে!
ঘরে-ঘরে ঘুরি—মুখে বাস আর বুকের বেদনা টানি'।

হেথা সোহাগের অভাব ত নাই, যতনের হেলা-ফেলা,
নিত্য-নিয়ত মন-যোগান'র আয়োজন—সে ত মেলা ;
তাই নিয়ে ভুলে' থেকেছি এগারো মাস,
আজি মনে হয় কণ্টক-গৃহে বাস—
আজ শুধু বুকে জমে' উঠে শ্বাস শরৎসন্ধ্যাবেলা।

কাঁচপোকা ঐ উড়িয়া বেড়ায় ঘরেরই জানালাপাশে,
এত কাছে—তবু সাধের টীপের কথাটী মনে না আসে।
এয়োতী নারীর লক্ষণ সব আগে—
চুল-বাঁধা—সেও আজ ভাল নাহি লাগে ;
কি হয়েছে মোর—ভিখারীর গানে অশ্রুতে বুক ভাসে !

পোড়া আকাশেরও কি হয়েছে আজ—নীলের উপরে নীল,
সেই নীলিমায় নাহিবে বলিয়া ঘুরে-ঘুরে' উড়ে চিল !
রাত না পোহাতে সাদা রোদখানি উঠি'
পায়ের তলায় করে যেন লুটোপুটি,
লঘু হাওয়াখানি মার বুকে যেন মিলাইতে চাহে মিল !

সকল গন্ধে পেরে উঠি—আমি পারিনাক শিউলিকে—
সে যে হিয়ার পরতে হারা-মুখখানি কেটে-কেটে' দেয় লিখে !
সন্ধ্যা না হ'তে মৃদু বাসখানি উঠে'
'হায় হায়' শুধু জাগায় বক্ষপুটে—
মনে হয় যেন অমনি সে ছুটে' চলে' যাই কোন্ দিকে !

ওগো, ছেড়ে দাও ! ওগো ছুটি দাও—তিনটি-দিনের ছুটি ;
মাকে একবার দেখিয়া আসিব—নামাও নয়ন দু'টি।
এত ভালবাস'—রাখ' আজিকার সাধ,
এ অধীরতার নিওনাক অপরাধ ;
তোমারি পূজার ফুলটি আনিব মায়ের চরণে লুটি'।

মায়ের আমার মা এসেছে ঘরে—আমি যে মায়ের মেয়ে ;
সারা বছরটী দু'টি আঁখি তাঁর দু'দিকে সে আছে চেয়ে !
যে চোখ চাহিবে মায়ের পায়ের তলে—
সে চোখ তাহার ভরিও না আজ জলে,
—সে চোখের জল সব আলো যে গো—দিবে সে আঁধারে ছেয়ে

বিশ্ব জুড়িয়া শোন' কাণ দিয়া—মা এসেছে সব ঘরে ;
মায়ের-মেয়ের সে মিলনটুকু দিও না মলিন করে'।
সারা বৎসরে এ দিন ফিরে না আর,
পথের কাঙাল—সেও মুছে' আঁখিধার
সেই মুখখানি বছরের মত' দেখে' নেয় চোখ ভরে'।

ঐ যে সানায়ে বিনায়ে-বিনায়ে কাঁপিয়া কাঁদিছে স্বর,
নয়ন থাকিলে করুণায় বুঝি ঝরিত সে ঝর-ঝর।
যে পূরবী আজি পরতে-পরতে উঠে,
বেদনা তাহার ঘনায়ে-ঘনায়ে ফুটে—
বেতসের মত' বেপথু তাহার মর্ম্মেরই মর্ম্মর !

চুণীর বলয় নীলার কণ্ঠী—সব থাক্ তব সাথে,
তোমারি স্মরণ-শুভ শঙ্খটি নিয়ে যাব শুধু হাতে ;
মায়ের স্নেহের মিলনের মধু দিয়া
তোমারি প্রসাদ আনিব সে ফিরাইয়া—
বিজয়ার রাতে সঁপি' দিব হাতে জ্যোৎস্না-নিভৃত ছাতে।

রথযাত্রা

চক্রনেমির ঘর্ঘররবে নির্ঘোষি' রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজার রথ !
ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ—আয় সবে ছুটে' আয়—
জগৎনাথের রথের যাত্রা তোরি দ্বার দিয়ে যায়।

মেঘদুর্দ্দিন দুর্য্যোগে আজি গর্জ্জিছে বারিধার,
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারিধার ;
যে থাকে যেথায়—আজিকে হেথায় মিলিতে সবাই হ'বে,
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘ-ভৈরব রবে।

কে আছে বিকল, কে আছে বধির, কে আছে অঙ্গহীন,
কে সে নপুংস ক্লীবের বংশ, ক্ষয়ক্ষীণ মহাদান ;
আজি এ রাত্রি যে নহে যাত্রী, থাক্ সে আপন ঘরে—
শয্যালগ্ন সুপ্তিমগ্ন লুটায়ে ভূমির 'পরে।

আয় তোরা যত নবীন প্রবীন কিশোর কুমারদল,
কল-কোলাহল-কর্ম্মপাগল আয় বলচঞ্চল,
বাঁচিস্ মরিস্, আজি না ধরিস্, কাছিতে লাগা রে হাত—
তোদেরি ঐক্যে মিলিত জানিস্ মিলন-জগন্নাথ !

লক্ষ দৃপ্ত মত্ত বাহুতে রসিতে পড়ুক টান,
আজি যে কেবল চলচঞ্চল—চল্-চল্-অভিযান ;
নাহি আগুপিছু সন্দেহ কিছু—শুধু সম্মুখগতি,
লক্ষ লোকের লক্ষ্য সে এক সঙ্গের সঙ্গতি।

আজি এ রথের পুরোহিত নাই—ধর্ম্ম নিজেরে ধরে,
নাহিক মন্ত্র—পূজার তন্ত্র মিলিত কণ্ঠস্বরে ;
ধূলি-কলঙ্ক তিলকপঙ্ক, চন্দন স্বেদনীর—
অযুত আর্ত্তকণ্ঠে উঠিছে কীর্ত্তন সুগভীর।

ঘর্ঘরি' ঘুরে কর্ম্মচক্র নির্ঘোষি' ধরাপথ,
বিশ্বেরই মাঝে ছুটিয়া চলেছে বিশ্বরাজের রথ ;
সেবানুরক্ত অযুত ভক্ত দেশে-দেশে দিশে-দিশে,
সকল বিভেদ ভুলিয়া আজিকে এক সাথে গেছে মিশে'।

কেহ অর্পিছে বক্ষের বল, কেহ চক্ষের জ্যোতি,
বাহুর শক্তি কেহ বা বিলায়, কেহ বা মিলায় গতি,
যা'র আছে যাহা সেই দেয় তাহা, আজি মাহেন্দ্রক্ষণে,
জগৎস্রষ্টা একক দ্রষ্টা হাসিছে উদাস মনে !

আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে তাই দৃশ্য জগৎনাথ ;
যত জাতি-পাঁতি সব একসাথী যাঁহার চরণপাশে,
উঁচু আর নীচু নাহি যেথা কিছু—সমান দ্বিজে ও দাসে।

মহামানবের মিলনক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র নাম তাই !
মহামিলনের পদধূলিপূত—তাই সে তীর্থ-ঠাঁই ;
নীতি ও আচার বিধি ও বিচার বিতর্ক সব ভুলি'
নে রে নে মানব মাথায় তুলিয়া সেই পবিত্র ধূলি।

চিত্ত ভরিবে সাহসে আশায়, বক্ষ ভরিবে বলে,
রথগতি হবে মনোরথসম শতেক যোজন পলে ;
সাগরবেলায় পরশি' হেলায় কাঁপায়ে বিমানপথ
জগতের সীমা ছাড়াইয়া যাবে জগন্নাথের রথ।

ওরে কবি, তুই এ মহামেলায় কি করিবি তাই বল্—
তোর হাতে এই তালপত্রের শিঙা শুধু সম্বল !
তাই যদি হয়—তবে এ সময় প্রাণপণে তাই বাজা,—
তাঁর কাছে তাও পঁহুছিবে ক্ষ্যাপা, যিনি এ রথের রাজা !

বৃন্দাবনী

আমার ব্রহ্মা থাকুন ব্রহ্মরন্ধ্রে, শম্ভু থাকুন শিরে,
আজ বিষ্ণু দাঁড়ান কৃষ্ণ হয়ে মন-যমুনাতীরে !
আমার ধ্যান ধারণা জপ,
সকল মন্ত্র তন্ত্র তপ,
যত স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন সেই স্রোতে যাক্ ভাসি'—
আজ সব ভুলিয়ে বাজুক কালার পাগল-করা বাঁশী !

আমি সেই বাঁশীতে পরাণ সঁপি' হব রে বৈরাগী—
ছার সংসারে আর মন নাহি মোর তুচ্ছ সুখের লাগি'।
শুধু শুন্‌ব শ্যামের গান,
সেই আনন্দ মোর প্রাণ ;
তাই সকল-হরা আকুল-করা বাঁশীর ডাকে আজ
আমার মন ভুলিল প্রাণ ভুলিল—রইল গৃহকাজ !

আজি শাওন-মেঘের আঁধার-ছাওয়া তমাল-বনের আড়ে,
যেন কালার কালো ছোপ লেগেছে কালিন্দীরই ধারে ;
সেই কুঞ্জবাটের পথে-
পথে উধাও মনোরথে,
আমার উদাসী মন আকুল হয়ে চল্‌ল অভিসারে—
সেই ময়ূর-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা পিয়ালবনের পারে।

সেথা পুলক-ভরা কদমফুলের পরাগ-ঝরা ফাঁকে,
কালো কাজল-কটা বাকল-জটা বংশীবটের শাখে,
যেথা শ্যাম-লতার রসি
দিয়ে ঝুলন-দোলা কসি'—
আমার বৃন্দাবন-চন্দ্র সুখে হিন্দোলাতে দোলে—
আজ চিত্ত আমার দুলছে সেথায় বাঁশীর দ্রুত বোলে

সেই বৃন্দাবনের বৃন্দা হ'ব, আজকে আমার সাধ,
রাই- কানুর দাসী হয়ে পাব আনন্দ-প্রসাদ।
আমার কোথাও কেহ নাই,
আমি কিছুই নাহি চাই;
সেই মুক্তিহারা ভক্তিতে মোর পরাণ ভেসে' যায়—
তোরা কুলের কাঁটা কথার বালাই তুলিস নে আর ছাই।

আজ সত্য থাকুন গুপ্ত বুকে, শিব—সে থাকুন শিরে,
শুধু সুন্দরেরই বন্দনা আজ করব ফিরে'-ফিরে'।
যে যা' বলে—বলুক লোকে,
মোরে দেখুক যে যা' চোখে,
আমার শঙ্কা-সরম-চিন্তা-ধরম নেন যদি আজ হরি—
তবে অন্ধ লোকের মন্দ কথায় ভয় কি আমি করি!

আগমনী

কৈলাস হ'তে বিদায় নেওয়া—সে যে প্রাণের কোন্ টানে,—
শৈলরাজের মর্ম্মকথা শৈলবালার মন জানে!
মা মেনকার চক্ষুকোলে যে বেদনার অশ্রু দোলে,
ভোলার কোল কি সাধে ভোলায়! প্রাণের জ্বালা কোন্‌খানে—
হিমরাণীর বুকের ব্যথা হৈমবালার মন টানে!

পাগল ভোলা—পাগল বটে, চক্ষে তবু জল ঝরে;
গৌরীধনে বিদায় দিতে তা'রো কি সে মন সরে!
উথ্‌লে উঠে কেশের জটা, চম্‌কে উঠে নয়ন ক'টা,
ভালের শিশু-শশীর ছটা প্রলয়-ঘটার রঙ্ ধরে;
হাড়ের মালা গলায় ফোটে, শিঙা কাঁদায় শঙ্করে!

আজ্‌কে যেন বিষের জ্বালা নূতন করে' লাগ্‌ল রে,
গলায়-বেড়া সাপের মালা গরলশ্বাসে জাগ্‌ল রে;
ত্রিশূল আজি আসন হানে, বৃষভ নাহি শাসন মানে,
কৃত্তিবাসের কৃত্তি দেখে' ভাঙের নেশা ভাগ্‌ল রে—
সতীশোকের বজ্রব্যথা নূতন করে' জাগ্‌ল রে!

মহাযোগীর বিকার দেখে' গৌরীরও চোখ ছল্‌ছলে—
ত্রিনয়নার নয়নধারা সম্বরে আজ কোন্ ছলে!
ভিখারী—যে ভিক্ষা ভুলে! কে দিবে তাঁ'য় অন্ন তুলে'?
নক্তমালের শক্ত মূলে কে বসাবে অঞ্চলে?
বিদায় দেওয়া কি দায়—তবু মায়ের ব্যথায় মন গলে।

বরষ ধরি' ধূলায় পড়ি' আছেন মরি' যেই মাতা—
চোখের পাতা পড়্‌ত না যাঁর, বন্ধ চোখের সেই পাতা ;
ধরার সেরা রাজার রাণী কাঁদেন শিরে কাঁকন হানি',
'গৌরী' ছাড়া নাইক বাণী, জানবে বলো কেই বা তা !
মেয়ে ছাড়া কে বুঝবে আর মায়ের মনের সেই ব্যথা ?

নয়ক বেশী—তিনটী দিনের দেখা শুধু বৎসরে ;
মায়েরে তাই বাঁচিয়ে রাখে—জানে যে তা বৎস রে !
ঝাপ্‌সা চোখের অশ্রু-আড়ে কুজ্ঝটিকার পর্দ্দাপারে—
ঊর্দ্ধ-আঁখি চায় সে তা'রে—কৈলাসেরই পথ ধরে',
কবে আসে—কখন্ আসে উমা আমার রথ করে' !

ঐ আসে রে গৌরী আমার—ঐ দেখা যায় নন্দীরে—
পাগলপারা নয়নধারা—ছুট্‌ল যেন বন্দী রে !
মায়ের-মেয়ের নয়নজলে ঝর্‌ল ধারা গিরির তলে,
যুগ্মবুকের যুদ্ধজ্বালা লভ্‌ল যেন সন্ধি রে ;
কৈলাস আজি মর্ত্তে নামি' মিল্‌ল মায়ের মন্দিরে !

এম্‌নি করে' মায়ের ঘরে আয় রে ফিরে' শঙ্করী !
দীর্ঘদিনের দৈন্য-জ্বালা তিলেকতরে সম্বরি ;
তবু তিনটী দিনের তরে মায়ের ঘরে উদয় হ' রে—
জীবন্মৃত জীবের 'পরে শিবের সুধা সঞ্চরি' ;
শিব-সোহাগীর সঙ্গে তবু তিনটে দিনের ঘর করি !

জন্মাষ্টমী

আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনক-ফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল ;
মৃত্যুকপিশ মূর্চ্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি' !
উলু উলু উলু—দে রে পুরনারি, ওরে তোরা শাঁখ বাজা-
অন্ধ-কারায় জনমিল আজ মুক্তি-দেশের রাজা।

চুপ চুপ চুপ—চুপ করো সবে, এখনো সময় নয়—
নির্য্যাতনের বীর্য্যের আজো হয়নিক পরাজয় ;
অধর্ম্ম আজো রক্তপতাকা উড়ায় উচ্চ শিরে,
কংসের বাহু ধ্বংসের ঘর—এখনো রয়েছে ঘিরে' ;
চুপ করো সবে—অন্ধকাটের গোপন গহনতলে,
দুরিত-নাশন কলুষ-শাসন মুক্তির মণি জ্বলে !

উলু উলু উলু—উলু উলু উলু—ওরে তোরা শাঁখ বাজা,
কংসকারায় জনমিল আজ বিশ্বভুবন রাজা ;
ধরণী ধরিল তাপিত বক্ষে দেবকী-গর্ভবাসে,
বসু-দেবতার পুণ্য বহ্নি ধরার ধ্বান্ত নাশে ;
কারাগার হ'ল দ্বিতীয় স্বর্গ, দুঃখ হইল সুখ,
জীবের দৈন্যে দেখা দিল আসি' দেবতার হাসি মুখ !

অষ্টমী তিথি—কৃষ্ণপক্ষ ; আঁধারে নিখিল হারা,
গুরু-গুরু ডাকে বরষার দেয়া, অঝোরে ঝরিছে ধারা ;
বক্ষে পাষাণ—বসু-দৈবকী বন্দী গৃহের তলে—
ব্যথা-জর্জ্জর অসহায় নর তিতিছে নয়ন-জলে ;
ঘোর দুর্দ্দিন ভিতরে-বাহিরে, দারুণ দুঃসময়—
এমন দুঃখ না হ'লে জীবের, দেবের কি দয়া হয় ?

জনমিল শিশু—শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল দ্যুলোক'পর,
দেবদুন্দুভি প্রহরীজনের শিহরিল কলেবর ;
বিদ্যুদ্দ্যুতি ঝলসিল দিঠি, অন্ধ দ্বারের দ্বারী,
খুলি' গেল দ্বার পলকের মাঝে, স্তম্ভিত নরনারী ;
শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিভূষিত নারায়ণ
বসুদেবক্রোড়ে হাসিলা বারেক স্মরি' নিজ পলায়ন !

ত্রিলোকজনের মুক্তি-নিদান—তা'রেও লুকা'তে হয় !
পাতকীর পাপ পূর্ণ করিতে—তাও লাগে সুসময় ।
শঙ্কিত চিতে কম্পিত পদে ভাবে মায়ান্ধ জন—
কেমনে তাহারে পার করে—যে বা পার করে ত্রিভুবন !
শিবানী আপনি শিবারূপে পথ দেখায় গোপনে যা'রে,
অনন্ত নিজে ছত্র ধরিয়া নিবারিছে বারিধারে !

অপরূপ কথা—রূপাতীত রূপ গুপ্ত করিয়া জলে,
দ্বিভুজ হইয়া মুরলী ধরিয়া উদিলা ধরণীতলে ;
দু'হাতে বাঁধিবে স্নেহের বাঁধন আতুরে মায়ের ছেলে,
চারি হাত ফিরে' প্রকাশিবে পুনঃ বৈরীর দেখা পেলে !
ত্রিলোকপালন নরনারায়ণ পালিত আপনি লোকে,
যশোদা-মায়ের কোলে-কোলে আর নন্দের চোখে-চোখে

গোপ-গোয়ালার স্নেহের দুলাল, ক্ষীরসরননীচোর,
বৃন্দাবনের বনের গোপাল, রাখাল সঙ্গী তোর,—
নন্দদুলাল, একি এ খেয়াল, একি লীলা লীলাময় !
দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধু, তাই কি এ পরিচয় !
কংসাসুরের পাপের পসরা না বাড়িলে ধরামাঝে—
কেমনে পেতাম, কোথা দেখিতাম—দয়াল, তোরে এ সাজে ?

ধরায় ফুটিল কৃষ্ণচন্দ্র—গলায় নীলারবিন্দ—
গোপ-গোয়ালার ঘরে আসি' হাসি' দেখা দিলা শ্রীগোবিন্দ !
জরামরণের ধরণী-দুয়ারে ফুটায়ে স্বরগহাসি,
ধূলিপঙ্কিল গোষ্পদ-বুকে ছড়ায়ে জোছনারাশি :
উলু উলু উলু—উলু দেরে আজ, ওরে তোরা শাঁক বাজা,—
কংসকারায় জনমিল আজ ধ্বংস পালন রাজা।

শ্রীপঞ্চমী

তব নামাঙ্কিত এই পুণ্যসিক্ত পঞ্চমীর দিনে,
তোমারি চরণচিহ্ন চিনে'
এসেছি তোমারি দ্বারে, অর্চ্চিবারে হে বাঙ্ময়ি বাণি,
ধ্বনির নূপুর-পরা ওই তব চরণ দু'খানি—
বহু ভাগ্য মানি' ;
শিবরূপা সরস্বতী লহ আজি ভক্তের আরতি,
জননী ভারতী।

বিশ্বারাধ্যা শক্তি আদ্যা তুমি বাণী প্রণব ওঙ্কার-
স্বজনের প্রথম ঝঙ্কার!
তব সুরে সুর বাঁধি' ভ্রাম্যমান সূর্য্য চন্দ্র তারা;
নক্তন্দিব তরঙ্গিত; সিন্ধুবক্ষে তব ছন্দ-ধারা
নাচে আত্মহারা;
সপ্তস্বরা তব বীণে সপ্তলোক উঠে শিহরিয়া
আনন্দে ভরিয়া!

কুন্দেন্দুতুষারশঙ্খ-শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্যের রাশি,
মূর্ত্তিমাঝে উর বীণাপাণি;
সিতবাসা স্মিত-হাসা শ্বেত শতদল শোভে পায়ে,
হাসে পঞ্চমীর শশী নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
ধরিত্রীর গায়ে;
গুঞ্জরে নিখিল বিদ্যা ভৃঙ্গসম ঘেরি' দলে দলে
পাদপদ্মতলে।

সঙ্গীতের মধুচ্ছন্দা, জ্ঞানের অমৃতনিঃস্যন্দিনী—
প্রণমামি চরণে জননী;
কি দিয়ে করিব পূজা, শ্বেতভূজা, কোন্ ছন্দডোরে
কোন্ শব্দপুষ্পে গাঁথি' কোন্ মাল্য পরাইব তোরে-
শিখায়ে দে মোরে;
আজন্ম কাঙাল আমি, প্রসীদ মা পূজারী সন্তানে—
তব জয়গানে।

কাঁদিছে তোমারে বেড়ি' ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী,—
হ'তে চায় চরণে কিঙ্কিণী ;
জ্যোতির্ম্ময়ী নীহারিকা বরকণ্ঠে বরমাল্যদানে—
যুগ যুগ ঘুরে' মরে শূন্য 'পরে সুযোগ সন্ধানে,
চাহি' মুখপানে ;
বিচ্ছুরিত সূর্য্যকর সেতারের তার রচিবারে
ফিরে বারে বারে !

ছন্দের ইঙ্গিতে তব পঞ্চমেতে গাহিল কোকিল,
কুহুস্বরে ভরিয়া অখিল ;
মধুগন্ধে মধুমাস মাতি' উঠে মন্দ সমীরণে,
প্রমত্ত মঞ্জরী-মেলা মেলে আঁখি মুগ্ধ আম্রবনে
ধরণীপ্রাঙ্গণে ;
পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলক্তকরেখা
তব জয়লেখা !

বছর ঘুরিয়া গেছে—দেখা তব পাই নাই দেবি,
বড় সাধ শ্রীচরণ সেবি ;
আজি এই গঙ্গাতীরে শিবপুরে বহু ভাগ্যফলে
যদি বা মিলিল দেখা, মহানন্দে বন্দি পদতলে
নয়নের জলে ;
জীবনের যত ভুল ফুল হয়ে ফুটুক্ চরণে
বরণে বরণে ।

এস দেবি, এস মাতা, এস বিদ্যা—এস মা কল্পনা,
এস বুদ্ধি বিবেকবসনা ;

এস মা করুণাময়ি, আবাহন করে ভক্তদল,
ফুটাও এ চিত্তসরে সাধনার শ্বেত শতদল
পবিত্র নির্ম্মল।
হে বাণি, তোমার বাণী অন্তরের মন্ত্র হোক্ আজি
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজি'।

ফুকারি' প্রাণের শঙ্খ সাধনার যুগ্মকরে ধরি'
বন্দি তোমা ত্রিভুবনেশ্বরি!
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ মন্ত্র যা'র নিত্য জপ করে,
ব্রহ্মা যা'র বেদ বহে, বিষ্ণু যা'রে পূজিছে অন্তরে-
কোটিকল্প ধরে',
প্রণমি তাঁহারি পদে,—সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত সেই নতি
লহ ভগবতি!

দেয়ালী

বন্ধু, তুমি আচ্ছা মানুষ—এমন খেয়ালী!
তোমার, দেখি, সকল কাজেই পরম হেঁয়ালী;
আজকে রাতে ঘরে-ঘরে
জ্বল্‌ছে বাতি থরে-থরে;
দীঘির জলে গাছের 'পরে আলোর দেয়ালী;-
তোমার ঘরই আঁধার শুধু—কেমন খেয়ালী!

পথের ধারে কাতার-বাঁধা সৌধশিখরে,
নানানতর মালায়-গাঁথা আলোক ঠিকরে ;
গরীব যা'রা কুটীরবাসী,
তা'দের ঘরেও আলোর হাসি,
তুমি এমন উদাস হ'য়ে রইলে কি করে' ?
চারিধারে দীপের হারে দীপ্তি ঠিকরে !

আস্‌তে পথে এম্‌নি চমক লাগ্‌ল আঁখিতে,
তোমার গৃহ—শুধাই সবে, নয়ন থাকিতে !
কেউ বা শুনে' অবাক মানে,
কেউ বা চাহে মুখের পানে,
কেউ বা কুটিল দৃষ্টিটি তা'র চায় না ঢাকিতে !
এম্‌নি পথে আলোর ধাঁধা লাগ্‌ল আঁখিতে !

অনেক খুঁজে' এলাম যদি, সে এক ভাবনা—
অন্ধকারের আড়াল ভেদি' যাই কি—যাব না !
এমন সময় আঁধার ঠেলে'
যেমন করে' কাছে এলে,—
তেমন করে' আসা যে আর কোথাও পাব না !
এক নিমেষে ভুলিয়ে দিলে সকল ভাবনা।

ভেবেছিলে হয় তো মনে—বাহির দুয়ারে,
অমারাতের আগল এঁটে ছল্‌ব উহারে !
বাহির দেখে' ভয় কি মানি,
মন যে তোমার মনে জানি ;
প্রীতির আলো জ্বলছে যেথায় জ্যোৎস্না-জুয়ারে ;
অন্ধকারের পরদা ঘিরে' ছল্‌বে ইহারে ?

ওগো আমার দুঃখরাতের আঁধার সরণি !
ভিড়াও তোমার সেবার ঘাটে প্রাণের তরণী।
কিসের ক্ষতি অন্ধকারে,
মন যদি মন চিন্‌তে পারে—
এক নিমেষে উঠবে হেসে আমার ধরণী ;
ওগো প্রাণের দীপান্বিতা—হৃদয়হরণি।

শিব-সপ্তক

কে বলে তুমি উদাসী শিব, কে বলে তুমি সন্ন্যাসী—
কে বলে তুমি সংহারের দেবতা !
কে বলে সদা ব্যস্ত যোগে—ত্রিলোকে কভু সম্ভাষি'
শুধাও নাক কাহারে কোনও বারতা ?
প্রলয়জলে মগ্ন করি' দহিয়া মহাখাণ্ডবে
বিশ্ব নাকি লুপ্ত করো হেলাতে,
অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি' নৃত্য করো তাণ্ডবে—
তোমার সুখ—রুদ্র, সেই খেলাতে !
ধ্বংসে আর বিনাশে, হর, তোমার নাম লিপ্ত যে,
শক্তি তব ব্যক্ত শুধু নাশিতে,
ত্রিশূলে যে-বা বিদ্ধ করে—সর্ব্বনাশা ক্ষিপ্ত যে—
সে কভু কা'রে পারে কি ভালবাসিতে ?
বিশ্বনাথ, ইহার চেয়ে বিকট কোনও কল্পনা
মর্ত্ত্য জীবে পারে না কভু ভুলা'তে,
শিবেরে যে-বা অশিব করে, সাধ্য তা'র অল্প না,
কৈলাসে সে লুটাতে পারে ধূলাতে !

পতিত-জনে পাবনতরে ধরিলে তুমি গঙ্গাধর,
জহ্নুসুতা মৌলিজটা-কটাহে,
ত্রিপুরে নাশি’ শম্ভু, তুমি আর্ত্ত-সুর-শঙ্কা-হর,
ললাটে শোভে শিশু-শশীর ছটা হে !
ঐরাবতে ইন্দ্রে দিয়া, লক্ষ্মী দিয়া বিষ্ণুরে,
কৌস্তুভেতে ভূষিয়া তাঁরি উরসে,
সিন্ধুবারি-মথনদিনে দেব দানবনিষ্ঠুরে
অমৃতরাশি কে দিল হাসি’ হরষে ?
কণ্ঠ ’পরে দারুণ জ্বালা ধরো গরলভক্ষণে,
সবার শুভ তোমার ধ্রুব কামনা,
সর্প তাই বক্ষোভূষা—সর্ব্বজনরক্ষণে
সতত তব জীবন-পণ সাধনা।
নিখিলতরে অন্নদারে সঁপিয়া নিজে ভিক্ষাসার,
মুষ্টিদান—দু’বেলা তাও যোটে না ;
লজ্জাবাস বিলায়ে সবে দিগ্বসনে দীক্ষা কা’র—
কৃত্তিবাস,—কভু বা তাও মোটে না !

জননী যেথা বুকের ধন—নয়নমণি-নন্দনে
রাখিয়া যায় পাষাণে বাঁধি’ হিয়া সে,
রমণী যেথা ত্যজিয়া যায় জীবনমনোবন্ধনে—
দয়িতে তা’র চিরবিদায় দিয়া সে ;
যেখানে যা’র যে কেহ আছে, শেষের সেই রাত্রিতে
বিন্দু দুই চোখের জল ফেলিয়া,
প্রণয়ী বলো বন্ধু বলো—পরপারের যাত্রী যে—
সঙ্গ তা’র ছাড়িয়া যায় চলিয়া ;
শকুনি-শিবাসেবিত সেই শ্মশানপুরসঙ্কটে,
কাঁদিয়া চিতাভস্ম কয়—কে আছে !

অমনি তা'র শিয়রে আসি' শ্মশানবাসী শঙ্করে
মাভৈঃ-রবে অভয়বাণী দিয়াছে!
—কে বলে তোরে ছেড়েছে সবে! মেল্ রে আঁখি মুগ্ধ নর,
দেখ্ রে চেয়ে, কে আছে কাছে দাঁড়ায়ে,
তোদেরি লাগি' সেজেছি আমি ভূতভাবন ভস্মধর,
তোদেরি লাগি রয়েছি বাহু বাড়ায়ে।

বক্ষে আমি টানিয়া লই নিমেষতরে বঞ্চিয়া,
ধরার ধারা নূতন করে' গড়িতে,
জীর্ণ ঐ জন্মফলে নবীন সুধা সঞ্চিয়া,
নূতন রূপে নূতন রসে ভরিতে;
মায়াতে তোরা ভাবিস্ ভবে, মৃত্যু বুঝি দুঃশাসন—
নিঃশেষিয়া পরাণবাস হরিবে,
বসন—সে যে আমারি হাতে, আমারি বরে আচ্ছাদন
নূতন হ'য়ে নিয়ত তোরে বরিবে।
রাত্রি এসে হরিতে চায় দিনের দাহ দীপ্তি যে,
দিন কি তা'য় মরিয়া যায় ফুরায়ে?
ক্লান্তি 'পরে শান্তি শুধু সাধিয়া তা'র তৃপ্তি যে—
নবীন তেজে উষারে দেয় ঘুরায়ে।
অরণ্যের হারানো পাতা বসন্তের সম্পদে
ফিরায়ে তাই আনিতে এই আয়োজন,
অর্দ্ধনারীমূর্ত্তি—তবু নবীন সুখ-সঙ্গতে
আমারো দেখ্ উমারে পাওয়া প্রয়োজন।

নিয়ত জরা-মরণ-ভরা বিপুল এই বিশ্বেতে,
হে পরমেশ, করুণা তব সব ঠাঁই,
বিভূতিধরা বিরাট বুকে ধনীতে আর নিঃস্বেতে
দুঃখী সুখী—কাহারো কোন ভেদ নাই।

ব্যাধিতে জীব বেদনা পায়, তাই তো তুমি বৈদ্যনাথ,
আয়ুর্ব্বেদবিধান দিলে তাহারে,
দুঃখদিনে শরণ লয় বৃদ্ধ যুবা সদ্যোজাত,
রোগের ভোগ ছাড়ে না কভু কাহারে।
জীবনে যাচে প্রসাদ তব, মরণে তব অঙ্ক চায়—
বাসনা তাই গঙ্গা আর কাশীতে,
কত না নদী-নগরী আছে, কে ডাকে কা'রে বন্দনায়,
কোথায় আর চাহে বা জীব আসিতে ?
বোঝে না তুমি জগৎময়, দেখিতে চায় মন্দিরে,
মূরতি তব গড়িয়া মাটি-পাষাণে,
যে ব্যোম-ব্যোম ধ্বনিছে ব্যোমে—তাহারে করি' বন্দী রে,
ঢক্কারবে বিষাণে ডাকে ঈশানে!

সতীর শোকে পাগল হয়ে যেদিন তুমি ধূর্জ্জটি,
স্কন্ধে শব—ফিরিলে সারা ভুবনে,
ত্রি-আঁখি আলো নিভিয়া গেল, বিশ্বময় কুজ্ঝটি,
লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি তব রোদনে ;
মুণ্ডপরা খড়্গধরা ভৈরবী সে চণ্ডিকা
উঠিলা যবে করাল রণে মাতিয়া,
রক্তস্রোতে সৃষ্টি ভাসে, ফিরে না তবু অম্বিকা,
তুমি সে তা'রে থামালে বুক পাতিয়া।
নির্ব্বিকার, তবু যে তুমি তারকাসুরে দণ্ডিতে
কুমারতরে বরিলে ফিরে' উমারে,
মন্মথেরে নাশিলে তুমি রূপের মোহ খণ্ডিতে—
সাধনা দিয়ে পাওয়ালে শেষে তোমারে।
নয়ন নিয়ে প্রণয় নয়, দেখালে তুমি সংযমে,
সিদ্ধি তার সাধ্য কা'র নাশিতে,

তাই তো নারী শিবের মতো পতিরে চায় সম্ভ্রমে,
তোমার মতো কে পারে ভালবাসিতে ?

ত্যাগের তুমি মূর্ত্তি প্রভু, ত্যাগ যে তব কণ্ঠহার,
হাড়ের মালা পরেছ তাই গলাতে,
ভস্ম তব বক্ষোভূষা—বিশ্ব শুধু ভস্মসার,
তাই তো তারে বরেছ সেই ছলাতে !
রত্নধন সবে তো লয় ভুবনময় অন্বেষি'
হস্তি-হয়ে সবারি চিরকামনা,
বৃষভে কেহ চাহে না—তাই নিয়েছ তা'রে সন্ন্যাসী,
হে মহাকাল, চলেছ ধীরে—থাম না !
বংশী-বীণ শোভে ক'দিন, ক'দিন কাটে সঙ্গীতে,
সজ্জা-সাজ ক'দিন রাখে ভুলায়ে ?
শেষের ডাক মহাপিণাক, তাই সে তব সঙ্গী যে—
ডমরুধর—ডাকিছ জীবে কুলায়ে !
আপন ভয়ে দেখে যে লোক তোমারে শুধু সংহারে,
ভক্ত কাছে তুমি যে শিব ভোলানাথ,
তোমার মতো এমন সখা পা'ব কি আর সংসারে ?—
হে আশুতোষ, চরণে শত প্রণিপাত ।

কোজাগর-লক্ষ্মী

শঙ্খ-ধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পাল্‌টি মেলে'
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
ক্ষীরোদ-সাগর-ছেঁচা চাঁদের টীপ্‌টি দেখি ললাটপটে,
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে, ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটীর-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে এসে মুক্তা-ধবল ধরার পারে ?
কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তাঁর মূর্ত্তি নাহি ?
যে বলে সে নয়ন মেলে' আজকে রাতে দেখুক চাহি'।
কোজাগরের লক্ষ্মী হের—এলেন আজি মূর্ত্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্য-বতি ;
গাঁথ' মালা শুভ্র ফুলে, সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে' ধর ;
আত্মা 'পরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল' ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।
প্রণাম কর—ঊর্দ্ধে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে'
মায়ের আশিস-কিরণ-ধারা মাথার 'পরে পড়্‌ছে ঝরে' ;
নেত্রমনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্ত্তিখানি—
দেখ্‌রে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরাণী।

হোলী-খেলা

রঙ্গ রাখো রসময়, রাখো রঙ্গ ওগো শ্যামরায়—
হারি মানিলাম হরি কুঙ্কুম-রাঙানো দু'টি পায়।
—এক নেত্রে মৃদু হাসি' অন্য নেত্রে কোপদৃষ্টি ভরি'
শঠশিরোমণি পদে নিবেদিলা রাধিকা সুন্দরী!
উত্তরে হাসিয়া দুষ্ট, করে ভরি' পূর্ণ পিচিকারী
শ্রীরাধার অঙ্গ লক্ষ্যি' হানিলেন রঙ্গে গিরিধারী!
হাসি সুরসিকা রাধা শ্যামচন্দ্রে দিলা আলিঙ্গন—
কৌতুকে হাসিয়া সারা চারিধারে ব্রজগোপীগণ!
—একদিন এই চিত্র, মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত উজ্জ্বল,
করে'ছিল সর্ব্বদেশ হাস্যে লাস্যে উন্মত্ত চঞ্চল!
আজি তাহা নামে মাত্র—তবু আজি কি উল্লাসভরে
মাতিয়াছে পুরবাসী; কি উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে!
চির-সুন্দরীর সাথে চির-সুন্দরের হোলীখেলা—
মধুর বসন্তে আজি বসায়েছে কৌতুকের মেলা!

তাই ভাবিতেছি আজি, বসি' একা আকুল অন্তরে—
সহসা চাহিয়া দেখি—পশ্চিমের উন্মুক্ত অম্বরে,
প্রাবৃটের ঘনঘটা-অন্ধকার আসিয়াছে নামি';
ধ্বনিছে জলদমন্দ্র দিক হ'তে দিগন্তরগামী—
আনন্দের ডম্বরু বাজায়ে। ক্ষুব্ধ ঝটিকার সনে
সঘনে নামিল বৃষ্টি ঘনঘোর ধারা বরিষণে!
ভুলে' গেনু সত্য মিথ্যা— গেনু ভুলে' তুচ্ছ কাল দেশ;
উদ্ভ্রান্ত আঁখির আগে হেরিতে লাগিনু নির্নিমেষ

বিশ্বের সে হোলীখেলা। বৃষ্টিচ্ছলে কৃষ্ণমেঘরাজি
পুলকিত ধরা-অঙ্গে পিচিকারী মারিতেছে আজি
মহারঙ্গে ; কলহাস্যে দিগঙ্গনা হুড়াহুড়ি করে—
তা'রি দ্রুত পদধ্বনি শুনা যায় সুদূর অম্বরে !

—তখন পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যদেব আসিছেন নেমে',
শান্ত হল বৃষ্টিধারা ঝটিকা আসিল ক্রমে থেমে' ;
রাগরক্ত তরুশির রক্তরাগ অরুণ-কুঙ্কুমে,
রাগরক্ত গঙ্গাবারি তারি সেই রক্তরাগ চুমে' ,
রঞ্জিয়া দিগন্তকান্তি সান্ধ্য সূর্য্য অস্তে গেলা ধীরে—
মাখিয়া সন্ধ্যার গণ্ড লালে লাল আবিরে আবিরে !
চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি—অপরূপ বিশ্ব-দোললীলা
আমার উদ্ভ্রান্ত নেত্র ঊর্দ্ধলোকে বিস্ময়ে হেরিলা !

প্রেমোন্মাদ

ঐ কে এল রে কালো পথিক—আমার আঙিনাতে,
ওরে, কে এলরে আজ ?
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিল সজল আঁখিপাতে,
সে যে ভুলিয়ে দিল কাজ !
সখি, ঐ কি তোদের কালা ?
ঐ কালোরা বুকে ঝিলিক্ মারে—ঐ কি বনমালা !

আমার কাণে-কাণে কত কথাই কইত কত লোকে—
তা'রা কইত না মুখ ফুটে',

শুনে' ভয়ে আমি যাই না ঘাটে, চাই না কারো চোখে,
পাছে কলঙ্ক-নাম উঠে !
সদাই পোড়া মনের ভয়—
ওরে কালার কালো বরণ যদি পাগল করাই হয় !

ওগো, সেই কি লো সই অতিথ হয়ে আপ্‌না হ'তে আজ
এল এ মোর গৃহদ্বারে,
ওরে এমন রূপ ত দেখিনি রে, ও কি মোহন সাজ—
ও যে সব ভুলাতে পারে !
ঐ স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া—
যেন বুকের মাঝে চন্দন-রস অঙ্গপরশ পাওয়া !

শোন মুহুর্মুহু মুহুর্মুহু মধুর মুরলীতে
ঐ সারা আকাশ ভরি',
এই গুরু-গুরু বুকের মত' মনের চারিভিতে
আমায় ডাকছে সহচরি !
সখি, ঐ ত শ্যামের বাঁশী,—
সেই মন-ভুলানো ডাকে আমায় করবে বনবাসী !

হের শিখি-পাখার ইন্দ্রধনু পড়্‌ল বুঝি নুয়ে
এই মাথার 'পরে এসে ;
ওকি, অশ্রু তাহার ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ল্‌ বুঝি ভুঁয়ে
আমার বুকের তলদেশে !
আমি রইতে কি আর পারি,
আজ গৃহদ্বারে এল যে মোর মানস-কুঞ্জচারী !

ঐ ঝর্ঝরিয়া ঝর্ঝরিয়া ঝরছে আঁখিধার
তা'র কালো অলক বেয়ে,

আজ দুকূল-হারা করে' আমার প্রাণের পারাবার
ঐ আস্‌ছে বুঝি ধেয়ে ;
এ কি পুলক-ব্যথা প্রাণে—
একি কদম্বফুল উঠল ফুটে' অন্তরমাঝখানে !

কালো তামলবনের কাজল-কালী লাগল ঘরে-দ্বারে—
ওরে লাগল এ আঁখিতে,
ঐ যমুনাজল উচ্ছ্বসিয়া জাগ্‌ল পারে-পারে
ওরে লাগ্‌ল আচম্বিতে !
তা'রি শীতল কালো জলে,
দেখি আজ্‌কে রাধা পায় কিনা ঠাঁই মরণ-মহাতলে ।

মথুরার রাজা

মথুরার রাজা চিনিনি আমরা, আমরা ব্রজের ব্রজবাসী—
মোরা শুধু চিনি প্রাণের কানায়ে, আর চিনি তা'র সাধা বাঁশী !
রাখালের মিতা বলে' জানি তা'রে, আজ দেখি সে যে মহারাজা—
আহা, তাই হোক্—শুভ অভিষেক ! ওরে তোরা জোরে শাঁখ বাজা।
আহিরী-গোয়ালা—জানিনি আমরা পূজা-উপচার কা'রে বলে,
মোরা শুধু তা'রে ভালো যে বেসেছি—চোখে দেখে' তাই যাব চলে'
যেখানেই থাক্, যা খুসী তা' পাক্, সখা আমাদের থাক্ সুখে—
চোখে-চোখে যদি নাই থাকে—থাক্ সুখে-দুখে মুখে বুকে-বুকে !
রাজসূয়-যাগ আগে নাই থাক, তবু রাখালেরই রাজা করে'
গোপ-গোয়ালার প্রাণের আসনে নিয়েছি তাহারে কবে বরে' !
রাজসম্মান জানিনি আমরা, তবু তা'র মান কতখানি,
বৃন্দাবনের বনে-বনে-বনে প্রাণে-মনে মোরা ভালো জানি।

আজি হোক রাজা, যত খুসী সাজা—যত খুসি জোরে বাঁশী বাজা,
জীবনে-মরণে সে যে আমাদেরি, হোক্ সে তোদের মহারাজা !
মথুরার নাথ হোক্ না সে কেন, মোরা চিনি শুধু ব্রজনাথে—
রাখালের প্রাণে গাঁথা যে সে নাম—আঁকা রাধিকার হৃদি-পাতে।
আজি চারিদিকে সান্ত্রী-পাহারা, রাজপুরী-দ্বারে শত দ্বারী,
ছত্রে-চামরে সাজায়েছ তা'রে সিংহাসনের অধিকারী ;
বন্দি-চারণ বিরচিত চারু প্রশস্তি শত মুখে রটে—
এ নহে অলকা-তিলকা রচনা—এইতো রাজার মত' বটে !

অক্ষয় খ্যাতি আজ তা'র সাথী, রমা আজি নিজে অনুগত—
রাখালের গীতি, রাধিকার প্রীতি—সে কি আর হবে মনোমত ?
তাই শুধু ভাবি, রাজার দণ্ড হাতে পেয়ে, পেয়ে সিংহাসন,
বাঁশী সাথে আজি মোদের না ত্যজে, না ভোলে সাধের বৃন্দাবন !

না গো না বৃন্দা, তুলিস্ না আর বৃন্দাবনের গত কথা,
শ্যাম-সমারোহ-শুভদিন আজি, সাজে কি কাহারও মনোব্যথা ?
তমালের তলে নয়নের জলে শ্রীমতীর আজ দশা কি যে—
গোপ-গোপিনীর গভীর বেদনা ঢেকে রাখ' আজ মনে নিজে ;
নন্দ-যশোদা কোথা শুয়ে ভুঁয়ে—কেমনে কাটায় দিনরাতি ;
প্রাণের কানাই ! কোথা গেলি' বলে'—কেঁদে-কেঁদে ফিরে যত সাথী ;
সাধের গোধন করিছে রোদন, পরশে না বারি দিলে মুখে,
ময়ূর-ময়ূরী শ্যামা-শুক-সারী উড়িয়া গিয়াছে মনোদুখে !
শ্রীদাম সুদাম—কেন বা সে নাম—দাম কি তাদের কারো কাছে ?
কানায়ে হারায়ে কোনমতে কোণে কাণা হয়ে কড়ি বেঁচে আছে !
বৃন্দাবন সে বন শুধু আজি—জনহীন, তরু ফলহারা,
কদম্ব শুধু ঝরে'-ঝরে'-ঝরে' কেঁদে-কেঁদে আজ হ'ল সারা !
যমুনার জল বাড়িছে কেবল ব্রজবাসীদের আঁখিজলে,
কালার বিরহ-কালবিষ যেন কালো জলে বহে কলকলে ;
দখিণা বাতাস—নাই মধুমাস—এক ঋতু শুধু—বরষা সে,
শুধু অবিরল ঝরিতেছে জল, ঝড় বহে শুধু হা-হুতাশে !
না, না—মিছে ভয়, তা'কি কভু হয় ? সখা কি মোদের যে সে রাজা,
ব্যথিতের সাথে কাঁদে যে আঘাতে, সাজা দিয়ে পায় নিজে সাজা !
বন্ধু যাহারা, ভক্ত যাহারা, অনুরাগী যা'রা অনুদিনে,
তা'রা যে সে-বিনে পানিহীন মীন, কানু কি তাদের নাহি চিনে !
আজিকার এই নব রাজ-সাজ, তাদেরি বাড়াতে লোকমাঝে,
পিরীতি-বাঁধন আঁটিয়া বাঁধিতে বিরহেরই ব্যথা বুকে বাজে !

এত আঁখিজল—সে কি নিস্ফল—বুকের রক্ত মিছে সে কি ?
যত না উচ্চে উড়ুক বিহগ—ধরার বাঁধন এড়াবে কি ?
তাই বলি—আজ মহা শুভদিন—বৃন্দাবনের বনচারী—
সিংহাসনের অধিকারী আজ, বিশ্বজনের মনোহারী।

চন্দ্র আজিকে সিন্ধু ছাড়িয়া উদিল ঊর্দ্ধে মহাকাশে,
ঐ ললাটিকা মহারাজা-টীকা ধ্রুবজ্যোতিরূপে পরকাশে !
বৃন্দাবনের বনে-বনে যাহা রাধারে ডাকিয়া ফিরিয়াছে—
সে বাঁশী আজিকে বিশ্ব-রাধারে আপনার করি' বরিয়াছে
ভরিয়া গগন বন্দনা-গান গাহ আজি তবে ব্রজবাসী—
ছড়াক্ বিশ্বে শত-শরতের চন্দ্রধবল যশোরাশি !

রাধা

বরণ কালো কি ধলো—চক্ষু তাহা না দেখে সন্ধানি',
বয়স বিশ কি ত্রিশ, মন যাহা বুঝে অনুমানি' !
দীঘল বা খর্ব্ব কিবা—পীনা তন্বী কে করে গণনা,
রূপের পরখ কোথা—যা'র যাহা মনের কল্পনা !
চটুলা মুখরা কিংবা ধীরা কি গম্ভীরা একদিক্,
যৌবন আছে কি গেছে, অঙ্গ তা'র সাক্ষ্য নহে ঠিক !
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে অন্তরে বেজেছে যা'র বাঁশী,
পিরীতি-মন্তরে যা'রে গৃহ-সুখে করেছে উদাসী ;
কালিন্দী নাই বা থাক্, কুম্ভ সদা ভরিতে ব্যাকুল,
দয়িত-মিলন-আশে দেহে ফুটে কদম্বের ফুল ;
চলুক সে না চলুক, অভিসারে মন আগুসরে,
বলুক বা না বলুক—হিয়া যা'র লুটিছে অন্তরে ;
ব্রজভূমে, বঙ্গভূমে—যেখানেই হোক বা না কেন,
যে-নারী প্রেমের পায়ে করিতেছে আরাধনা হেন,
কৃষ্ণে বা গোরায় হোক্ মন যদি দিয়ে থাকে বাঁধা—
আধা-অঙ্গ কাঁদে শুধু ; কবি কহে সেই মোরা রাধা।

দেশ-দেবতা

ভারতবর্ষ

গঙ্গাগোদাবরীসিন্ধুসরস্বতীতরলধারাবলিহারা,
বিন্ধ্যহিমাচলকাঞ্চিমুকুটধরা মলয়বলয়শোভাসারা,
নিযুতনির্ঝরঝরঝঙ্কৃতশিঞ্জনা উপলনূপুরমণিপৃক্তা,
লক্ষতড়াগহ্রদ বক্ষের মৃগমদচন্দনপঙ্কানুলিপ্তা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসম্পদখনি দেশশিরোমণি ! চরণে ধরণী নতমাথা ।

বর্ষাশরতহিমশীতমধুআতপ সজ্জিত ফলফুলডালা,
শালতালিবটখর্জ্জুরনারিকেলআম্রকাননকেশমালা ;
ধান্যগোধূমযব হরিতহিরণরুচি ঝলমল অঞ্চল দোলে,
চামেলিচম্পককুন্দকমলনীপ গ্রন্থিত বক্ষোনিচোলে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসুষমাখনি রাণীশিরোমণি ! চরণে নিখিল নতমাথা ।

বারণহয়মৃগসিংহমহিষবৃষশার্দ্দূলবাহনসাথী,
হংসপারাবতশুকপিকচন্দনাময়ূরমুখরবনপাঁতি ;
তীর্থদেবালয়মন্দিরমন্দ্রিত শঙ্খঘণ্টারতিরাবা,
সপ্তস্বরাবেণুমুরজনিনাদিত ঝঙ্কৃতবীণরবাবা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
নিখিলশিল্পকলাগৌরবমণ্ডিতা ! চরণে পৃথ্বী নতমাথা ।

নিত্যলোকচিরবন্দিতপদযুগ নন্দিতবিশ্বনমস্যা,
দীপ্তজ্ঞানরবি-রাগবিভাসিত আদিমযুগ-অমাবস্যা ;
বিপুলবীর্য্য তব আর্য্যকীর্ত্তি বল অর্পিল দুর্ব্বল দীনে,
আশ্রমউচ্ছ্রিত সামমন্ত্র তব শান্তি সঁপিল সুখহীনে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
কর্ম্মদাত্রী তুমি ধর্ম্ম-ধাত্রী ভূমি ! তব চরণে নতমাথা ।

অম্বরপরে চিরগম্ভীরমন্দ্রে বাজিছে কালের ডঙ্কা,
ধাবিত মানব যুগে যুগান্তরে অন্তরে সঙ্কটশঙ্কা ;
অভয়বাণী তব নাশি' পন্থাভয় মাভৈঃ-রবে দিল আশা,
আত্মা অমর বলি' প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেবভাষা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
দুঃখবিপদজয়ী করুণা মূর্ত্তিময়ী ! তব চরণে নতমাথা ।

নিখিললোক যেথা পুণ্যমিলন লভি' ধন্য হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম্ম চির-লোকধর্ম্ম ধরি' শান্তি লভিল নবলক্ষ্যে ;
দিকে-দিকে উত্থিত দ্বন্দ্বকলহ যত ক্ষান্ত করিয়া মধুমন্ত্রে,
দীপ্তবাণী তব ঝঙ্কৃত করি' দিক বিশ্ববিপুলবীণযন্ত্রে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
শাশ্বতমানবমনমন্থনধন ! তব চরণে নত মাথা ।

বিজয়চণ্ডী

পুরোহিত, তব শান্তি-মন্ত্র ক্ষণকাল তরে তুলিয়া রাখ'—
আজি একবার রুদ্র কণ্ঠে বিজয়চণ্ডী-মায়েরে ডাক'।
বহুদিন হ'ল, শুনিনি সে নাম, কতদিন সে যে, নাহিক মনে,—
বিস্মৃতপ্রায় লুপ্ত-চেতনা, সুপ্ত ছিলাম শয়ন-কোণে ;
শান্তি শান্তি শুনিয়া কেবলি ভ্রান্তির মাঝে অন্ধ দিশা,
কোথায় শান্তি, কিসের শান্তি—চির অতৃপ্ত প্রাণের তৃষা ;
অন্নবিহীন বস্ত্রবিহীন দৈন্যনিলীন দেশের চোখে
মিথ্যার ধূলি ছড়ায়ো না আর আজি প্রভাতের পুণ্যালোকে।
অমিয়-রচন স্বস্তি-বচন আচার্য্য, আজি তুলিয়া রাখ'—
দৃপ্তকণ্ঠে, শুনি একবার—বিজয়-চণ্ডী মায়েরে ডাক'।

নর্ম্মদা-রেবা-সিন্ধু-কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গাতীর—
দেশ-দেশান্ত-মিলিত আজিকে মন্দিরে তব অযুত বীর ;
এসেছে কি তা'রা তোমার হাতের শান্তিজলের লভিতে ছিটা ?
স্বস্তির ঝুটা মন্ত্র শুনিতে এসেছে ছাড়িয়া বাস্তুভিটা !
বক্ষে তাদের ঝঞ্ঝা বহিছে, চক্ষে অনল বজ্র-আঁকা,
মিথ্যা মন্ত্র শুনায়োনা আর শূন্যগর্ভ বচন ফাঁকা ;
উদ্দাম কত ক্ষুব্ধ বাসনা, উদ্যত শত লুব্ধ আশা,
সিদ্ধির শুধু ইঙ্গিত তরে ঐ মুখে তা'রা খুঁজিছে ভাষা ;
থাকে যদি তব অভয়মন্ত্র, থাকে যদি তব অগ্নিবাণী,
লক্ষ পরাণ বিদ্ধ করিয়া প্রাণ হ'তে প্রাণে দাও তা' হানি'।

দেবী দশভুজা লইবেন পূজা, আচার্য্য, আজি করো না ভুল,
ভুলা'তে চেও না দেবতারে শুধু সঁপি' গোটা-কত' গাছের ফুল;
তুষ্টি হবে কি জগন্মাতার ডাল-ছেঁড়া দু'টো বিল্বদলে,
নিঃস্ব দীনের কৃত্রিম সেবা — অশ্রু-লবণ গঙ্গাজলে !

জানেন জননী মর্ত্ত্য জীবের জঠর ভরে না যজ্ঞধূমে,
আত্মার লাগি' অন্ন যে চাহি, সে অন্ন নাহি ছড়ায়ে ভূমে ;
চাই আলো বায়ু, চাই পরমায়ু, চাই যে স্বাধীন সবল চিত,
সে প্রাণের পূজা ল'ন না জননী, যে প্রাণ সতত শঙ্কাভীত !
দুর্ব্বল দেহে দুর্ব্বল প্রাণ—আনন্দহীন ভীরুর দলে—
মৃন্ময়ী মাতা চিন্ময়ী হয়—কোন্ কল্পনা-শক্তিবলে ?
বিরাট বিশ্বমাতারে বরিয়া কেমনে সে মূঢ় বাঁধিবে কাছে,
বক্ষের নীচে শূন্য জঠর হাঁ করিয়া যা'র পড়িয়া আছে !

চিরসুধাময় এই সে শরৎ—এই তো দিগ্বিজয়ের দিন,
মহেশ্বরের মহাকাশতলে মহাশ্বেতারা বাজায় বীণ ;
শুভ্র সূর্য্যকিরণের তারে সুরের চামর পড়িছে ঝরি',
বরষা-অন্তে মেঘান্ধকার আশার আলোকে উঠিছে ভরি' ;
হাঁসের পাখায় ঐ শোনা যায় সুরের লহরী গগন ছেয়ে ;
চল্-চল-চল্ চল-চঞ্চল তটিনী চলেছে ধরণী বেয়ে ;
দিগ্বিজয়ের এই ত সময়—কর্ম্মযোগের লগ্ন এই,
বিজয়ার পায়ে বিজয়-বিদায়ে আজ আর কোনও বিঘ্ন নেই ;
পুরোহিত, মিছা শান্তিমন্ত্রে কূলে আর কা'রে রাখিবে ধরে' ?
পশ্চিমে হাওয়া লেগেছে তরীতে, ফুলে' উঠে পাল পলকে ভরে' !

বিজয়-চণ্ডী-নামের প্রসাদে দিগ্‌দিগন্তে যাক্ সে ছুটে',
দেশ-দেশান্ত খুঁজিয়া আনুক্ নব নব ধন ধরণী লুটে' ;
লঙ্ঘি' ভূধর, মন্থি' সাগর, পার হ'য়ে মরু, খুঁড়িয়া খনি,
দুঃখ সহিয়া আনুক্ বহিয়া মায়ের পায়ের যোগ্য মণি ;
আর্য্যের পূজা করিবে সে আজি আর্য্যেরই মত বজ্রবলে,
অশ্বমেধের বিজয়ী অশ্ব ছুটুক আজিকে বিশ্বতলে !

ছুটুক সে আজি বিজয়মত্ত, টুটুক মিথ্যা মোহের জাল,
লুটুক আকাশে শিব-তাণ্ডবে কটিতটে-বেড়া বাঘের ছাল ;
উঠুক ফুলিয়া প্রলয়োচ্ছল মহানীল জটা জগৎ ঘিরে',
পড়ুক টুটিয়া কঙ্কালমালা নীলকণ্ঠের কণ্ঠী ছিঁড়ে' ;
শৈলে শৈলে উঠুক গর্জ্জি' বন্ধনহারা ভুজগদল,
রুদ্র-ত্রিশূল-ঝন্‌ঝনানিতে মন্থি' উঠুক্ সাগরতল ;
ডিণ্ডিমিডিমি ডমরুর ডাকে ব্রহ্মাণ্ডেতে পড়ুক সাড়া,
চরণের চাপে ক্ষুব্ধ বাসুকি উঠুক—সে দিয়া অঙ্গনাড়া!
নব যুগান্তে নবীন শান্তি আসিবে নিখিল ভুবন যুড়ে,'
পুরোহিত, তব শান্তিমন্ত্র সেই দিন গেয়ো নূতন সুরে ;
ত'ার আগে সেই মামুলি মন্ত্র, ঋত্বিক, তব মিথ্যা কথা—
সে যে অপমান মরণ-সমান ব্যথার উপরে দ্বিগুণ ব্যথা !

পাশার বাজি

বন্দী মারাঠা মুক্তি লভিল ?—মোগলে জিনিল ছলে !
—আরংজেবের চিত্ত ভরিল হিংসার হলাহলে ;
গর্জ্জি' উঠিল দানবের দূত,
চক্ষে ঝলিল রোষ-বিদ্যুৎ,
—মোয়াজেমে আজই ভেজি' দাও খৎ—ছলে না পারুক, বলে
বাঁধিয়া আনুক অধম কাফেরে তক্ত-তাউস-তলে !

বাদশা-আদেশ বুকে বাঁধি' দূত উঠিল অশ্বযানে—
ছিলা-ছেঁড়া তীর ছুটে' চলে যেন—না চাহি' কাহারও পানে
ওমরাহ যত আগ্রা নগরে
নীরবে ফিরিল যে যাহার ঘরে ;
সেদিনের মত' দরবার হ'ল চূরমার সেইখানে,—
বুকে বাঁধি' খৎ ছুটে' চলে দূত, বিরাম নাহিক জানে।

* * * *

দ্বারে বিজাপুর ঈর্ষা-আতুর, বাহিরে প্রলয়-ঝড়
মোগলের মেঘে উঠিয়াছে জেগে ঘনাইয়া অম্বর !
ক্ষুব্ধ শিবাজী রায়গড়শিরে
ভাবিতেছে বসি' সন্ধ্যাতিমিরে,
শতবার করি' ডাকি' ভবানীরে মাগিছে বিজয়-বর ;
কয়দিন হ'ল মোগলের হাতে গিয়াছে সিংহগড় !

প্রতাপগড়ের ছাদে বসি' হোথা বিষণ্ণ জীজাবাই—
হাতীর দাঁতের চিরুণীতে চুল বাঁধিতেছে সন্ধ্যায়।
সম্মুখে দূরে—পশ্চিম কোণে
দৃষ্টিটি তা'র ধায় আনমনে,
সিংহগড়ের ঊর্দ্ধে যেখানে সূর্য্য অস্ত যায়—
আরক্ত-আভা ডিম্বের মতো গম্বুজ-কিনারায়।

সহসা কি ভাবি' উঠিল জননী—বেণী·বাঁধা রহে বাকী,
সিপাহীরে হাঁকি' করিলা আদেশ—"শিবাজীরে আনো ডাকি';-
রায়গড় মাঝে যেখানে সে থাক্,
যা-কিছু করুক—খাক্ বা ঘুমাক্—
জরুরী তলব—এখনি সে আসে শত কাজ ফেলি' রাখি"।
মুখপানে চাহি' ভাবিল সিপাহী—মা আজ ক্ষেপিল নাকি!

জননী-আদেশে নিমেষে পুত্র দুয়ারে দাঁড়া'ল আসি'—
'কৃষ্ণা'য় চড়ি' বীরবেশ পরি' ললাটে ভ্রূকুটিরাশি।
বন্দিয়া মার চরণ দু'খানি
কহিলা পুত্র যুড়ি দুই পাণি—
'যে আদেশ হয়—কর মা জননী—মনে বড় ভয় বাসি';
আশিস-হস্ত বুলায়ে ললাটে মা কহিলা মৃদু হাসি'—

'বড় সাধ মনে—পুত্রের সাথে খেলিব আজিকে পাশা'—
—'মার সাথে বাদ'!—কহিলা শিবাজী—'খেলাও সর্ব্বনাশা!'
অনিচ্ছা তা'র মনে-মনে মানি'
কহিলা জননী বিদ্রূপ-বাণী—
'মার সাথে বাদ ঘটিবে খেলায়! এ দেখি যুক্তি খাসা!—
মনে-মনে শুধু ডাকিলা—'ভবানি, পূরাও মনের আশা!'

চকিতে জননী বিছাইলা ছক পাষাণশিলার 'পর—
সুরু হ'ল খেলা—ডাকিল পাঞ্জি কড় কড়—গড় গড়!
ফেলে জীজাবাই যত বড় দান,
মৌন শিবাজী তত ম্রিয়মাণ—
পাকা ঘুঁটি হারি' শঙ্কিত প্রাণ—থর থর কাঁপে কর—
যত যায় খেলা, তত বাড়ে রোখ—ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর!

জিনিয়া তনয়ে পড়ে শেষ পাশা—কড়-কড়—গড়-গড়—
হাঁকে জীজাবাই বিজয়মত্ত—'কি পণ ধরিবি, ধর্'!
ধীরে কহে শিব—'তোমার তনয়,
যতই বল' মা, রাজা আর নয়—
যা' আছে তা' লও'—দ্বাদশ গড়ের নাম করি' পর-পর;
হাঁকি' কয় রাণী—'চাহিনাক কিছু—শুধু সে সিংহগড়!'

'আর কি তা' হয়!' কহিলা শিবাজী—করে হানি' নিজ শির,
—সিংহগড় যে অভেদ্য আজি,—নিজে উদীভান বীর
বসায়েছে থানা তাহার উপরে,
অটল পাহারা দিবসে দু'পরে,
অসংখ্য সেনা ফিরে তা'র 'পরে করে ধরি' ধনুতীর।'
—'শাপে জ্বালাইব রাজ্য তোমার'—উত্তর জননীর!

'তবে তাই হোক্, যা' করিতে পারি, কৃপায় ভবানী-মার'—
'সেই তো তাঁহার মনের ইচ্ছা'—করে মাতা ঝঙ্কার!
'অক্ষম বাহু আলস্যে পুষি'
দৈবে যে করে নিজ দোষে দূষী—
সে শুধু কেবল কাপুরুষ নয়—সে ঘোর কুলাঙ্গার,
পাপে জ্বলে' যাবে ধর্ম্ম তাহার, রাজ্য তো কোন্ ছার'!

কম্পিত হিয়া অভিসম্পাতে, ভবানীরে স্মরি' ডরে,
নানা অনুনয়ে জননীরে শিব লয়ে গেলা রায়গড়ে;
বহু বিতর্ক চিন্তার পর
পত্র লিখিয়া পাঠাইলা চর,—
উমরাটি হ'তে আনিতে ত্বরিতে তানাজী মালেশ্বরে—
বাল্যবন্ধু, রাষ্ট্রতিলক, গৌরব-ভাস্করে।

* * * *

উমরাটীপুরে সুবেদার-গৃহে সে দিন বাজিছে বাঁশী,—
তানাজীপুত্র রায়বার বিয়ে; প্রমত্ত পুরবাসী;
নানা আয়োজন, ভারি ধূমধাম;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম;—
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি,
—এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়া'ল আসি'।

পাঠ করি' লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল' বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ—
তা'রই লাগি' সবে পর' নব সাজ,
সেই মিলনের শুভলগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রী ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর' !

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতি' কাণ,
—হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
অন্তঃপুরে পুরনারী যত—
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত',
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান ।

বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে ;
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায়' ?
উত্তরে শুধু কহিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই—ভবানী মায়ের মেয়ে' !

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি'—
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে
"সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি"—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাই—"ছি! ছি! তোরা কাপুরুষ!
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার
ধর্ম্ম যজ্ঞ বিবেক-বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থুস্!

দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিবারাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃক্‌পাত!
শুধু গড় নয়, যা-কিছু তোদের গেল যে পরের হাত!

তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা—পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী!
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর
মসী-অঙ্কিত ললাটের 'পর তিলকপঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্ক সহিবে কি মা-ভবানী?

তাই থাক্ তোরা, লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক্ বারো মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হয়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা লাজে;
—সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে!"

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী, "তাই হবে—তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নিজিত গৌরবে;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি' দিব আজ মরণ মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে!"

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধারে,
বারো সহস্র মাওয়ালী সৈন্য চলিলা সঙ্গে ঘিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায়
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,—
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী'-শৈলশিরে;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজা পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা—ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোনো সালে;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত—দীপ্ত ইন্দ্রজালে!
থার্ম্মাপলির পুণ্য-কাহিনী,
হলদীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাইনি তবু এর কোনো কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে!

সপ্তাহপরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর;—
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর!
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী—
"জননি, তোমার বাজি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর"!

নীলকণ্ঠ

মহাসমুদ্র-মন্থনে আজি উঠেছে কেবলি বিষ,
ওরে বুভুক্ষু, ওরে ও পিয়াসি, আয় যেথা যে আছিস্ ;
দ্বন্দ্ব ভুলিয়া আয় তোরা—তাই নে রে অঞ্জলি ভরি',
বক্ষের জ্বালা ঘুচিবে তোদের—দুঃখের শর্ব্বরী।

আজি মন্থদণ্ড দণ্ডই শুধু, মন্দার আর নাই,
শেষের বদলে অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া তাই,
দেবতা দানব অভাবে মানব মিলেছি পরস্পরে ;
লক্ষ্মী উঠেনি তাই তো এবার লক্ষ্মীছাড়ার করে ;
নাই সুধাশশী, নাই কৌস্তুভ, নাই সে হস্তিহয়,
এবারে কেবলি বিষের ভাণ্ড—সর্ব্বনাশের জয় !

আজি ভারত-সাগর মন্থনে তাই মিলিয়াছে শুধু বিষ—
আয় উপবাসী আয়রে পিপাসি—পীড়িত অহর্নিশ :
কে আছে কোথায় শিবের মতন অশেষ দুঃখভাগী,
আয় ছুটে' আয় বিষের নেশায় আয়রে সর্ব্বত্যাগী ;
শ্মশানে করিবি আসন, আয়রে—শবেরে করিবি সাথী—
কে কোথা আছিস্ অস্থির মালা নে রে নে কণ্ঠ পাতি' ;
নীলকণ্ঠের মত হলাহল নিঃশেষে করি' পান,
না-পাওয়া অমৃতে নিখিলের হিতে করে' যা রে আজ দান।
ভয় নাই ওরে নিঃস্ব, তোদেরি পিতা মৃত্যুঞ্জয়—
মৃত্যুরে দলি' চরণে বিশ্ব করিয়াছে নির্ভয় !

অভদ্র-কাব্য

প্রভাত হইতে ভদ্রপাড়ায় ঘুরে' ঘুরে' সারা বেলা,
হজম করিয়া হরেক-রকম ভদ্র-আনার ঠেলা—
মুখোস-পরাণো মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার,
গরীবের 'পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার,
সন্ধ্যাবেলায় শূন্য জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে,
ওরে চাষা, তোর আগড়টা খোল্, ঠাঁই দে দাওয়ার ধারে।
তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব কয়ে দু'টো সোজা কথা,
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা;
না যদি বুঝিস্, তাও তো বুঝিব, রহিবে না কোনও গোল,
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়া শুধু—ভদ্র-আনার ভোল!

—থাক্ থাক্ ভাই, ব্যস্ত হোস্‌নে, কাঁথাতেই হবে বেশ,
খড়ের বুঁদাটা ওই তো রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্;
—এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোনও দরকার নাই;
থাক রে পাগ্‌লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্ দেখি কাছে ভাই।
···খাবার যোগাড়—এখনি কি তা'র? হোক্ না খানিক রাত,
হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই হবে, তোর ঘরে খেলে যাবেনাকো আর জাত!
...দাঁড়িয়ে কেরে ও? তোরি ছেলে নাকি? মদ্‌না না ওর নাম,
তোরি মতো দেখি যোয়ান হয়েছে! করে তো রে কাজকাম?
—ক্ষেতের কর্ম্মে ভারি দড় নাকি! আহা বড় খুসী শুনে'—
—কি বল্লি?—এই কুড়িতে পড়িবে সাম্‌নের ফাল্গুনে!

সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্য কথাই বলি,
বড়লোক যা'রা—খেতে বলে কেউ ? মিছে এত বড় হ'লি !
চা ও খান-দুই বিস্‌কুট্‌ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র-আনার ঠাট ;
—বাজে কথা যাক্—ক'বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন্ ?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক'-কাহন ?
মহাজন-দেনা রাজার খাজনা—হয়েছে তো সব শোধ ?
—বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে' বিবেচনা-বোধ !
ওরে ও মদ্‌না, একটা কল্‌কে তামাক পারিস্ দিতে ?
দিয়েছিস্ নাকি ! এ যে দেখি তুই বাপেরেও গেলি জিতে' !

—ভ্যাখ্, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,
সোণার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি !
মাটিরই যদি না এ-হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই ?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন-দুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহা-মূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা ;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তা'র মুখে,
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুখে ;
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরীবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার,—চেনে না সে তা'র শক্তির সংহতি।
সেই শক্তির মূল কথাটাকে ভালো করে' বেশ বুঝে'
আপনার মাঝে আপনার বল লইতে হইবে খুঁজে' !
নিজ ঘরে থেকে পর-ঘরে' যত শিক্ষা সভ্যতার—
সেই শক্তির গোড়ায় হেনেছে কুঠার তীক্ষ্ণধার !
নিজেরে যে মূঢ় আপনি মেরেছে, কে তা'রে বাঁচাবে বল্,
তাই তা'রে নিয়ে জুয়া খেলে যত জাত-জুয়াড়ীর দল !

ধনী, মহাজন, মনিব, কুজন—রাজা, প্রভু, সরকার—
নানা নামে তারে খেল্‌না সাজিয়ে সাধে নিজ দরকার !
পোষণের নামে শোষণ তাই তো শাসন করিছে বিশ্ব,
নিত্য নিয়ত নিঃশক্তিরে নিঃশেষে করি নিঃস্ব !

পায়ের তলার ধূলা, সেও যদি কেউ পদঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তা'র শিরোপরে ;
মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান ?
আত্মার সেই মহাদুর্গতি নহে দেবতার দান !
নাই ভগবান—নাইক ধর্ম্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে !
দূর করি' সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি' সেই ভেক্ নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত' আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে'—
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশযোড়া দুর্দ্দিনে।

—কি হ'লো মোড়ল, কথা যে কও না—ভয় হয় মনে নাকি ?
নিজ ছায়া দেখি' উঠিচ চমকি' নিজেরই আবাসে থাকি !
নিজের বলিয়া বিশ্বাসটুকু হারায়েছ যেইদিন,
সেইদিন থেকে জেনো ভাই সবে হয়েছ শক্তিহীন ;
সেই বিশ্বাস ফিরে' পেতে হবে আপন মর্ম্মমাঝে ;
দেখিবে—সকলি সোজা হয়ে যাবে কথায় এবং কাজে ;
মাথার মধ্যে ভগবান আর বুকের মধ্যে বল,
আজ থেকে তাই করে নে সবাই যাত্রার সম্বল ;
করিনু শপথ, সোজা হবে পথ, লক্ষ্মী আপনি সেধে
তোদেরি আবাসে করিবেন বাস দখলি-পাট্টা বেঁধে।

— ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি দুপুর হ'ল বুঝি এইবার,
খাটুনির দেহ, এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার।
—সৌরভ যেন পাই বা কিসের, চিড়ে-কোটা বুঝি হয়!
ঢেঁকির শব্দ —তাই তো রে ঠিক; সমস্ত বাড়ীময়
নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন—
আর কি চাইরে, কোনও আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন।
—অতখানি দুধ—কি হবেরে ভাই, খানিকটা রাখ্ তুলে',
হজমই হয় না খাঁটী দুধ, সে যে বহুদিন গেছি ভুলে'!
—এখো-গুড় নাকি! বাড়ীতে হয়েচে? তিন মন দশ সের!
সবি ত বাড়ার! হায় এ কি দান গরীব গৃহস্থের!

শু'তে যাও ভাই, রাত্রি অনেক, নিদ্রাও পায় ভারি,
হেন মনে হয়, আজ বুঝি প্রাণ শান্তির অধিকারী।
বড়লোক আর ভদ্রলোকের অভদ্র ব্যবহারে
যে জ্বালা পেয়েছি, মনে হয় বুঝি জুড়াইল এইবারে।
সহজ উদার সরল পরাণ, ছেঁদো সভ্যতাহীন,
শুষ্ক রুক্ষ শিক্ষাশূন্য চির-নিরুপায় দীন,
তোরি ঘরে যেন মনে হয় আজি সারা ভারতের পথ—
অশ্রুসজল রয়েছে চাহিয়া অদূর ভবিষ্যৎ!
দেহ-মন দিয়া প্রণতি আমার করি আজ তোরে চাষা,
তোরি দ্বারে আজ দিয়ে গেনু বাঁধা হৃদয়ের ভালবাসা।

বন্যা-সঙ্কট

নয়ক এ বান্—আজ ভগবান্ বাংলা জুড়ে' দেশটাকে
ভাসিয়ে দিয়ে দেখ্‌ছে তাদের আত্মবোধের চেষ্টাকে।
লক্ষ কয়েক যাক্ না মারা—লক্ষ্য খোদার নয় সেদিক্—
জ্যান্তগুলোর বাঁচার উপায় বাংলা তা'রে বুঝিয়ে দিক।
লক্ষ কয়েক যাচ্ছে মারা—যাচ্ছে তো ফি-বচ্ছরই,
অত্যাচারে হত্যা হয়ে, অর্দ্ধাহারের পথ চরি';
কিচ্ছু সেটা নয়ক নূতন, না হয় গেল বন্যায় এ,
বাঁচ্ছে যা'রা পশুর মতন—বাঁচ্ছে তা'রা কোন্ ন্যায়ে!
পরের হাতে প্রাণের খেলা বায়োস্কোপেই দৃষ্টি হয়—
নপুংসকের বংশধারা ভগবানের সৃষ্টি নয়!

দেশ-যোড়া আজ এই হাহাকার কাগজ-ভরা ক্রন্দনে,
সত্যি কাঁদন কাঁদ্‌তে যদি, থাকৃত তাদের বন্ধন এ?
কান্না চোখের জল কি শুধু, কান্না মাঝে নাই কি প্রাণ?
প্রাণের কাঁদন শুনবে বসে'—ভগবানের নাই কি কাণ?
দেশের যদি আত্মা কাঁদে, খোদা কাঁদেন সঙ্গে তা'র,
প্রলয়-জলে বিশ্ব ভাসে, বজ্রে জগৎ ভস্ম-সার!
পুরাণ খোলো—পাতায় পাতার মিলবে তাহার নিদর্শন,
নরের মাঝে সিংহ সাজে, পদ্মে রাজে সুদর্শন!
'সম্ভবামি যুগে যুগে'—ইতিহাসের সত্য এ—
প্রতিদেশেই পাই দেখা তা'র প্রত্যক্ষে প্রত্যয় এ।

লক্ষ মানুষ বানে ভাসে—কোন্ দেশে হয় সত্য তা'?
যে দেশ, শুনি, রাজার অধীন, ধর্ম্ম যাহার সভ্যতা!
লক্ষ মানুষ জলে ডোবে—মিথ্যা কথা নিশ্চিত এ—
পশু হ'লেও এমন বলি আজো তোরা দিস্ দিতে?

তোরা—যা'রা দাঁড়িয়ে দেখিস্ নুইয়ে মাথা যোড়-করে,
করকে তোদের যোড়ে বাঁধা কে রেখেছে জোর করে' ?
মা'র খেয়ে সে খোদায় মারে—সাচ্চা মানুষ-বাচ্চা যে,
মরে'ও তোরা ভিক্ষে মাগিস্, কাণ্ড তোদের আচ্ছা এ!
জাত-ভিখারীর কপট কান্না—তোদের দেখে' ঘেন্না হয়—
হাত থেকে যে ভিক্ষে করে—দান ত তাদের অপব্যয়!

চার'ধারে তা'র মাথার 'পরে আস্‌ছে সাগর তর্জ্জিয়া,
বাস্, খাড়া রও—হাঁক্‌ছে হল্যাণ্ড তা'রো 'পরে গর্জ্জিয়া!
শক্ত হাতে বাঁধ বেঁধে সে সিন্ধু-শক্তি জয় করে—
চাচ্ছে না তো ভিক্ষা তা'রা, মর্‌ছে না তো ভয় করে';
গ্রীণল্যাণ্ডের ফিন্‌ল্যাণ্ডের ল্যাপল্যাণ্ডের দেশবাসী,
তুষার-রাজ্য পরকে দিয়ে পালায় না সে ব্যাসকাশী;
রাজপুতানার অগ্নি-মরুর হল্‌কা-খাওয়া রাজপুতে
পাথর দিয়ে কেল্লা আরো গাঁথলো জোরে মজবুতে';

প্রাণ থাকে যা'র বুকের মাঝে, মান থাকে মন্-মন্দিরে—
জানে না সে বাঁচার উপায় ভিক্ষা করার ফন্দী রে!
আজকে এল অন্নকষ্ট—লক্ষ দশেক খস্‌ল তা'য়,
কাল্‌কে এল মহাপ্লাবন আধখানা দেশ ধ্বস্‌ল হায়!
পরশু এল মহামারী—শীর্ণ হাতে ভিক্ষা চাই,
বাঁচাও রাজা, বাঁচাও ধনী—নইলে মোদের রক্ষা নাই।
পায়ে ধরাই উপায় যাদের, উপায় তাদের ভীষণ শাপ,
তা'দের বেঁচে থাকার চেয়ে কোথায় আছে এমন্ পাপ!
বাঁচতে যদি ইচ্ছা থাকে, বাঁচতে যদি সত্যি চাস্,
দু'হাত দিয়ে দে চুকিয়ে আপন মনের মিথ্যা ফাঁস।
বাঁচিস যদি, মানুষ হয়ে বাঁচার উপায় কর্ আজই,
নইলে দে আজ লুপ্ত করে' বর্ত্তে' থাকার কারসাজি!

আগমনী-বিদায়

মাথার কিরে—বল্‌না তোরা, শুনছি যাহা, সত্যি তা' কি ?
ভোরের মুখে খবর পেলাম—মা ফের ফিরে' আসছে নাকি !
একটু আগেই অরুণ-আলোয় শিউলি ফুলের গন্ধ দিয়ে
বলে' গেল—চল্‌না তোরা আস্‌বি মাকে সঙ্গে নিয়ে।
—সময় ছিল এমন কথায় উড়ে' যেতাম উধাও হয়ে,
মনোরথে কৈলাস হ'তে আন্‌তে মাকে বঙ্গালয়ে ;
দেবদারুদের ছায়াপথে ছড়িয়ে বনফুলের রেণু,
ওষধিতে জ্বালিয়ে বাতি, কীচকবনে বাজিয়ে বেণু,
কাশের চামর দুলিয়ে পথে—শরৎ আসার সাথে সাথে
মাকে ফিরে' আন্‌তে ঘরে জাগ্‌ত পুলক প্রাণের পাতে !
—আজ সে কথা ভাব্‌তে মনে সুখের চেয়ে ব্যথাই বেশী,
কা'র ঘরে আজ ডাক্‌ব কা'রে, বুঝ্‌বিনা কি মুক্তকেশী ?

হিমগিরি—নিঃস্ব সে আজ, মা মেনকা শূন্য ঘরে
কি দিয়ে আজ তিনদিনই বা মেয়েরে তার আদর করে ?
যে পিতা তা'র ভুবন-রাজা, যে মাতা তা'র ভুবন-রাণী,
তা'রা যে আজ শক্তিহারা ভিক্ষুকেরও অধম জানি।
বড় ঘরের কন্যা ছিল, আজ কি সে ঘর তেম্‌নি আছে—
পূর্ব্ব দশা ভেবে তা'রা মরণ হ'লে হয়ত বাঁচে !

তুই বা কেন আস্‌বি মাতা, দেখ্‌বি কি আর বাপের ঘরে ?
দেখ্‌বি এসে সবাই যে তোর শ্বশুরবাড়ীর ধারা ধরে ;
দেখ্‌বি সেথায়—শূন্য শ্মশান, ভিক্ষা ছাড়া বৃত্তি নাহি,
ঘরে ঘরে দিগম্বরের শিশুরা সব দেখ্‌বি চাহি ;
দুর্দ্দশা আর দুর্গতিতে—দুর্গে, আজি দুঃখীদলে,
ভূতের মতন পাগল হ'য়ে বেড়ায় তোরি ভবনতলে !
—আসিস্‌নে মা, আসিস্‌নে মা, আসিস্ যদি এবার তারা,
দেখ্‌বি পথে আল্‌পনা নাই, নয়নধারার বোধনঝারা,
হাহাকারের হাওয়ায় ঘেরা রাজ্য—এ যে প্রেতের বাসা,
নাই সে হরষ, নাই সে প্রীতি, নাইকো আশা—নাই সে ভাষা
আন্‌তে যদি পারিস আবার আগের মতন হরষ-হাসি,
তবেই আসিস্, নইলে তোরে চাই না মোরা সর্ব্বনাশি !

প্রীতি ও স্মৃতি

কৃত্তিবাস

একনিষ্ঠ সাধনায়, সুদুঃসহ তপস্যার বলে—
স্বর্গের অমৃতধারা আহরিয়া আর্ত্ত ধরাতলে,
অযুত সগরবংশ-চিতাভস্ম-পরিশিষ্ট দেহে
যে সাধক সঞ্চারিল সঞ্জীবনী ভাগীরথী-স্নেহে—
তা'রে ত চিনেছে লোকে ; পুরাণের সে ধন্য কাহিনী
কে না জানে আর্য্যাবর্ত্তে—কে না মানে সে পুণ্যবাহিনী ?
কিন্তু হায় ! যে মনীষী, বাল্মীকির কল্পলোক হ'তে
আহরি' অমৃতবাণী, বহাইয়া নবছন্দঃস্রোতে,
সপ্তকোটি অভিশপ্ত-অঙ্গে ঢালি' অপূর্ব্ব চেতনা
উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল অপরূপ প্রাণ-উন্মাদনা—
তা'রে কি চিনেছি মোরা ? জাগাইয়া সাহিত্যের ক্ষুধা
কে সে কবি সঞ্চারিল মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী-সুধা—
অনন্ত আগ্রহভরা,—বক্ষোরক্তে সৃজি' স্তন্যধারা
কে মিটাল তৃষ্ণা তা'র—আনন্দের অপূর্ব্ব ফোয়ারা !
জানি না দোঁহার মাঝে কে যে শ্রেষ্ঠ—কে যে মহনীয়,
গঙ্গা আর রামায়ণ—কোন্ কীর্ত্তি বঙ্গে বরণীয় !
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, কা'রে রাখি' কা'রে দিব ছাড়ি'—
উভয়েরই করে গড়া সাতকোটি বাঙালীর নাড়ী !

তোমারে চিনিনি মোরা—কীর্ত্তিভূষা ওগো কৃত্তিবাস !
দিনের অভয় মন্ত্র—রজনীর উদার আশ্বাস
যেমন চিনে না লোকে,—সে যে বিশ্বে কতবড় দান ;
পলে-পলে দণ্ডে-দণ্ডে—নাহি অন্ত নাহি পরিমাণ ।

বিধাতার কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত আঁখির সম্মুখে
অহোরাত্র অকুণ্ঠিত ; আলো আসি' পড়িতেছে মুখে
প্রত্যহ ঊষার সাথে ; শ্বাসরূপে বহে সমীরণ ;
অফুরন্ত রসধারা-সঞ্চালিত জীবের জীবন ;
যোগাইয়া ফলশস্য পড়ে' আছে বিপুল ধরণী—
চিরমৌন মহামূক—এ সব কি দান বলে' গণি ?
তা'রা যে সহজপ্রাপ্য ! তুচ্ছ বিত্তে হস্ত উঠে ভরি ;
সুমহান নিত্যদান চিত্ত সদা রয়েছে পাসরি'।
মানি কিম্বা নাহি মানি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই মহাদান,
দিনে-দিনে দিনু বলে' করে না যা' আত্ম-অপমান !
জানি কিংবা নাহি জানি, তোমারি সে অকুণ্ঠিত প্রেম-
স্পর্শমণিপরশনে লোহারে করেছে সে যে হেম !
অক্ষুণ্ণ তোমারি জয়—হে কবি, হে গুরু বাঙালীর,
চিনিনি কি তুমি রত্ন, তবু চিত্ত অবনত-শির।

তোমার কাব্যের মন্ত্রে অলক্ষিতে লক্ষ নারীনর
মাতৃস্তন্যধারা সাথে ভরি' লয় আপন অন্তর ;—
তোমারি প্রসাদপুষ্ট শিশু চিনে আপনার মায়,
সতী শিখে পতিনিষ্ঠা, ভ্রাতৃস্নেহে বিগলিত ভাই ;
পিতার সম্মানকল্পে সন্তান সে সহে বনবাস ;
অরণ্যের হিংস্র পশু প্রীতি লভি' সাজে ক্রীতদাস,
ক্ষত্রিয়ে চণ্ডাল-অন্ন ভাগ করি' ভোগ করে হাসি',
প্রবল দুর্ব্বল-স্নেহে একতায় মিলে পাশাপাশি।
সহজ সরল শুদ্ধ সর্ব্বজনবোধ্য ভাষা দিয়া
সমগ্র দেশের চিত্ত কাব্যজালে তুলেছে গাঁথিয়া।
আজি যা' সংস্কারমাত্র, শিক্ষা তাহা ছিল একদিন,—
তাহারি শিক্ষক তুমি, তোমারি সে কীর্ত্তি অমলিন ;

তপনের দীপ্তি যথা নিঃশব্দে আঁখিরে দেয় আলো,
স্বীকার করি না করি, বলি আর নাই বলি ভালো !
আজি যে পবিত্র দীক্ষা মজ্জাগত বাঙালীর প্রাণে—
সে তোমারি কাব্য কবি, সে তোমারি প্রতিভার দানে।
না চিনেও চিনিয়াছি, না মেনেও মানিয়াছি তাই,
অন্তরের অন্তরালে শিক্ষা তব ব্যর্থ হয় নাই।

কে বলে বা চিনি নাই ? তব কীর্ত্তিধ্বজা স্তম্ভহীন
কাঁপিতেছে লক্ষ বক্ষে মর্ম্মরিয়া চিরনিশিদিন।
বাল্মীকির পুণ্যকথা বিশ্বে ব্যাপ্ত গন্ধবহ সম,
বিশ্বের বরণ্যে ঋষি—চরণে তাঁহার নমোনমঃ।
তাঁর স্থান উচ্চশিরে, পণ্ডিতের কাব্যপাঠাগারে,
তুমি আছ বাঙালীর ঘরে-ঘরে হৃদয়ভাণ্ডারে,
ভাঙা বাক্সে, কুলুঙ্গিতে, শয্যাপ্রান্তে—উপাধান তলে,
মসীমাখা, তৈললিপ্ত, চিহ্ন-আঁকা নয়নের জলে,
কোণ-ভাঙা মলাটের আচ্ছাদনে, ছিন্ন শিশুহাতে—
মায়ের ব্যথায় ভরা, গৃহিণীর গোপন লজ্জাতে ;
তরুণীর কেশগন্ধী বন্দী-সীতা-সরমার পাতা,
কাঁচপোকা-টিপ আঁকা—বধূ কবে লিখেছিল খাতা !
ক্ষুদ্র অবকাশক্ষণে বিশ্রামের স্বল্প অবসরে—
তোমার হৃদয়যাত্রা জয়যুক্ত প্রতি ঘরে ঘরে।
গদগদ প্রৌঢ়কণ্ঠে, প্রবীণের দন্তহীন মুখে,
কিশোরীর সুধাস্বরে—হাসি-অশ্রু-করুণার দুখে—
তোমার বিজয়-বার্ত্তা কোটি-কণ্ঠে অনুক্ষণ ফিরে—
ধনীর প্রাসাদ হ'তে দীনতম দরিদ্রকুটীরে।
তন্তুবায় তন্তু তুলি' দিনান্তের দীপটি জ্বালিয়া
করে তব আরাধনা ! তেজপাতা-চিহ্নটী খুলিয়া

দিনের বেসাতিশেষে—মুদী তা'র ভাঙা কণ্ঠস্বরে
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি' বিশ্রামের আয়োজন করে।
আপামরসাধারণ তব পদে যোগায় নিয়ত
তোমার স্মৃতির পূজা—সে পূজা কি নহে মনোমত?
হোক্ তাহা মনোমত—তবু সাধ, সবাকারে ডাকি'
প্রত্যহের কর্ম্ম হ'তে নিখিলের ফিরাইয়া আঁখি,
বলি উচ্চে—বলি গর্ব্বে, এই দেখ আমার দেবতা;
গগন বিদীর্ণ করি' চীৎকারিয়া বলি সে বারতা—
এই সে ফুলিয়া গ্রাম, পুণ্যশ্লোক এই সে নদীয়া—
চৈতন্য পবিত্র যা'রে করিয়াছে পদস্পর্শ দিয়া;
এই সে ফুলিয়া গ্রাম, এইখানে—এরি তপ্ত কোলে
মহাকবি কৃত্তিবাস কীর্ত্তি তা'র রেখে গেছে চলে'
অমর বৈকুণ্ঠলোকে। মোরা তারি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-ভাই
মিলেছি তাহারি নামে দূর-দূরান্তর হ'তে তাই।
এই তার কীর্ত্তিস্তম্ভ—কীর্ত্তি যা'র সারা বঙ্গ ভরি'—
কৃতার্থ আমরা সবে আজ সেই পুণ্যকথা স্মরি!
ধন্য বাণীপূজাদিনে এইখানে জনমিলা কবি,
সার্থক সে বাণীপূজা, সার্থক সে সাধনার ছবি,—
আপনি যাহার কণ্ঠে বরমাল্য সঁপিলা ভারতী;
বঙ্গভাষা বঙ্গবাসী নিত্য যা'রে করিছে আরতি।
পবিত্র এ মহাতীর্থ—পুণ্যপূত প্রতি ধূলিকণা—
অযুত সাহিত্যভক্তসাথে কবি রচিল অর্চ্চনা।

রামায়ণ

রামায়ণ আদ্যোপান্ত পাঠ করি' কবে
তুলিয়া রেখেছি গ্রন্থ বিস্ময়ে গরবে,
পরশি' মস্তকে তা'রে পরম শ্রদ্ধায়—
কাব্যের চরম সৃষ্টি—ভোলা সে কি যায় ?
তবু আজ ভাবি মনে—কতটুকু তা'র
স্মরণে প্রদীপ্ত আছে ! কি কথা কাহার,
রাম আর বৈদেহীর মর্ম্মব্যথা ছাড়া—
চির-প্রেম-অশ্রু সেই রসের ফোয়ারা !
সেই চিত্র—সেই শ্লোক আসে ফিরে-ফিরে'
ঝর-ঝর শ্রাবণের উতলা সমীরে
কেতকীর গন্ধসম—সেই সিক্ত বাস
ঘনায় বক্ষের মাঝে গোপন নিঃশ্বাস !
আর যাহা আছে মনে, সবই বাষ্পে ঢাকা—
অস্ফুট অস্পষ্ট ছায়া—অন্ধকারে আঁকা।
সবই যায়—প্রেম থাকে জগতের আলো—
রামায়ণ-পাঠে তাই বুঝিয়াছি ভালো।

ভুবনবিদিত বংশ, বিশ্বশ্রুত-নাম
রঘুর বিজয়বার্ত্তা, নানা গুণগ্রাম
মহাবীর্য্য দশরথ অক্ষুণ্ণ প্রতাপ,
অন্ধমুনি, শব্দবেধ, ঋষি-অভিশাপ—
ভুলি নাই একেবারে—কিন্তু সবই ছায়া,
স্মৃতির আড়ালে পড়ি' হারায়েছে কায়া।

সুবিশাল হর-ধনু ভাঙা সে নিমেষে,
প্রচণ্ড রাক্ষসদলে বধ করা হেসে,
রাজ্য-ত্যাগ, বনবাস, কাঞ্চন হরিণ,
মায়ামূর্ত্তি—মানি সব ; কিন্তু কয়দিন
ভুলায়ে রাখিবে তা'রা চিত্ত মানবের ?
—সে যে কল্পনার খেলা, তৃপ্তি ক্ষণিকের !
আরও কত কীর্ত্তি-কথা বিপুল বিরাট,
বালিবধ, সুগ্রীবের মর্কটের ঠাট,
স্বর্ণলঙ্কা—শুধু সোণা ! সমুদ্র লঙ্ঘন,
বায়ু-অস্ত্র, বরুণাস্ত্র সূর্য্য-আচ্ছাদন,
মেঘনাদ, শক্তিশেল, বিশল্যকরণী,
হনুমান, জাম্বুবান,—সবই সত্য গণি—
কিন্তু তাহে ব্যথা যায় ? মানব মনের
ক্ষুধাহরা সুধা আসে ? তাপিত জনের
শান্তি ফিরে ? কুম্ভকর্ণ, দশমুণ্ড-বীর
মিটায় কি তৃষ্ণা কভু আর্ত্ত ধরণীর ?

কিন্তু যবে কাঁদে সীতা শোকদীর্ণ-হিয়া—
প্রাণপ্রিয় রামচন্দ্র-চরণ মাগিয়া,
অশোক-কাননতলে, লুটায়ে ধুলায়,
—সেই প্রেম-অশ্রু, সে যে ভুবন ভুলায়,
প্রলেপ বুলায় চিরবিরহীর প্রাণে—
সে বিরহ ঘরে-ঘরে—কে না বলো জানে !
সেই সীতা কাঁদে যবে শিরে হানি' হাত,
প্রিয়হারা বসুন্ধরা সহে সে আঘাত,
বিয়োগবেদনারূপে ; প্রতি হিয়ামাঝে—
তা'র বিষদগ্ধ বাণ চিরদিনই বাজে !

রে অশোক, এত শোক ছিল তোর বনে—
কাঁদায় যা' বিশ্ববাসী বিরহী জীবনে!
তারপর, সেই চিত্র যেইখানে, হায়!
রঘুপতি রামচন্দ্র অগ্নি-পরীক্ষায়
সঁপিছে জীবনাধিকে, প্রজামুখ চাহি'—
মর্ম্মতল চাপি' করে; সেই অগ্নিবাহী
সকরুণ প্রেমদৃষ্টি, সেই মহাশোক—
অযোধ্যা কোথায় আজি, কাঁদে যে ত্রিলোক!

সেই সীতা—বারেক সে মুখ-পানে চাহি'
অনলে জলের মত উঠে অবগাহি'!
তবু কি হইল শেষ—চাহ তা'র পানে,
যেদিন লক্ষ্মণ তা'রে বন-মাঝখানে
সঁপি' একা, শুনাইলা নির্ব্বাসন-কথা,
অশ্রুনেত্রে করযোড়ে,—সে দিনের ব্যথা—
তাহার তুলনা আছে? দোহদলক্ষণা,
শীর্ণ স্বর্ণতনুলতা বিরল-ভূষণা,
কাঁপিছে অবশ কায়া—ভাবিছে কোথায়,
আর্য্যপুত্রে ছাড়ি' কেন আসিনু হেথায়,
মরি যে না হেরি' তাঁরে! তিলেক বিচ্ছেদ
মরণ-অধিক যেন করে বক্ষোভেদ:
তারই মাঝে সহসা সে নির্ব্বাসন-ব্যথা,
বাজিল বজ্রের মত—তবু, ও কি কথা!
ভুলিয়া সে মহাদুঃখ, কহিলা লক্ষ্মণে,—
প্রণাম জানায়ো প্রিয়, তাঁহারই চরণে;
অদৃষ্টের দোষ মম;—তিনি দয়াময়,
হৃদয় তাঁহার জানি—দোষ তাঁর নয়!

—এ কি কথা! প্রণয় কি এতই মহৎ,
ধরণীরে হেরে সে কি তুচ্ছ তৃণবৎ ?
সহে কি অপার ব্যথা স্মরি' স্বামী-মুখে—
বিশ্ব আর্দ্র হয়ে যায় তাহার সম্মুখে!
পৃথিবী চাহিলা শূন্যে শুনি' সেই বাণী,
প্রেম—সে লভিলা জয়—মুগ্ধ যত প্রাণী!
তবু চাহ আর-বার অযোধ্যার পানে,
মহারাজ রামভদ্র বসিয়া যেখানে—
নিভৃত গোপন কক্ষে স্বর্ণসীতা রাখি',
নতজানু মৌনমূর্ত্তি, অনিমেষ-আঁখি!
কোথায় বংশের খ্যাতি, কোথা গেল মান,
কোথায় রহিল প্রজা—আপন সন্তান!
রাজ্য ভাসাইয়া, ভাবে—সরযূর জলে,
সীতারে লইয়া যাব পঞ্চবটীতলে,—
দারিদ্র্যে করি না ভয়; তা'রে পেলে কাছে
প্রেমহীন অযোধ্যায় কিবা কাজ আছে ?
জানকীর প্রেমরাজ্য—তা'র কাছে, হায়,
বিশ্বরাজ্য-সিংহাসন—কোথা ভেসে যায়!

এই সীতা—সেই সীতা ? নহে ওগো নহে,
সুবর্ণ-পাষাণ এ যে! মর্ম্মরক্ত বহে,
যত এরে চাপি বক্ষে! হৃদয়-জুড়ান'
আমার বৈদেহী কই ভুবন-ভুলান' ?
দুই করে কণ্ঠ চাপে! সহসা স্মরিয়া
পূর্ব্ব কথা, অনুতাপ দহনে মরিয়া
লুটায় প্রতিমা-পদে; ঝরঝরে জল
ভাসাইয়া চক্ষে-বক্ষে বহে অবিরল!

এই রাজা ! এ জগতে এরই নাম রাজা,
পদে-পদে কষ্ট আর ক্ষণে-ক্ষণে সাজা
নিতান্ত আপনা 'পরে ! অন্তর্গূঢ় ব্যথা
হানিল মুখের 'পরে মহানীরবতা !
অভিভূত জগজন—এত প্রেম হায় !
খুঁজিয়া বিপুল বিশ্ব মিলিবে কোথায় !
প্রেম—সেই মহাবাক্য—প্রেম মহাবাণী—
কোথা রাজা, কোথা রাজ্য, কোথা রাজধানী !
এসেছে গিয়েছে কত বুদ্বুদের মত,
কত-না মহতী কীর্ত্তি হয়েছে বিগত—
ইতিহাস-কথাসার ! প্রেম শুধু আছে,
লয়ে তা'র নিত্য সুধা নরচিত্ত মাঝে !
কোথায় অযোধ্যাপুরী—কোথা রঘুরাজ—
কোথা রাবণের লঙ্কা—স্বর্ণ ধূলি আজ !
প্রেম শুধু পুণ্যচিত্র মানবের মনে
রয়েছে জাজ্বল্যমান ! জীবনের সনে
সম্বন্ধ তাহার নিত্য ; বিশ্ব যত দিন,
প্রেমের নক্ষত্র ধ্রুব অম্লান নবীন,—
তাই তাহা বেঁচে আছে ! তাই আজি মনে
রামায়ণ প্রেমরূপে জাগে ক্ষণে-ক্ষণে ।

গান্ধী মহারাজ

কে ঐ চলে বিপুল বলে সমুখপানে চাহি'—
উদার ধীর অতি গভীর চোখে পলক নাহি ;
সরল পথে সহজ মতে সমান ঋজু গতি,
ডানে বা বামে কভু না থামে—জানে না লাভ-ক্ষতি ;
ব্যথিত লোকে অভাবে শোকে সেবিতে সদা মন,
দীনের তরে নয়ন ঝরে করে পরাণ পণ ;
পরের লাগি' সর্ব্বত্যাগী—ভুলিয়া ভয় লাজ !
কেবা এ জন ? হাঁকে পবন—গান্ধী মহারাজ !

ভারতবাসী গৃহী ও চাষী কাহার মুখ চাহি'
নবীন বলে মাতিয়া চলে আশার গান গাহি' ;
মজুর কুলি অভাব ভুলি' কাহার জয়গীতে,
পরাণ মন জীবন পণ চাহে বা বলি দিতে ;
ধনী ও মানী, গুণী ও জ্ঞানী, গরীব গৃহহীন
কাহার কাছে শরণ যাচে—শুধিতে নারে ঋণ ;
নিখিল লোক মেলিয়া চোখ নমিছে কা'রে আজ ?
দেশ-মাতার কণ্ঠহার গান্ধী মহারাজ !

পরের 'পরে আশা না ধরে—নিজেতে নির্ভর,
সুসমাহিত শান্ত চিত, শুদ্ধ কলেবর ;
সরল বাস, সহজ ভাষ, সত্যপথকামী,
দেশের হিত কাহার চিত ভাবিছে দিন-যামী ;

বিরোধী ভায়ে মায়ের পায়ে মিলায়ে নিজ গেহে,
সবারে ডাকি' মিলন-রাখী পরা'ল কে বা স্নেহে ;
হিন্দু টানে মুসলমানে নিজ বুকের মাঝ—
অসাধ্যকে সাধিল ওকে—গান্ধী মহারাজ !

অ-মিলে কে সে মিলায় হেসে, অচলে করে চল,
কাহার চিৎ শত্রুজিৎ অস্ত্র হৃদ্‌বল ;
অসহযোগে মৃত্যুরোগে নিদান-বিধি কা'র
ফিরায়ে আনে দেশের প্রাণে বাঁচার অধিকার ;—
যে বাঁচা মানে সকলে জানে স্বাধীন যত দেশে,
নূতন পথে নূতন রথে যাত্রা যা'র হেসে ;
যে বাঁচা মানে বিধাতা জানে অমৃতলোকমাঝ—
এ বাণী কে সে শিখা'ল দেশে ?—গান্ধী মহারাজ ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

তুমি কি সত্যই শেষে বন্ধুবেশে দিলে ধরা এতদিন পরে,
দেশ-নারায়ণ-সেবা সত্য কি সার্থক হ'ল বিধাতার বরে !
নিমেষে টুটিয়া গেল বিলাসের রঙ্গমঞ্চ স্বর্ণসিংহাসন,
দারিদ্র্যের রিক্ত বক্ষে নিতান্ত দীনেরই মত দিলে আলিঙ্গন,—
শুধু আলিঙ্গন নহে, পরশিলে সঞ্জীবনী ভরসায় ভরা,
মুহূর্ত্তে জাগিল যাহে সমগ্র মুমূর্ষু বঙ্গ ছাড়ি' শয্যা-ধরা ;
দেশে-দেশে পড়ে সাড়া, দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত প্রাণের স্পন্দন,
গ্রামে-গ্রামে ভাঙে নিদ্রা, নগরের গৃহে-গৃহে নব জাগরণ ;
এ শক্তি কোথায় ছিল লুকাইয়া এতদিন, তাই ভাবি মনে—
যা আজি তোমার মাঝে দেখা দিল, দেশবন্ধু, এ মাহেন্দ্রক্ষণে !

পশ্চিমের একচক্ষু শক্তিলুব্ধ শিক্ষাতন্ত্র ভারতের নহে,
দীপ্তি চেয়ে দাহ তা'র দরিদ্রের দেহমনে দশগুণ দহে ;
তুমি বুঝিয়াছ স্থির সুগভীর সেই সত্য—বুঝাইলে তাই,
বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে, আত্মার উৎকর্ষ ভিন্ন অন্য গতি নাই ;
ভারতের সেই ধর্ম্ম—এক-লক্ষ্য সেই শিক্ষা সব চেয়ে বড়,
চিত্তেরে কলঙ্কী যাহা করেনিক কোনদিন বিত্ত করি' জড় ;
আত্মবশে অনুষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি যা'র আত্মার সম্মানে—
সে শিক্ষা চাহে না কভু শক্তি-সুরামত্ত রক্ত ভ্রূকুটীর পানে।
নিজে লভিয়াছ দৃষ্টি, সর্ব্বজনে দেখায়েছ সেই লক্ষ্যপথ,
তাই করিয়াছ দূর একদণ্ডে মিথ্যা বলি' স্বার্থের জগৎ।

যা বলে বলুক অন্ধ অতিবুদ্ধি বিজ্ঞদল বিদ্যা-অভিমানী,
তোমার শ্রবণরন্ধ্রে স্পর্শিবে না তুচ্ছ সেই অপবাদ-বাণী ;
যে শ্রবণ ভুলিয়াছে ভুবন-ভুলানো' মধু মুরলীর ডাকে—
সে কি কভু বাহিরের নিন্দাগ্লানি কলঙ্কের কোনও ভয় রাখে !
তাহার যাত্রার পথ কোনকালে কোনদিন হয়নিক রোধ,—
অনন্তের ডাক এলে উপেক্ষা করিবে তা'রে কে হেন নির্ব্বোধ !
কুলের কুটিলাদল জটলা করুক তারা জটিলা-সভাতে,
কল্যাণ-কালিন্দী-কূলে ওদিকে কামনা মিলে চিরকাম্য সাথে।
যা' বলে বলুক লোকে, সে দিক চেয়োনা চোখে—চল নিজপথে-
তোমার ত্যাগের গঙ্গা আপনি ভাসায়ে দিবে নিন্দা-ঐরাবতে।

তবু তব কাছে আজি হে দরিদ্রদেশবন্ধু, এই নিবেদন—
সব্যসাচী সম তুমি এক হস্তে ছিন্ন কর মোহের বন্ধন ;
অন্য করে গড়ি' তো'ল নবশিক্ষা-পুণ্যপীঠ দীপ্ত গরীয়ান—
যেথায় নিখিল যাত্রী একত্র লভিবে আসি' সত্যের সন্ধান—
যে সত্য সরল তুষ্ট তেজস্বী ব্রাহ্মণসম পবিত্র উদার,
যে সত্য প্রেমের বন্ধু—ত্রিভুবনে বেঁধে লয় বক্ষে আপনার ;

যে সত্য ক্ষত্রিয়সম অত্যাচার-শক্রদলে করে সদা নাশ,
যে সত্য ধর্ম্মেরে নিজ শিরে ধরে চিরদিন, বিশ্বসেবাদাস
মোরা তব সঙ্গে রব চিরসাথী চিরদিন চিত্তে দিব বল—
মোরা র'ব দিবারাত্রি সহতীর্থ মুগ্ধ যাত্রী দরিদ্রের দল।

রবীন্দ্রনাথ

আরো আলো, আরো আলো—কাঁদে সদ্যসুপ্তোত্থিত দেশ,
প্রাচীর তিমির টুটি' যবে নব ঊষার উন্মেষ;
নিমেষ-নিহত নেত্র চাহে ঊর্দ্ধে পুণ্যরশ্মি পানে—
কে মিটাবে ক্ষুধা তা'র—তা'র তৃষ্ণা, তৃপ্তি সে কি মানে?
ত্রিযামা যামিনী গত; জাগিয়াছে অরুণ আলোকে
অযুত মুদিত নেত্র—আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব্ব পুলকে;
যত চায়, যত পায়—প্রাণ তা'র জেগে উঠে তত,
যত জাগে—যত চাহে, তৃষ্ণা তা'র বাড়ে অবিরত;
আলোকে পেয়েছে সে যে ত্রিলোকের নব পরিচয়,
আলোকে জেগেছে তা'র আঁধারের ভয়ঙ্কর ভয়,
আলো জানায়েছে তা'রে বিস্ময়ের নব নব লোক,
আলো জাগায়েছে তারে প্রবুদ্ধের পরম পুলক;
তাই তা'র আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, নাহিক কিনারা—
আরো চায়—শুধু চায় অবিচ্ছেদ আলোকের ধারা!

হে সকল আলোকের পরম আলোক—হে সবিতা,
বিশ্ব-মহাগ্রন্থ তব আলোকের আনন্দ কবিতা !—
অনন্ত রহস্য-ভরা, আদি-অন্ত-পরিমাণ-হারা ;
রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শরূপে মহাদীপ্তিধারা
স্পন্দিত বিপুল বিশ্বে ; সিন্ধুবক্ষে বিরামবিহীন
মর্ম্মরিব তব গাথা ; বহে বায়ু চির নিশিদিন
পরম পরশ তব ; জ্বালে বহ্নি তব রুদ্র জ্যোতি,
তোমারি করুণরসধারে স্নিগ্ধ মাতা বসুমতী
লয়ে তার লক্ষকোটি সন্তানসন্ততি-সৃষ্টিধারা,
মহাকাশে তব মহাকাব্য লেখে চন্দ্রগ্রহতারা ;
তোমারি গায়ত্রী-মন্ত্র উঠেছিল আদিম প্রভাতে
এ পুণ্য ভারতবর্ষে, জ্ঞানের প্রথম রশ্মিপাতে ;
শতাব্দীর অনভ্যাসে ভুলিতে কি পারিয়াছে লোক—
তোমার সে জয়বার্ত্তা ? অনির্ব্বাণ আত্মার আলোক
নিবে নাই, নিবে নাই—নিবিবে না কভু কোনো দিন—
লুপ্ত নহে—শতাব্দীর ভস্মপুঞ্জে শুধু দীপ্তিহীন !

হে রবীন্দ্র, হে কবীন্দ্র, হে বঙ্গের বরিষ্ঠ সন্তান,
তুমি আনিয়াছ বহি' সেই আলোকের মহাগান—
তন্দ্রাতুর বঙ্গভূমে সঞ্চারিয়া অপূর্ব্ব চেতনা,
জাগাইয়া সুপ্ত প্রাণে জীবনের নব উন্মাদনা ;
সাহিত্যের সূর্য্য তুমি—প্রতিভার সহস্র কিরণে
সাজাইয়া তুলিয়াছ মণিমুক্তারজতে-হিরণে,
বঙ্গভাষা-বাগ্দেবীর বিশ্বারাধ্যা বরমূর্ত্তিখানি—
দরিদ্রা মাতারে তুমি সাজায়েছ রাজরাজেন্দ্রাণী !
তোমার কিরণপাতে পূর্ণশোভা বিকশিত আজি
বঙ্গের মানস-সরে স্বর্ণকান্তি শতদলরাজি—

অপূর্ব্ব লাবণ্যে ভরা ;—ভাবগন্ধে মুগ্ধ দিক্ দশ,
প্রজাপতি উড়ে' বসে, মধুব্রত হরষে বিবশ !
সত্যের আলোক সাথে মিশাইয়া বিচিত্র কল্পনা,
অপরূপ সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু করেছ রচনা
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে—স্বর্গে-মর্ত্তে সেতু মনোহর—
পার হ'য়ে কল্প-লোকে যায় যাওয়া—ভাবে মুগ্ধ নর !
শোভা হেরি' বর্হ তুলি' নেচে উঠে কল্পনাশিখিনী,
ভাবের কদম্ব ফুটে, ছুটে' চলে ভাষা-কল্লোলিনী !

ভিড়াও 'সোনার তরী' দরিদ্র এ দেশের কিনারে—
শ্রীমন্তের শত ডিঙা—পরিপূর্ণ ভাবের ভাণ্ডারে ;
'মানসী'র মূর্ত্তিরূপে দেখা দাও সাধনার চোখে,
'চিত্রা'র বিচিত্র পক্ষে স্বর্গ-সুধা বহি' মর্ত্ত্যলোকে ;
'ক্ষণিকা'র দীপ্তালোকে লুপ্ত কর দুঃখ-অমারাত—
'কল্পনা'র কুঞ্জবনে ফুটায়ে স্বর্গের পারিজাত ;
'খেয়া'র কাণ্ডারী হয়ে—হে নাবিক, পার কর সবে
সত্যের অমৃতলোকে—অমরার আনন্দ-উৎসবে ;
অপূর্ব্ব 'নৈবেদ্য'-ডালা সাজালে যে—হে কবি-পূজারি,
বাণীর মন্দিরতলে—চিত্তে ভরি' 'গীতাঞ্জলি'-বারি,
প্রসাদ লভিয়া তা'রি, সারা বিশ্ব হউক অমর—
সাহিত্যের ধর্ম্মরাজ্য সংগঠিত হউক সুন্দর।
ঘুচে' যাক সর্ব্বভেদ মিলনের মহানন্দমাঝে—
তব গীতে বাজে যাহা—সার্থক হউক তাহা কাজে !

বাজাও বাজাও, কবি—সপ্তস্বরা স্বর্ণ-বীণা তব,
তারে-তারে ধ্বনি' তোল বিচিত্র রাগিণী নব নব—
আনন্দবেদনাভরা বিশ্বসাহিত্যের মহাগান,
মাতাক সে সঞ্জীবনী মানবের অর্দ্ধসুপ্ত প্রাণ !

বহাও এ ম্লান মর্ত্ত্যে সাহিত্যের পুণ্য-ভাগীরথী—
সঙ্গীতের শঙ্খস্বরে—ভগীরথ পুরাণে যেমতি !
অগাধ অবাধ মুক্ত উদার সে প্লাবনের ধারে,
পল্বলের পঙ্করাশি যাক্‌ ভাসি' জীবন-জুয়ারে !
স্নান করি', পান করি', শিরে ধরি' পবিত্র মানব—
সার্থক সাধনা তব—কীর্ত্তি তব বিশ্বের বিভব।
কবিবর, আজি তব 'পঞ্চাশিকা' শুভ অবসরে—
কি কহিব, কি বলিব, কি গাহিব—কথা নাহি সরে !
মোরা শুধু মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি, বিস্ময়ে পুলকে—
অন্তরের কথা—কবি, লহ পড়ি' আপন আলোকে।

রজনীকান্ত

থামো, থামো—দেখে' নিই পিপাসিত দু'টি আঁখি ভরে,
থামো কবি, এঁকে নিই হৃদিপটে আরো ভালো করে'
ওই সাধনার মূর্ত্তি—নির্ভরের চিত্র মনোহর ;
কলঙ্কী দর্পণ মোর, মাজি' লব—দাও অবসর।
হে সাধক, হে তাপস, আশীর্ব্বাদ—কর আশীর্ব্বাদ,
একবার এ জীবনে লভি তব সাধনার স্বাদ।
আজিকে তোমায় হেরে' চক্ষে মোর ভরে' আসে জল,
বাণীর পূজার লাগি' বিকশিয়া উঠে চিত্তদল
রক্ত-শতদল সম—ভুর-ভুর গন্ধে ভরপূর ;
হৃদয় মাতিয়া উঠে ভক্তিরসে বেদনা-বিধুর।
'বাণী' যার সহচরী, 'কল্যাণী' সে কল্পদূতী যা'র,
উন্মুক্ত যাহার প্রাণে অমরার 'অমৃত' ভাণ্ডার

তৃষার্ত্ত ভক্তের লাগি'—আজি পড়ে' এ রোগ-শয্যায়,
দুঃসহ যন্ত্রণা মাঝে মগ্ন তবু মায়ের সেবায়
নিষ্ঠার অম্লান পুষ্পে! হেরি' এই শান্ত সুবিমল
ধ্যান-মূর্ত্তি—মনে হয়, নীলকণ্ঠ পিইছে গরল
সমুদ্র-মন্থন-দিনে, বাঁটি লয় অমৃতের কণা
কাব্যের অমর লোকে—এ চিত্রের কোথায় তুলনা ?
—কে বলিবে মন্দ ভাগ্য ? অসহ্য এ বেদনার সুখ
সেই জানে, একনিষ্ঠ সাধনায় যে জন উন্মুখ
উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধলোকে—কি বুঝিব মোরা সাধ্যহীন,—
মোরা শুধু কাঁদি, হাসি, ভালবাসি—কেটে যায় দিন।
মধুর কোমল কান্ত! হাসি-অশ্রু-করুণার কবি,
ফুটাও মলিন চিত্তে আজি তব সাধনার ছবি।
এ সাধনা আরাধনা ধন্য হোক্—আজি ধন্য হোক্,
ফুটুক্ সাধনা-কুঞ্জে নন্দনের অম্লান অশোক।

গোবিন্দ দাস

যা' দিবার দিয়াছ তো—আর কেন ? যাও তবে সরে'-
বাঁচিয়া মরিয়াছিলে, পারো যদি বাঁচো আজ মরে'!
পিছনে চেও না আর দেখিবারে মিথ্যা অভিনয়—
ভক্তি-অশ্রু, শোক-সভা, স্তুতিমুগ্ধ বিষণ্ণ বিনয়,
দেশ-যোড়া লেখনীর আন্দোলন—সবই হবে ঠিক ;
হিয়াহীন হাহাকারে কালীতে ভরিবে চারিদিক!

জীবনে দিব না অন্ন, মরণে স্মরণচিহ্ন লাগি'
দানসাগরের ফর্দ্দ হাতে লয়ে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য মাগি'
ফিরিব দেশের দ্বারে, ভিক্ষায় সারিতে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া;
তার বেশী চাহিও না—সে তো মোরা শিখিনি দেখিয়া!
পুষিব বনের পাখী—দিনরাত শুনাইবে গান—
এই সর্ত্ত তার সাথে; মোরা শুধু ভরি' লব কাণ
অবসর-ক্ষণে কভু। শস্যকণা যদি চাহে প্রাণী—
তবে সে বনেরই জীব—তা'র তরে লজ্জা শুধু মানি!
দেহান্তে কেন বা তবে আস্ফালন, কেন এ শিষ্টতা?
—এ শুধু সৌখীন শোক, এ সেই বিলাস-বান্ধবতা!
দরিদ্রকন্যারে আনি' আমরণ বঞ্চি' নিজ ঘরে,
বধূত্বের ঋণ শুধি, জাননা কি, শ্রাদ্ধ-আড়ম্বরে!
আজন্ম উচ্ছিষ্ট-পুষ্ট বিড়ালের বিবাহ দি' যবে
লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করি'—তাহারে কি পশুপ্রীতি ক'বে?

অরণ্যের প্রিয় পিক! শেখ নাই সভ্যতার বুলি,
তুমি শুধু গেয়ে গেছ তেজোতীক্ষ্ণ কণ্ঠখানি খুলি'
স্বভাব-সহজ ছন্দে, পূর্ণ করি' পল্লীর আকাশ—
প্রাণবান প্রতিভার বাণীবিদ্ধ বিচিত্র বিকাশ।
ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র দুঃখ নিত্যি ঘেরি' আছে যা মানবে,
তুমি গাহিয়াছ,—তাহা ক্ষুদ্র বলি' তুচ্ছ নহে ভবে;
এ বিশ্বের বড় যাহা—দৃষ্টিরোধী পর্ব্বতপ্রমাণ,
তাহাই কেবল হেথা নহে নহে নহে মহীয়ান্;
বাহিরের বিশালতা শাশ্বতের মূর্ত্তি নহে কভু,
মনের কণ্টকব্যথা সূক্ষ্ম দুঃখ মানবের প্রভু—
নিত্য নিয়মিত যাহা করিতেছে অজ্ঞাত সৃষ্টিরে,
বাহ্য আবরণ ভেদি' অন্তরালে পাঠায়ে দৃষ্টিরে।

দরিদ্র গৃহস্থ চাষী—নিখিলের মৌন অন্তঃপুরে
তোমার স্নেহার্ত্ত ধ্বনি ফিরিয়াছে সুধাস্নিগ্ধ সুরে ;—
করুণার মোমে মাখা মমতার মধু-প্রস্রবণ—
সর্ব্বত্র ঝরায়ে প্রীতি সৃজি' নব সৌন্দর্য্য-নন্দন।
তুমি গাহিয়াছ,—প্রেম, রাজ্য ত্যজি' আছে বনবাসে;—
গৃহস্থের ভাঙা ঘরে, দরিদ্রের পাতার আবাসে ;
যেথায় নিভৃত প্রান্তে অরণ্যের প্রশান্ত সীমায়
অমৃতের পুণ্য ফল্গু শব্দহীন ধীরে বয়ে যায় !
যে 'অতুল'-স্নেহচিত্র আঁকিয়াছ কুটীর-অঙ্গনে,
তুলনা তাহার, কবি ! হেরি নাই কভু এ নয়নে ;
নিকুঞ্জের পরভৃৎ ! শিখিতে পারনি পোষা বুলি,
ধনীর উদ্ধত দর্পে কণ্ঠ তব যায় নাই ভুলি'
সহজস্বভাব-দত্ত প্রকৃতির অজেয় সম্মান,
কুহু কুহু করি' তাই ধিক্কারি' করেছ প্রত্যাখ্যান—
যা' কিছু অন্যায় মন্দ পড়িয়াছে আঁখির সম্মুখে,
বিনিময়ে বিষদিগ্ধ তীক্ষ্ণ শর পাতি' লয়ে বুকে !

বাণীর বরেণ্য পুত্র ! বাঙ্গালীর কলকণ্ঠ কবি !
আজি তুমি কথাশেষ—মধু অন্তে মুদিত মাধবী।
রোগে শোকে দুঃখে দৈন্যে বুক চিরে' ছিঁড়ে' ফেলে' গলা
শুনাতে চেয়েছ—থাক্—কি কাজ সে কথা ফিরে' বলা !
ভাষারে কি দিয়ে গেছ—তাই বা বলিয়া কোন্ কাজ !
শুধু জানি—আমাদের ছেড়ে তুমি চলে' গেছ আজ
কাব্যের অমৃতলোকে—যেথায় দৈন্যের নাহি গ্লানি,
আপনি সাধিয়া যেথা দীন হস্তে দেবী বীণাপাণি
সাজিছেন বর রত্নে, 'কুঙ্কুম' 'কস্তূরী' করে ধরি' ;
'চন্দন' ও 'ফুলরেণু' বক্ষে পরি' ত্রিলোকসুন্দরী

হাসিছেন পদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পানে চাহি'।
সেথায় কি নব গান কোন্ ছন্দে উঠিতেছ গাহি' ;—
শুনিতে পাব না মোরা। কিন্তু হায়! আর কেন? থাক্—
যে গেছে সে যাক্ চলে'—মুগ্ধবাণী হউক্ নির্ব্বাক্!
কি হবে কথায় মিছে—কথার অতীত সে যে আজ;
প্রগল্‌ভ বচনে আর বাড়াব না কলঙ্কের লাজ।

কে বলিল?—মিছা কথা! কবি নাই—কে বলিল, নাই!
ওকথা বলিতে আছে? ষাট্ ষাট্, বালাই বালাই।
বাছা যে অমর মোর—জানিস্ না তোরা এতদিন?
অথচ করিস্ বাস তারি সাথে, ওরে লজ্জাহীন!
এক সঙ্গে এক ঘরে, আমারি কোলের কাছে বসি'
সেই মুখে শিখি' ভাষা; পোড়া ভাগ্য—কারেই বা দোষি!
ভাই চেনেনাক ভায়ে, যে ভাই ভায়ের মতো ভাই,
যে ভাই মরণজয়ী—তারে আজ বলে কিনা—নাই!
কাব্য আছে, কবি নাই—এ কথা কি সত্য হ'তে পারে?
বালাই বালাই, ষাট্—মরণের সে কি ধার ধারে!

এই তো আছিস্ তোরা, এই তো বলিস্ তার কথা,
মুখে-মুখে তারি নাম, বুকে-বুকে জাগে তা'র ব্যথা;

গৃহস্থের ঘরে-ঘরে কোণে-কোণে ভাঁড়ারে-ভাঁড়ারে,
'নারী মঙ্গলের' মাঝে সদাই দেখিতে পাই তা'রে ;
'আট্‌পৌরে রাঙাপেড়ে শাড়ী' খানি,—সে যে তারি দান,
'ইন্দুমুখে গালভরা হাসি'টুকু তারি তো সন্ধান !
'গৃহ-শকুন্তলা' গুলি বেড়ে উঠে গৃহ-তপোবনে
'একরাশ কালোচুল এলো করি' বঙ্গেরই অঙ্গনে !
বাড়ীভরা ছেলে-মেয়ে—'শিশু-নাগাসন্ন্যাসী'র দল
করতালি দিয়ে নাচে,—কে নাচায় কল্পনা-কুশল !
'বিধবার আশি' হেরি' কা'র চক্ষে অশ্রু নাহি ফুটে,
'শ্যালীর পায়ের মল'-এ বক্ষ কা'র নেচে নাহি উঠে ?
'সর্ব্বতীর্থসার' যার মধু ডাকে মন যদি ভরে,
'হরিমঙ্গলের' গানে প্রাণে যদি শান্তিসুধা ঝরে,
'অশোকের গুচ্ছ' যদি স্পর্শে তা'র হয় আরো লাল,
তারি তলে খেলা করে ঘরে-ঘরে আনন্দদুলাল ;
প্রিয়া যদি তারি মন্ত্রে হয়ে উঠে প্রাণ-প্রিয়তমা,
'বিপদের শাঁক মূর্ত্তি' তারি বা'র চিত্তমনোরমা,—
তবেই তো মরেনি সে, তোদেরি দৈনিক সুখে-দুখে,
ঘরে-ঘরে বেঁচে আছে ! আহা ! তাই বেঁচে থাক্ সুখে।

কাব্যের 'সোনার তরী' লেগেছিল যা'র বক্ষকূলে
একদিন বাঙ্গালায়—সে দিন কি গিয়েছিস্ ভুলে' ?
সে তরী ভিড়ে কি কভু ধরণীর যে কোনও বন্দরে !
সে যে অ-মরার দেশ—জানিস্‌না তোরা কি অন্ধ রে !
প্রেমের সে নবদ্বীপ, ভাবের সে নব বৃন্দাবন,
ভক্তির সে বারাণসী, কল্পনার নবীন নন্দন—
সে হাট কি ভাঙে কভু ? সে নির্ঝর কভু রসহীন ?
মানব-চিত্তের তীর্থ সে যে নিত্য অম্লান নবীন।

আত্মার অনন্ত ধারা যুগে-যুগে সেথা নিস্পন্দিত,
তাহারে করিবি ক্ষুণ্ণ, তোরা কি রে এতই পতিত ?
বঙ্গের কবীর-কবি, ভক্তিরসে সিদ্ধ সুরসিক,
বিলাসবিমুক্ত পথে মৌন যাত্রী নিষ্কম্প নির্ভীক,
ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি—নিষ্ঠার কাঠিন্য দিয়ে গড়া,
অথচ শিশুর মতো সরল হাসিতে মুখ-ভরা ;
শ্রীকৃষ্ণের পাঠশালে প্রেমে-পড়া পড়ুয়া প্রবীন—
ভক্তি-মান-এ চিরাধ্যায়ী অনুত্তীর্ণ যেন চিরদিন ;
মুক্তিকামী মহাপ্রাণ—সে প্রাণে করিবি অস্বীকার—
আত্মার বর্ত্তিকা সে যে—চিরদীপ্ত চিরনির্ব্বিকার !
যা' বলার, বলেছিস্, বলিসনে আর—কবি নাই—
সে কি মোর যে-সে পুত্র ! ষাট্ ষাট্, বালাই বালাই !

দ্বিজেন্দ্রলাল

সমুদ্রমন্থনদিনে দেবাসুরে নিল ভাগ করি'
সিন্ধুর যা-কিছু রত্ন ; বেলাভূমে ছিল সেথা পড়ি'
একখানি শুক্তি শুধু ; বিধাতা দিলেন তাহা নরে—
হাসি-অশ্রু যুগ্ম-মুক্তা গাঁথা যার গোপন গহ্বরে।
ছল-ছল স্বচ্ছশোভা অশ্রুমুক্তা স্বভাব-কোমল—
মানবের চক্ষে-চক্ষে ফিরিতে লাগিল ভূমণ্ডল ;
হাস্য ছিল সঙ্গোপনে—ঢল-ঢল লাবণ্যসম্ভার !
তুমি কবি, আহরিয়া সুদুর্লভ সেই উপহার,

সমর্পিলে মহাহর্ষে মর্ত্ত্যবাসী আর্ত্তজন লাগি'—
হাসিল তমসাতীরে অকলুষা উষা যেন জাগি' ;
সাহিত্যের কুঞ্জে-কুঞ্জে কণ্টকে ফুটিল পুষ্পরাশি,
বঙ্গবাসী প্রাণ পেল হাসি' সেই রঙ্গভরা হাসি।

কিন্তু হায়! কে মুছিবে নিয়তির অব্যর্থ লিখন—
দরিদ্র বাঙালী-ভাগ্যে আনন্দ যে ঐশ্বর্য্য-স্বপন!
তাই আজি বঙ্গাকাশে সহসা নিবিল ধ্রুবতারা,
আনন্দের পূর্ণচন্দ্র অকস্মাৎ হ'ল জ্যোতিহারা!
বসন্তে জাগায়ে দিয়া কোকিল কোথায় গেল চলি',
'গৃহস্থের খোকা হোক্'—কাঁদিল সে 'চোখ গেল' বলি!
এ যেন কৌতুক-নাট্যে প্রথমাঙ্কে যবনিকা টানি'
নিবাইল দীপালোক, শুনাইল অন্তিমের বাণী!
রঙ্গরসে সারা বঙ্গ মাতাইয়া যেন অর্দ্ধপথে—
বঙ্গ-বৃন্দাবন-চন্দ্র আরোহিলা অক্রূরের রথে!
যে দিয়াছে এত সুখ—সেও এত দুঃখ দিতে জানে—
হায়রে দুর্ভাগা দেশ! আনন্দ কি সহে তোর প্রাণে!

ঐ শোন, লক্ষ কণ্ঠ তোমারে ডাকিছে ফিরে' আজি—
ঐ দেখ, লক্ষ চক্ষু বরষিছে তপ্ত অশ্রুরাজি!
আপনি স্বদেশ-লক্ষ্মী—হের, আজি শূন্য কোল নিয়া,—
কবিবর, তোমা পানে অশ্রুনেত্রে আছেন চাহিয়া!
—এরি মাঝে মর্ত্তে তব কর্ত্তব্যের হইল কি শেষ?
'সকল দেশের রাণী' আজিও যে চিনিলেনা দেশ!
'স্বরগ আমার' বলি'—গর্ব্বভরে ডাকে কয় জন—
'মানুষ হ'বার লাগি' গৃহে গৃহে কৈ আয়োজন?

'শিখিয়া বিলাতি বুলি, বাঙলা ভুলিতে' আজো সাধ,
গণ্ডমূর্খ 'চণ্ডী' করে লণ্ডভণ্ড হিন্দুধর্ম্মবাদ !
এখনো এ দগ্ধদেশে ছদ্মবেশে ফিরে 'নন্দলাল',
ফিরে' এস, ফিরে' এস—সাহিত্যের আনন্দ-দুলাল !

শতাব্দীর দুঃখদৈন্যে জর্জ্জরিত যাহার হৃদয়,
হাস্য যে অমৃত তা'র—অবসন্ন আত্মার অভয় !
তুমি সেই অমৃতের কবি, ঋষি, মহাপ্রচারক,
দেশভক্ত মহাকর্ম্মী, জননীর অক্লান্ত সাধক ;
তুমি শুধু কবি নহ, কবিরাজ তুমি ধন্বন্তরি—
মুমূর্ষু বাঙালীদেহে তুমি দিলে জীবনী সঞ্চরি'
সঞ্জীবনী হাস্যমন্ত্রে ; পাংশুমুখে ফুটি' উঠে হাসি,
উঠি' বসে শীর্ণ রোগী—গৃহে বাজে আনন্দের বাঁশী !
কিন্তু কবি, অসমাপ্ত রয়ে গেল সমারব্ধ কাজ—
'এমন চাঁদের আলো', মরি যদি'—তাই সত্য আজ !
যাও তবে কবিবর, 'সুরধামে'—'মহাসিন্ধুপারে' ;
তোমারি অমৃত গীতি শান্তি দিক্ আজি সবাকারে।

সত্যেন্দ্রনাথ

হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি স্বচ্ছন্দছন্দরাজ !
এ কি অভিনব ছন্দে মৃত্যু-মন্ত্রে বরি' নিলে আজ
আপন মর্ম্মের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে,—
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মতো সুর শুধু ঘুরে' মরে কাণে !
রিক্ত-আশা বঙ্গভাষা—বিয়োগিনী কাঁদিছে করুণ
দুর্ভাগ্য দেশের বুকে—মধ্যপথে মুদিত অরুণ !
বিরহের মন্দাক্রান্তা আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রমাঝে
গুমরি' গুমরি' তাই বাঙ্গালার বক্ষে আজি বাজে।

শুনেছি—বরুণমন্ত্রে বিনা-মেঘে বৃষ্টিধারা ঝরে,
প্রমূর্ত্ত দীপকরাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে' মরে ;
জানিনাক কোন সুরে বন্ধু তুমি বেঁধেছিলে বাঁশী—
রুদ্র পরিণাম যা'র মূর্ত্তিমান দেখা দিল আসি'
সমগ্র দেশের বুকে অকস্মাৎ বজ্রব্যথা হানি'—
বঙ্গসারস্বতকুঞ্জে মূর্চ্ছাতুর নিজে বীণাপাণি !
যাজ্ঞিকের হোমশিখা সমারব্ধ যজ্ঞ-সূচনায়
লাগিল কেবল গৃহে—যজ্ঞ শেষ হ'লনাক হায় !

ভৃঙ্গারে শুকায়ে গেল সমাহৃত পুণ্য 'তীর্থবারি'—
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি' তা'র শেষ অশ্রুঝারি !
কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে 'কুহু-কেকা' লভিল বিদায়,
চোখ গেল—চোখ গেল, ভগ্ন কুঞ্জে ধ্বনি বাহিরায় !
তুলিখানি অশ্রুজলে অঙ্কে তুলি' রাখিলা ভারতী—
কে লিখিবে লেখা আর, কে করিবে একান্ত আরতি
নিত্য-নব-নব ছন্দে মন্দিরেতে তুলিয়া ঝঙ্কার—
কভু সহজিয়া ভাষা, কভু সাম কভু বা ওঙ্কার।

আর কেন ছন্দ গাঁথি—বন্ধু গেছে ছন্দ লয়ে সাথে ;
মোরা শুধু মন্দভাগ্য পড়ে' আছি চাহিয়া পশ্চাতে
শুধিতে দুঃখের ঋণ—নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রুজলে—
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট যবনিকাতলে।
শুধু থেকে-থেকে আজ এক কথা জেগে উঠে মনে,
কেন তুমি চলে' গেলে অকস্মাৎ হেন অকারণে !
যাবার সময়, তা' যে শুধাবার দিলে না সময়,
শুধাবার দূরে থাক্ —হ'লনাক দৃষ্টিবিনিময় !

দুর্ভাগিনি বঙ্গভূমি—ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয় ;
যা'র নাম জপমালা, নামাবলী যার উত্তরীয়
ছিল তব অনুদিন ; সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন,
লাঞ্ছিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে-পায়ে পরের অধীন ;
তা'রে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে—
সিংহাসন কৈ দিলে ? লুটায় সে কণ্টক-আসনে !
রাণী বলে' ডেকেছিলে—এই কি রাণীর যোগ্য সাজ ;
জননী বলিয়া ডাকি' ঘুচালে না জননীর লাজ ?

হে দেশবৎসল ! তবু সত্যসন্ধ তোমার সন্ধান
আজি আরো হানে মর্ম্মে—তব সত্য কত বড় দান—
যাহা তুমি রেখে গেছ ! মূর্ত্তি যত পশ্চাতে লুকায়,
অভাবের অন্ধকার ঝলি' উঠে দীপ্ত প্রতিভায়।
তাই চোখে পড়ে যত ধরণীর ধূলা আর বালি—
দেশযোড়া অসত্যের পুঞ্জীভূত কলঙ্কের কালি !
তবু যে তোমারে চাই—ভাব নিয়ে ভরে না জীবন—
মাটির মানুষ মোরা, মাটি যে প্রকাণ্ড প্রয়োজন !

কি ফল বিফল বাক্যে ; গেছ যদি, যাও কবি, যাও—
'ফুলের ফসল' ফেলি' এ ধরার, যদি সুখ পাও

নবীন নন্দনে আজি—অম্লান মন্দারে ভরি' ডালা,
গাঁথিতে নূতন ছন্দে বরদার বরকণ্ঠমালা।
হেথা সবি পুরাতন, ধূলিম্লান দৈন্যভারাতুর ;
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চায় হেথা বিয়োগ-বিধুর।
নিষ্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা যে প্রসন্ন হাসি—
তারি স্পর্শে ধৌত হোক ধরণীর সর্ব্ব ধূলিরাশি।

শুভ-দৃষ্টি

বাড়ীভরা লোকজন ; ঘরে-ঘরে গল্প আর হাসি—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত শুভকর্ম্ম কণ্ঠে-কণ্ঠে উঠিছে উদ্ভাসি' ;
চারিদিকে ডাক-হাঁক, একটু নিরালা কোথা নাই;—
আজি বুঝি বৌ-ভাত! সাহানায় বাজিছে সানাই
কলকোলাহলপূর্ণ বিচিত্র ধ্বনির বক্ষ চিরে',
—বাড়ীতে না পেয়ে শ্রোতা সুর ভেসে বাহিরায় ধীরে!
চলেছে মেয়ের দল, ঝম্-ঝম্ ঝুম্-ঝুম্ ধ্বনি,
সেই সে সকাল থেকে কেবলি বাজিছে আগমনী!
—বেতর স্বরের মেলা—পান দে না, ওরে জল আন্—
উচ্ছ্বসিত শিশুকণ্ঠে আনন্দের উন্মত্ত তুফান!
—আরে আরে বর কই ? বন্ধুরা শুধায় পরস্পরে ;
বরের নাহিক দেখা, নাই সে নীচের কোনও ঘরে!
ততক্ষণ কোন্ ফাঁকে খুঁজে' খুঁজে' তেতলার কোণে
দেখে বর,—নববধূ একা বসে' কাঁদিছে গোপনে!
ঘোমটার অন্তরালে অশ্রুবিন্দু ঝরি'-ঝরি' পড়ে
স্বর্ণ আভরণে ভরা অঙ্কশায়ী দুটি হস্ত 'পরে।

এদিক ওদিক চাহি' ধীরে বর শুধাইল তা'রে—
কি হয়েছে—কাঁদ' কেন? একবার বল না আমারে!
—বলিবেনা, বলিবেনা?—তত জোরে ঝরে আঁখিজল,
আনন্দ-প্রতিমা চক্ষে ভাষাহীন বেদনা তরল!
—কি হয়েছে বল' না গো—বল' বল' লক্ষ্মীটি আমার!
এবারে কহিলা বধূ অতি কষ্টে রুধি' অশ্রুধার—
অস্ফুট মুদিত কণ্ঠে বাহিরিল ধ্বনি অতি ক্ষীণ—
ছোট ভাইটির মোর জ্বর দেখে' এসেছি সেদিন;—
আমারি সে অনুগত—কাঁদে শুধু দিদি দিদি বলি',
মার কোলে ফেলে' তা'রে লুকায়ে যে এসেছিনু চলি',
ওগো, দুটি পায়ে পড়ি—
—চুপ চুপ, কেঁদোনাকো আর,
এখনি খবর আমি এনে দিব ভায়ের তোমার।
—সমবেদনায় পূর্ণ শুনি' সেই আশ্বাসের স্বর
বধূর ব্যথিত বক্ষে বহে নব শান্তির নির্ঝর!
ঘোমটার আবরণ চকিতে উঠিয়া গেল ধীরে,
ডাগর নয়ন দু'টি জলে-ভরা অমনি সে ফিরে'
মুহূর্ত্তে উঠিল ফুটি' স্বামীর সতৃষ্ণ নেত্রপানে—
সত্যকার শুভ-দৃষ্টি নিমেষে মিলায়ে সেই খানে!
উৎসবের বক্ষোবাসী আনন্দের চক্ষু দুটি ভরি'
অপরূপ হাসি-কান্না এক সঙ্গে পড়ে যেন ঝরি'!
—আজি এই শুভ দিনে কাঁদিতেছ তুমি নববধূ?—
কবি কহে অশ্রু নহে—অপূর্ব্ব ও অন্তরের মধু
প্রথম স্ফুরিল আজি ভোগবতী অমৃতের মত'—
সমবেদনার বাণে সর্ব্ব বাধা করিয়া প্রহত!
আরক্তিম শুক্তিমাঝে ওই অশ্রুমুকুতাতরল—
ওরি মূল্যে মহনীয় গৃহস্থের রিক্ত গৃহস্থল!

গল্প ও গাথা

বন্ধুর দান

নিলমণি ও হারুর মধ্যে এম্‌নি প্রণয় ছেলেবেলা থেকে—
পাড়ার লোকে অবাক্ হ'ত দেখে !
একই রকম মেজাজ এবং মন,
চিন্তা-চেষ্টা চলন-বলন আচার-আচরণ
এক্কেবারে একই সুরে বাঁধা—
একটি পূর্ণ সখ্যফলের যেন দুটি অংশ তা'রা আধা !
হারুর না হয়, ভালবাসার অর্থ থাক্‌তে পারে,
কারণ, ধনের দ্বারে
দারিদ্র্য যে চিরদিনই যুগিয়ে আস্‌ছে মনের অর্ঘ্য তা'র,
স্বার্থ প্রীতির মুখোস পরে' করে'ই থাকে বন্ধু-ব্যবহার !
কিন্তু নিলু—সে তো ধনীর ছেলে,
বহুকেলে
বনিয়াদি ঘরের ;
সে কি বলে' আত্মীয়তা আপন সহোদরের
করবে একটা গরীব ছেলের সাথে,—
বিশেষ আবার নীচু যখন জাতে !
মেলামেশা না-হয় কর', সেটা না-হয় হ'লই কিছু বেশী !
তা' বলে' এতটা কিন্তু, লোকে বল্‌ত—এ আবার কোন্ দেশী।

ছেলে বয়স এমনি করে' গেল কেটে,
নিলমণি—সে স্বাধীন এখন, হারুটাকে খেতে যে হয় খেটে ;
বাল্যকালের সখ্য তবু ক্রমে
যৌবনেতে উঠ্‌ল আরো জমে' ;
বাহির দিকে একটু শুধু যা' পরিবর্ত্তন—
নিলমণি সে নিলুবাবু, হারু কিন্তু কেবল হারাধন !

+ বান্ধবতা এম্‌নি জিনিষ রসের,
তফাৎ কিছুই রাখে না সে ধনের মানের বিদ্যা বা বয়সের !
তাইতে গরীব হারাধনের ঘরে
দিনের মধ্যে যখন-তখন নিলমণি—সে যাওয়া-আসা করে।
তা'র পুকুরের তা'র বাগানের মাছ ও তরকারী—
সংসারে যা' প্রত্যহ দরকারী,
প্রায়ই আসে হারাধনের ঘরে ;
পাড়ার লোকে কানাকানি চাওয়া-চাওয়ি করে পরস্পরে !
গরীব হ'লেও হারাধনও শরীর দিয়ে যতটুকুন হয়,
নিলুর বাড়ীর কাজেকর্ম্মে নিলুর চেয়ে বেশী বোঝাই বয়।

ইতিমধ্যে দু'জনারই বিয়ে-থাওয়া সারা,—
হারাধনের সংসারেতে পড়ল এসে অভিযোগের তাড়া ;
অভাব শেষে ক্রমাগতই বেড়ে
পেটের ক্ষুধা চোখের নিদ্রা নিল তাহার কেড়ে !
হাজার বন্ধু হ'লেও বারে-বারে
প্রতিদিনই কতই লোকে চেয়ে-চিন্তে চালাতে আর পারে !
বিশেষ, পাড়াগাঁয়ে—
ডাইনে এবং বাঁয়ে
সারাদিনই লোক তো লেগেই আছে ;
নিত্যি অভাব কতদিন আর লুকোবে কা'র কাছে ?
পল্লীগ্রামে তেমন কিছু চাকরীও না মেলে,
তাইতে ঘরের ছেলে
হারাধনকে ছেড়ে বাড়ী-ঘর
আজনমের প্রিয় বন্ধু, সঙ্গের দোসর,—
একেবারে সুদূর পশ্চিমেতে
কেরাণীর এক চাক্‌রী নিয়ে হ'ল শেষে যেতে।

নিলমণি তো কল্লে মানা নানান কথায় তা'রে,
হারু কিন্তু তবু কেমন না-ছোড় হয়ে উঠ্‌ল একেবারে !
দেরাদুনের কাছে
কি এক ফৌজের 'ব্যারাক' নাকি আছে,
সেইখানে যখন
জিনিষপত্র বেঁধেছেঁদে চল্ল হারাধন,
নিলমণিটা এমনি করে' রইল চোখের জলে—
হারুর এমন শক্তি নাই যে, একটা কথা বলে।

হিমালয়ের প্রান্তদেশে দীর্ঘছায়া দেবদারুর সারি,
তা'রি মধ্যে ছোট্ট একটি বাড়ি
হারাধনের হ'ল নূতন বাসা ;
যদিও সে খাসা
কবির যোগ্য কল্পকুঞ্জবন,
গৃহস্বামীর মন
তবু এম্‌নি বিরূপ হয়ে রইল একেবারে,
কিছুতে আর অশান্তি না ছাড়ে।
আম্র-ঘেরা পল্লীটি তা'র, চিতে-বেড়ার খড়ের-চালা ঘর,
কল্‌মী-ছাওয়া মরা দীঘি, নিলুর মিষ্টি স্নেহের কণ্ঠস্বর—
সবই যেন স্বপ্ন-স্বর্গসুখ ;
নূতন কিছুই তেমন করে' ভরে না আর বুক।
নানানতর নূতন পাখী—কাকাতুয়া চন্দনা ও টিয়ে
কত রকম রঙের বাহার নিয়ে
ফিঁচ্‌ দুলিয়ে
চোখের উপর দিয়ে
সম্মুখে তা'র উড়ে' বসে আবার উড়ে' যায় ;
চোখদুটি তা'র তবু ফিরে' চায়

পুরোণো সেই পায়রা-ঘুঘুর পানে
কোন্ অজানা টানে ;
কুরঙ্গদল চরতে কভু আসে
জ্যোৎস্নারাতে দেবদারুর পাশে,
লাফে-লাফে পালায় আঁখির আগে ;
তাদের দেখে' চিত্তে কেবল জাগে
সন্ধ্যা-শ্যামল রক্ত-পাটল নিলুর দু'টি গাই—
মনে করে, তা'র মত' আর কোথাও বুঝি নাই !
এমন-কি তার স্ত্রীরও ভালবাসা,
তিনটি ছেলে-মেয়ের মধুর মনভুলান' মিষ্টি মুখের ভাষা-
তা'তেও যেন আগের মতন, হায় !
প্রাণের তৃপ্তি নাই !
তবু যাহোক্ সংসার তো চল্ছে কোনমতে,
অভাব থেকে স্বচ্ছলতার পথে।
এম্নি করে' বছর কয়েক কেটে
গেল তাহার নূতন কাজের খাট্নি খেটে-খেটে।

ওদিকে তো তিলকপুরে নিলুর ঘরে
দু'টি মেয়ে এসেছে যে পরে-পরে,
বড় যে-টি, স্বাস্থ্য তাহার গোড়া হ'তেই মন্দ,
নিত্যি অসুখ লেগেই আছে, বাঁচে কিনা সন্দ'।
ওষুধে-ডাক্তারে
বারমাসই ঘিরে' আছে তা'রে
কোনমতেই সারার গতিক নয় ;—
বাপের বিষম দুর্ভাবনা, মায়ের দারুণ ভয়।
হোম ও যজ্ঞি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন
মানত এবং মন্ত্রতন্ত্র বাড়ীতে তা'র আছেই সর্ব্বক্ষণ !

এমন সময়টাতে
একদা এক শরৎকালের প্রাতে,
আত্মীয় কে তীর্থ হ'তে খবর দিলে, মসূরি পর্ব্বতে
সন্ন্যাসী এক এসেছেন আজ ক'দিন থেকে অচলগিরি হ'তে ;
সিদ্ধপুরুষ তিনি—
দেবাদিদেব জিনি'
রূপের ছটা ;
কাজল-কটা বিপুল কেশের জটা—
আষাঢ় মাসের নবীন ঘনঘটা !
জীবের পরে অসীম দয়া তাঁর,
দুরারোগ্য রোগের তিনি মূর্ত্তিমন্ত অশ্বিনীকুমার।
অন্ধ পঙ্গু আতুর শত-শত
দেশদেশান্ত হ'তে অবিরত
ধর্‌ণা দিয়ে পড়ছে কত তাঁহার পায়ে এসে ;
মন্ত্রে এবং ঔষধে তাঁর অনায়াসেই যাচ্ছে সেরে শেষে।

নিলমণি তো খবর পেয়েই, তাড়াতাড়ি
সেই দিনেতেই ধরে' রাতের গাড়ী,
বেরিয়ে পড়ল ভৃত্য একটি সঙ্গে নিয়ে,
দুদিন পরে সাধুর কাছে উঠ্‌ল গিয়ে
একেবারে মসূরি পর্ব্বতে—
নানান দেশের মিশিয়ে জনস্রোতে !
সবিস্তারে রোগের কথা শুনে'
সন্ন্যাসী তো শিকড় একটি দিলেন তা'রে মন্ত্র পড়ে' গুণে'—
মাদুলিতে ভরে' ;
বলে' দিলেন, সময়মত মন্ত্র স্মরণ করে'
রোগীর গলায় পরিয়ে দিতে হবে ;
বুকের অসুখ যেমনই হউক, যাবে তা' শৈশবে !

নিলমণি ত মহাখুসী—জোরের কপাল তা'র,
সেই দিনেতেই সন্ন্যাসী তাঁর তল্পীতল্পাভার
নিয়ে কোথায় হ'লেন অন্তর্ধান ;
তা'রি ভাগ্যে জুটে' গেল সর্ব্বশেষের দান !
এমনি যেন মনে হ'ল, ফিরেই দেখবে বাড়ী—
মেয়েটি তা'র অনেক সুস্থ, কষ্ট তাহার গেছেই বোধ হয় সারি' !
একান্ত বিশ্বাসে
মাদুলিটি যত্নে রেখে' দিল বুকের পাশে ।

এদিকে মাসখানেক থেকে হারাধনের ছোট্ট বাংলা-ঘরে
মরণ তাহার আঁধার মুখোস পরে'
দিনে-রাতে করছে আনাগোনা ;
নাইক জানাশোনা,
ছোট দুটি ছেলেমেয়ে হঠাৎ গেল অজানা কোন্ রোগে ;
বড় ছেলে রতন—সেও যে ভোগে ;
কিছুদিন আজ এম্‌নি শয্যাগত—
এখন-তখন অবস্থা তা'র ; দুদিন থেকে পড়ে' মড়ার মত—
মানুষ-যমে ভীষণ টানাটানি ;
শোকে-দুঃখে জননী তা'র শয্যাখানি
নিয়েছে আজ এম্‌নি ক'দিন থেকে ;
হারাধনও পাগল যেন ব্যাপার দেখে'
নিলুকে আজ দিয়েছে তার করে' ;
আপিষ তো তা'র চুলোয় গেছে সপ্তাখানেক ধরে' ।

এমন সময় নিলমণি তা'র ফেরার পথে
হঠাৎ এসে উঠল যেন কোথায় হ'তে !
সহসা তা'র গলার আওয়াজ পেয়ে
হারু এসে শিশুর মতন পড়্‌ল আছাড় খেয়ে ।

কোথায় হ'তে ছুটে'
গৃহিণীও চেঁচিয়ে কেঁদে পড়্‌ল এসে লুটে' !
হারু বল্লে, রক্ষা কর' ভাই,
তুমি ছাড়া কেউ যে আমার নাই !
ব্যাপার শুনে' ঘরে ঢুকে' ক্ষণেকমাত্র তাকিয়ে রোগীর পানে,
নিলমণি ত পড়্‌ল বসে' কি ভেবে যে, সহসা সেইখানে !
কান্নাকাটির গণ্ডগোলে
রতন কেমন সংজ্ঞাহারা মায়ের কোলে
পড়্‌ল হঠাৎ ঢলে' !
—ডাক্তার, ডাক্তার !
এমন সময় কে ডাক্‌তে যায় আর !
তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে
নিলু তারে মায়ের মতন বস্‌ল কোলে নিয়ে।
হাতটা হঠাৎ আপ্‌না-হ'তে বুকের কাছে
পরখ করে' দেখল বারেক মাদুলিটা ঠিক মত তো আছে !
জননী তো পাগলিনীর পারা—
দু'টি চক্ষে দরদরিয়ে বইছে অশ্রুধারা,
পাষাণ-ফাটা করুণ কণ্ঠস্বরে,
একেবারে নিলুর পায়ে ধরে'
কইল কেঁদে, রতনকে মোর বাঁচাও আজকে ভাই ;
অবুঝ আজি মায়ের পরাণ, লজ্জাসরম কোথাও তাহার নাই !
ঘরের কোণে ধন্দ হয়ে পড়ে'
বাক্যহারা হারুর চোখে ঝরঝরিয়ে অশ্রু পড়্‌ছে ঝরে'।
পাহাড়ী যে চাকর ছিল, এমন সময় এসে
খবর দিল, ডাক্তার—সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গিয়েছে সে।
বাষ্পে-আকুল নিলুর দু'টি নেত্রপাতে
বিশ্বজগৎ একটিমাত্র রোগীর মতন লুটায় যাতনাতে !

কোথায় আজি আপন গৃহ, কোথায় নিজের রোগক্লিস্ট মেয়ে,
আত্মপরের প্রভেদ-বাধা ছেয়ে
যে করুণা উঠল কেঁদে মনে—
অশ্রুতে তা'র গেল ভেসে নিখিল সৃষ্টি কোথায় সে কোন্ কোণে!
আস্তে-আস্তে বুকের কাছে হ'তে
মাদুলিটি বাহির করে' মন্ত্র তা'তে পড়ে' কোনমতে,
পরম আশার বস্তুটি তা'র—চরম যতনের,
বেঁধে দিল গলায় রতনের!
একটি কথা বন্ধুরে তা'র বল্লে শুধু ডেকে—
আমার যাহা সাধ্য দিলাম—বেরিয়ে গেল দ্রুত সে ঘর থেকে।

নিমাই

শ্রাবণ মাসের শেষে
সেবার ভারি বন্যা এল দেশে।
বাগান বাড়ী যায়গা জমী নদীর ধারে যাদের,
দুর্গতির আর সীমাটি নাই তাদের!
বাব্‌লাবোনার চরে
হালদারদের ঘরে,
এমনি অভাব ঘনিয়ে এল চারিধারে-
দিন চলেনা তাদের একেবারে।
তিনটি ভায়ের বড় দু'টি,
গাঁয়ের পাশেই সাহেবদের যে রেসম-কুঠী—

নায়েবক তা'র কেঁদে-কেটে ধরে'
কোনমতে চাকরী যাহোক নিলে যোগাড় করে' ;
কিন্তু দেখ্‌লে, এমনি চাক্‌রী তা'—
পেটে খেতে পর্‌নে কুলোয় না !
এদিকে তো'—বাসের জন্যে গোটাদুয়েক ঘরও
না তুল্লে নয়, এম্‌নি গুরুতর
বাড়ীর অবস্থাটা !
জমীটা জমাটা
যা' ছিল সব ভেসে গেছে বানে,
বেচে-কিনে' করবে কিছু উপায় তা'রো নাইক কোনখানে !

নিমাই বলে' ছোট যেটি ভাই,
ঘরেই বসে' থাকে তবু খেয়াল তাহার নাই—
কেমন করে' ঘরের খরচ চলে ।
বল্লে' শুধু বলে—
আমায় দিয়ে হবেনাক কিছু ;
কাজেই তখন কথা উঠে' পড়ে কথার পিছু ;
বড় দু-ভাই একই সঙ্গে যখন উঠে হাঁকি',
গণ্ডগোলের কোন-কিছুই থাকেনা আর বাকী !
মাঝে মাঝে এম্‌নি কথার জ্বালায়
বাড়ী হ'তে নিমাই সরে' পালায় ;
দিনেক-দুদিন কাটায় একা-একা—
এমনও যায় দেখা ।
বৌটি তাহার বছর দশের সবে—
নিতান্ত নীরবে
শ্বশুর-ঘরের খুঁটিনাটি খাট্‌নি চলে খেটে' ;
ছোট্ট বুকটি যায় যে তাহার ফেটে'

দিনে-দিনে জা-দের খোঁটা খেয়ে ;
এদিকে এই স্বামীর দশা, ওদিকে সে কাঙাল-ঘরের মেয়ে ;
—মস্ত বড় কল্‌সী করে' জল আনে সে সুদূর নদী হ'তে ;
কোমরটি তার ধরে' এলেও পথে
দাঁড়ায়নাক ভুলে' ;
ছোট্ট কোলে তুলে'
মেঝ-জা-এর তিন বছরের ছেলে,
নামায়নাক ভয়ে তা'রে হাজার ব্যথা পেলে !
এত করে'ও তবু কা'রো পায়না সে যে মন,
কপালটা এমন !

নিমাই ছোকরাটি,
স্বভাবটা তা'র নয়ও বড় খাঁটি—
বলে' রাখি সে কথা এইখানে।
নানান রকম সখ ছিল তা'র প্রাণে ;
সকল রকম লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা,
একটু-আধটু করতও সে নেশা।
কিন্তু তাহার মনটা ছিল ভারি সাদা ;
সবাই তা'রে বাস্‌ত ভালো, পাড়ায় তো সে ছোকরাদলের দাদা !

অস্বচ্ছলের ঘরে
কান্না-কাটি ঝগড়া-ঝাঁটি চিরদিনের তরে
বন্দ কোথায় থাকে !
তাই বলে' যে কিছু হ'লেই তা'কে
মনের মধ্যে পুষে' রাখ্‌তে হবে—
এমন কথা কে বলেছে কবে ?
সেদিন কিন্তু বিধির পাকে এম্‌নি কেলেঙ্কারী
হালদারদের বাড়ী

ঘট্‌ল চোখের জলে ;
যাহার ফলে,
নিমাইকে তা'র ছাড়্‌তে হ'ল বাড়ী—
শুধু তা' নয়, কা'র কাছে কি ফন্দী পেয়ে, এক্কেবারে পাড়ি
লাগালে সে সুদূর আসাম দেশে—
চা-বাগানের কর্ম্ম নিয়ে শেষে।
চাকরি করতে চিরকালটা আতঙ্ক যাহার,
কখ্‌খনো যে বাড়ী থেকে চায় না হ'তে বা'র—
দেশান্তরী হ'ল সে জন, এম্‌নি নাকি ব্যাপার সেদিনকার!
যাবার সময়, এমন কি বৌটাকে
কিচ্ছু বলে' গেলনাক ; কোথায় বা সে থাকে !
পরের দিনই ছোট ভায়ের স্ত্রীকে,
কি-এক চিঠি লিখে'—
ভাসুর দুটি মিলে'
বাপের বাড়ী চালান করে' দিলে।
চোখের জলের ছড়া দিতে দিতে
বেচারীকে হ'ল বিদায় নিতে !

চাল্‌তে-তলায় থাম্‌ল এসে গাড়ী ;
সেই খানেতে বৌ-এর বাপের বাড়ী।
বিধবা মা তা'র
একা থাকে দারুণ কষ্টে ; জনপ্রাণী নাইক ঘরে আর।
সূতো কেটে' হাটে বেচে' কোনমতে পেটটি সে যে চালায়,
এমনি সময় মেয়েটি তা'র পড়্‌ল এসে গলায় !
পেটের মেয়ে, ফেল্‌তে কি আর পারে—
চোখের জলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল তা'রে ;
কি আর করবে, চরকা কাটে ভোরের আলোয় সাঁঝের অন্ধকারে!

নেহাৎ যেদিন পারেনাক আর,
সেই দিনেতে মা'র
কঠিন কথা মুখের আগে ফুটে—
সিধু ভাবে—কোথাও তখন পালিয়ে যায় ছুটে' !

তিনটি বছর চল্ল হ'তে, ফিরল না নিমাই—
কোথায় গেছে, কেমন আছে—কোনো খবর নাই।
বাব্‌লাবোনার চরে
হালদারদের ঘরে
তেমনি করে' দিন চলে' যায় দিনে-দিনে ;
সবাই আছে শুধু নিমাই বিনে।
মাঝে-মাঝে মেয়েকে তা'র পাঠা'তে চায় মায়ে—
চিঠি লিখে' ধরে' হাতে-পায়ে,
কখন' বা ভয় দেখিয়ে নানান কথা তুলে';
সে সব চিঠি খুলে'
পড়া হ'লেই সকল কথা শেষ ;
কে আর শোনে—ভাই-ই নিরুদ্দেশ !

চাল্‌তে-তলায় বাপের ঘরে
মেয়ে উঠে ডাগর হয়ে বছরে-বছরে—
মায়ের মনে ভয় জাগিয়ে তত ;
—সিধুও যেন নাই আগেকার মত !
ক্রমেই তাহার বিরল বেশবাসে
বয়সকালের রংটি ধরে' আসে ;—
একটা যেন জয়ের মতন নেশা
সকল অঙ্গে মেশা,—
পথে-ঘাটে প্রচার করতে চায় সে আপনারে ;
আন্‌চানানির চমক যেন ঠিক্‌রে পড়ে আপ্‌নি চারিধারে !

একে-একে পরে-পরে
চিঠি এবং লোক পাঠিয়ে শ্বশুরঘরে
মা যে তাহার মাথার দিব্যি দিয়ে
মাথা খুঁড়ল বৌকে যেতে নিয়ে—
ভাসুররা তায় দিলইনাক আমল মোটে ;
এদিক কিন্তু একটা কথা উঠ্‌ল ক্রমে রটে'
সিধুর নামে ;
সারাগ্রামে
সেই কথাটাই নিয়ে ভারি তোলাপাড়া—
সুদূর কোন্ এক জ্ঞাতির সঙ্গে সৌদামিনীর অখ্যাতির ইসারা!

একে গরীব অভিভাবকহীন,
তা'তে বছর তিন
নেয়না স্বামী ; থাকে বাপের ঘরে ;
তার উপরে বয়স মন্দ ; কথা—সে ত বল্‌তে পারেই পরে !
কিম্বা হয় ত সত্যি কিছু আছে ;
কারণ, মায়ের কাছে
তাই নিয়ে আবার
হয়ে গেছে সেদিন নাকি অনেক শাস্তি, অনেক তিরস্কার !
চোদ্দবছর বয়সকালের চন্‌চনে সে তরুণ চঞ্চলতা—
বল্‌তে পারে কে তা'র তত্বকথা !

যাহোক্ সে তো গেছেই চুকে-বুকে ;
তা'রো পরে বছর খানেক বয়ে গেছে নানান কষ্টে-দুখে
মা ও মেয়ের মাথার উপর দিয়ে ;
তেম্নিতর চরকা কেটে' বেচে-কিনে' নিয়ে
চল্‌ছে চুপে-চুপে
দিন ত কোনরূপে !

ক'দিন হ'ল হালদারদের পরিবারে
যকের টাকা তুলেছে কে—এম্‌নি কথা রাষ্ট্র চারিধারে !
খবর নেবে, সঙ্গতি তা'র নাই ;
দুদিন হ'তে মায়ে-ঝিয়ে ঠেকেছে যে এম্‌নি দুর্দ্দশায় !

এমন সময় একদা এক সন্ধ্যারাতে
চাল্‌তে-তলার ভাঙা দুয়ার উঠ্‌ল কেঁপে কাহার করাঘাতে !
তাড়াতাড়ি পিদিম জ্বেলে'
বাহির হয়ে বল্লে মায়ে, আচ্ছা, বাবা !—এম্‌নি তুমি ছেলে !
স্বামীর কণ্ঠ হঠাৎ কানে পেয়ে
বৌ-এর বুকে তো উঠ্‌ল কেঁপে, রোমাঞ্চ তা'র জাগল সারা দেহে।
—হা ভগবান ! ডাক্‌ল বধূ—বাড়ী এলেন স্বামী—
কেমন করে' কি করে' আজ সাম্‌নে যাব আমি !
—কোথায় ছিল, কেমন ছিল—কথায়-কথায় রাত্রি হ'ল ঢের,
জামাই কিছু খাবেনাক ; শয্যাটি তা'র বিছিয়ে বিশ্রামের
বাহির ঘরে ডেকে'
শ্বাশুড়ী তা'য় বল্লে ধীরে —হাতটি শিরে রেখে'—
নিমাই !
আজকে তুমি নওক কেবল শুধু আমার জামাই,
তুমি আমার বাবা—আমার ছেলে ;
ভালো-মন্দ ভাব্‌না যত তোমার হাতে দিলাম আজকে ফেলে।
একটা কথা সত্যি বল্‌ব আজ,
নাইক আমার শঙ্কা-সরম—নাইক কোনো লাজ
আজকে তোমার কাছে ;
নইলে ধর্ম্ম বিরূপ হবে পাছে।
আমার মেয়ের—তোমার বধূর—সতীনামের 'পরে—
নারীর যাহা কলঙ্ক—তা' ঘটেছে বাপ, একটী দিনের তরে!

বিধির লেখা—কে খণ্ডাবে কোথা ?
তাই তা'রে আজ বলে' পতিব্রতা
তোমার হাতে পারছিনাক দিতে ;
ছাড়্‌লে তা'রে ছাড়্‌তে পার, ইচ্ছা করলে পারও টেনে নিতে।
কারণ, তাহার মনের নাইক দোষ ;
কলঙ্ক তা'র দেহের মাঝে—জ্বালিয়ে দেছে দারুণ অসন্তোষ।
যেদিন থেকে ফেলে গেছ তা'রে,
সেদিন থেকেই এম্‌নি পথের ধারে
ভাসিয়ে দিয়ে গেছে তোমার ভাই—
সে সব কথা চাপা কিছুই নাই।
চারটি বছর ধরে'
যেমন করে' ভয়ে-ভয়ে মরে'
আগ্‌লে আছি দায়ে পড়ে'—
ধর্ম্ম তাহা জানেন ভাল করে'।
তোমার জিনিষ আজকে তোমায় দিলাম ফিরে' ;—
যা হয় করো তোমার বধূটিরে।
কোনও খেদ আর নাই আজ আমার মনে ;
এর পরেতে বাঁচি মরি—খালাস তবু হ'লাম এ জীবনে।

কথা শুনে', একটু থেমে—ভাঙা-গলায় নিমাই বল্লে, মা !
তোমার মতন মায়ের মেয়ে কলঙ্কিনী হ'তেই পারে না !
আজকে তুমি দাঁড়িয়ে নিজের গ্রামে,
যে কথাটি বল্লে মুখে পেটের মেয়ের নামে—
সত্য কথার সেই সাহসের শুধু একটি কণা
মেয়ে তোমার পায় যদি মা, গুণের তাহার মিল্‌বেনা তুলনা !
তোমার আশীষ সাথে
নূতন করে' দান করো তা'য় আজকে আমার হাতে।

দোষ যদি তার ঘটে'ও থাকে ভুলে',
তোমার মত' সতী-হাতের দান বলে' আজ মাথায় নিলাম তুলে'!
এমন সময়—হঠাৎ পাশের ঘরে,
কিসের ভারি শব্দ হ'ল—কি-যেন-বা পড়্‌ল ভুঁয়ের 'পরে!
তাড়াতাড়ি ছুটে' গিয়ে তু'জনাতে—
দেখ্‌লে চেয়ে, সৌদামিনা মূচ্ছাগত লুটায় ধূলার সাথে!
রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে নিমাই—কালই আমি বাড়ী ফিরব ভোরে,
বৌকে আমি নিয়েই যাব; তা'রই জোগাড় দাও মা আমায় করে'।

কসাড়-ঘেরা কুটীরখানি কাঁসাই নদীর বাঁকে,
দুধের মতো রোদটি আসে সাতটি শালের ফাঁকে;
দক্ষিণেতে রাঙা মাটির বাঁধটি গেছে ঘুরে'—
মাথায় তারই নীলের রেখা—তালের সারি দূরে।
গাঙ্‌শালিখের কোটর-বেড়া বাঁধের বাঁকা পারে
একটি শুধু খেয়ার ডিঙি—বাঁধা ঘাটের ধারে;
কুটীরবাসী 'নবীন'-মাঝি খেয়া-তরীর নেয়ে;
—শূন্য গৃহ; 'সরম' বলে' একটি শুধু মেয়ে।

ও-পারেতে আখের ক্ষেতে শরের কুঁড়ে-ঘর,
চখাচখীর চিহ্ন-আঁকা পাশেই বাঁকা চর;
বিজন-বাঁধা শরের কুঁড়েয় কামঠা-বাঁটুল হাতে—
'জটাই' বলে' বন্য যুবা পাহারা দেয় রাতে।

—পাথর-কাটা নিটোল যোয়ান, ভয়-ভীতি নাই জানে,
ঝাঁক্ড়া চুলে পালক আঁটা, মাক্ড়ি পরে কানে,
গলায় মোটা পলার মালা বুকটি আছে ঘিরে'—
কাম্ঠা হাতে বজ্‌ডাকে হাঁক দিয়ে সে ফিরে।
—দীর্ঘ ছায়া ফেলে' যখন ঘুরে' বেড়ায় চরে—
ঘাটের ধারে মেয়েরা সব দেখায় পরস্পরে ;
সরম যে দিন প্রথম তা'রে দেখ্‌ল চেয়ে ভয়ে,
কাঁখের কলস্ পড়্‌তে-পড়্‌তে গেল তাহার রয়ে !

এ-পারে সে ক্বচিৎ আসে—শুধু হাটের দিনে,
কড়ি গুণে' একলা-ঘরের জিনিষ নে' যায় কিনে' ;
মাঝির মেয়ের মাছের কাছে যে দিন পড়ে পা—
আঁচড়-খড়ি যায় সে ভুলে'—ছম্‌কে' উঠে গা !
—রাতে শুয়ে স্বপন দেখে—কাঁসাই নদীর চর,
তা'রি মাঝে একটি শুধু শরের কুঁড়ে-ঘর ;
পাশেই তাহার কাম্ঠা-হাতে দীঘল ছায়া ফেলে'
ঝাঁক্ড়া মাথায় ঘুরে' বেড়ায় সাঁওতালেদের ছেলে !

বর্ষা নামে কাঁসাই-গাঙে রাঙাজলের রথে—
এপার-ওপার একসা করে' ঘাটে-মাঠে-পথে ;
বাঁধের উপর জল উঠিয়ে বেনা-ঝাড়ের তলে,
পারের চড়া ডুবিয়ে দিয়ে সাঁতার-পাথার জলে।
—কাঁখ-বরাবর ডুবে' গেছে সাঁওতালেদের কুঁড়ে,
পাশেই তাহার উঁচু মাচান উঠে পাথার ফুঁড়ে' ;
কড়্‌কড়িয়ে দেব্‌তা ডাকে, বৃষ্টি পড়ে ঝুরে'—
ঝাপ্‌সা পারে তালের ডোঙায় জটাই বেড়ায় ঘুরে'।

—এমন দিনে একলা সে যে, ভয় কি তাহার নাই ?
সরম ভাবে, মাঝির ঘরে হয় না কি তা'র ঠাঁই ?
ঝাঁকড়া-চুলের লোকটা কিন্তু থাক্‌বে বাহির ঘরে—
আজো তা'রে দেখ্‌লে যে তা'র বুকটা কেমন করে !

বর্ষাশেষে শরৎ আসে জাগিয়ে বালির চর,
জল-বাথান' ডোবার ধারে বাঁধিয়ে হাঁসের ঘর ;
শাদা রোদে কাশের মাথায় খেলিয়ে দুধের বান—
তা'রি মাঝে জাগিয়ে চোখে শরের কুঁড়েখান ।

সে দিন মাঘে—ভিড় ভেঙেছে কাঁসাই-ডাঙার হাটে,
নবীন-মাঝি গরুর খোঁজে গিয়েছে কোন্ মাঠে ;
সরম তাহার মাছের কড়ি গুণছে দাওয়ার 'পরে—
ঝাঁকড়া-চুলের লোকটা এল কাম্‌ঠা হাতে করে' !
—এমন দীঘল যোয়ান গড়ন—এমন কচি মুখ !
শিশুর মতন কয় যে কথা,—কাঁপ্‌ল তবু বুক !
—নবীন-মাঝি নাইক ঘাটে, ফিরব আমি চরে—
সরম তুমি একটু উঠে' দেবে কি পার করে' ?
—কতদিন সে চালিয়েছে যে নবীন মাঝির 'না',
একটু উঠে' পার করাতে বাধাও ছিল না ;
শিশুর মতন সরল চাওয়া, সহজ মুখের কথা—
তবু কেন মুস্‌ড়ে যাওয়া—লজ্জাবতী লতা !

ত্বরিৎপদে ফিরল যুবা বারেক নাহি চাহি',
শীতের নদী সাঁতরে' তীরে উঠ্‌ল অবগাহি';
কাঠের মতন রইল সরম—সরম-ভাঙা বুকে,
পার করে' দাও—বাজে কেবল শিশু-সরল মুখে !

অজানা সেই অতিথ-গীতি ভীষণ-মধুর সুরে—
সারারাত্রি ঢেউ খেলা'ল বক্ষ-সাগর যুড়ে' ;
ভোরের নিদে স্বপন দেখে—কাম্ঠা-বাঁটুল ফেলে,
তা'রি পানে তাকিয়ে আছে সাঁওতালেদের ছেলে !

ভাদর মাসের বানের মতন বয়স উঠে বেড়ে' ;
মনে পড়ে, কোন্ কালে সেই স্বামী গেছে ছেড়ে !
খুটিনাটি ঘরের কাজে—সময় কি আর কাটে ?
জানে না—কি নালিস্ আছে, তবু হৃদয় ফাটে !

বছর ঘুরে' গেছে দু'বার কাঁসাই নদীর বাঁকে,
দুধের মত রোদটি আজো আসে শালের ফাঁকে ;
দক্ষিণেতে রাঙা মাটির বাঁধখানি সেই আছে,
গাঙ্শালিখে তেম্নি ডাকে নাওয়া-ঘাটের কাছে।
সবই আছে তেম্নি—শুধু একটি কেবল নাই !
ঝাঁক্ড়া-চুলের দীঘল যোয়ান—কোথায়, সে কোথায় ?
বালির চরে আখের ক্ষেত আর শরের কুঁড়ে ফেলে'—
কোথায় সে আজ, কোথায় সে আজ সাঁওতালেদের ছেলে !

কত বছর গেছে কেটে কাঁসাই নদীর বাঁকে—
কে জানে—রোদ আসে কিনা সাতটি শালের ফাঁকে !
সরম শুধু চেয়ে থাকে—থম্থমে মাঝ-রাতে—
আস্বে কখন দীঘল-গড়ন কাম্ঠা-বাঁটুল হাতে !

বাঁশীওয়ালা

ওগো বাঁশী-ও'লা, এই বাড়ী এস—আধেক-জানালা-ফাঁকে,
কোমল-মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিও'লাকে ;
অঙ্কে তাহার ফুটফুটে মেয়ে—তা'রি পানে বাহু মেলি'—
তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি'।

বৈশাখী দিবা—দ্বিপ্রহরের আলোক-পাপড়িগুলি
একে-একে যেন হেলায় ফাটিয়া এলায়ে পড়িছে খুলি' ;
নিথর নিঝুম—তন্দ্রা আহত নীলের বক্ষ চিরে'
ক্লান্ত-করুণ চিলের কণ্ঠ আকাশে ধ্বনিয়া ফিরে !
—হেনকালে পথে তীব্র মধুর বাঁশীর আর্ত্তনাদ
মধ্য-দিনের সমাধি-স্বপ্নে সহসা সাধিল বাদ ;
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিশু-গোপীদলে অমনি পড়িল সাড়া—
কালা নয় তবু বাঁশরীর স্বরে তোলপাড় সারা পাড়া।
শিরে বহি' বোঝা, বাঁশীটি ধরিয়া শীর্ণ দু'খানি হাতে,
ফুৎকারে দু'টি ফুলাইয়া গাল সুবিপুল চেষ্টাতে—
পথ দিয়া বুড়া বাজায়ে চলেছে আঁখি রাখি' চারিভিতে ;
—ওগো! এই বাড়ী—ডাকিল তরুণী সুমধুর ভঙ্গীতে।
দুই হাত দিয়ে পসরা নামায়ে পসারী ঢুকিল দ্বারে,
অন্ধের মত ক্ষণেক সহসা দাঁড়াল' অন্ধকারে ;
বক্ষ ভেদিয়া উঠিল যে ধ্বনি দীর্ঘশ্বাসের মত,—
লক্ষ্য করিলে বুঝিবে নিমেষে—ক্লান্তি যে তা'র কত !

—ভাল বাঁশী আছে—শুধা'ল তরুণী; শিশু-মুখে হাসি ফুটে;
বা'র করো দেখি—কচি মুখে যাহা আপনি বাজিয়া উঠে ;

টুক্‌টুকে ঐ ঠোঁটের মতন টুক্‌টুকে হওয়া চাই—
মূল্যের লাগি' ভাবিও না কিছু—যা' চাহিবে দিব তাই।
পণ্যের ভার নামাইতে বুড়া আপনি পড়িল নুয়ে!
শুষ্ক কণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকি' বসিয়া পড়িল ভুঁয়ে!
একটু জল কি পাই মা জননী—তৃষ্ণায় ফাটে ছাতি—
তরুণীর পানে চাহিল বৃদ্ধ ঊর্দ্ধ নয়ন পাতি'!
'মা' বলে ডাকিতে বাকী ছিল যাহা মায়ের নিভৃত প্রাণে—
উছলি' উঠিল অমৃত-সিন্ধু চাহিতে মুখের পানে';
মেয়েরে নামায়ে তাড়াতাড়ি উঠে' ছুটে' গিয়ে ঘর থেকে
সুশীতল জল, সাথে কিছু তা'র, সম্মুখে দিয়া রেখে,
মধু নিঙাড়িয়া কহিল—আ হা হা! রোদটা লেগেছে ভারি!
খেয়ে ফেল বাছা—জননী-কণ্ঠে ঝরিল অমৃত-ঝারি!
অমনি সঙ্গে ইঙ্গিত করি' মোহন ভঙ্গিমাতে—
'কেয়ে প্যাল' বলি' প্রতিধ্বনিটি জাগিল যেন বা সাথে!
স্নেহের সে দানে লভিয়া জীবন বালিকার পানে চাহি'—
মুগ্ধ যেন সে রহিল বৃদ্ধ—নয়নে নিমেষ নাহি;
মুখে নাই বাণী, সঙ্কোচে টানি' লইল তাহারে বুকে—
সিন্ধুর কোলে ধরা দিল শশী আনন্দে-কৌতুকে!

কোথায় পসরা, কোথা বেচা-কেনা—কিছু নাই, নাহি কেউ
অকূলের কূলে আছাড়িয়া মরে দুকূল-হারাণ' ঢেউ;
কোন্ সুদূরের কোন্ ছবিখানি কবেকার কেবা জানে—
অতলের তলে কোন্ ছলে আজি বাড়ব-অগ্নি হানে!
সূর্য্য তখনো রুদ্র প্রদীপ ঘুরায়ে গগন-থালে,
বিশ্বনাথের মন্দিরতলে দীপ্তির ধারা ঢালে;
বাজে অমূর্ত্ত প্রহর-ঘণ্টা ডিণ্ডিমে তাল রাখি'—
মুখরা মেদিনী ভয়-নির্ব্বাক মেলি' বিস্মিত আঁখি!

—বয়ে যায় বেলা, কাজ আছে মেলা—রমণী ডাকিল তা'রে ;
স্বপ্নাবিষ্ট চকিতে উঠিয়া বসিল অন্ধকারে !
তাড়াতাড়ি খুলি' বৃহৎ পুঁটুলি, হাতাড়িয়া তলদেশে—
টক্‌টকে রাঙা অপূর্ব্ব বাঁশী বাহির করিল শেষে !
তিরি-রিরি-রিরি—বাজিল বাঁশরী কচি মুখে চুমু খেয়ে ;
বিস্মিত বুড়া—কাঙাল যেন বা মাণিক কুড়ায়ে পেয়ে !
মহা আনন্দে হাততালি দিয়া হাসি-মুকুলিত মুখে,
সিন্ধুর শশী ঝাঁপায়ে পড়িল আকাশের শ্যাম বুকে !

—কত দাম হবে—শুধা'ল জননী, হরষিত আঁখি তুলি'—
বৃদ্ধ তখনো বালিকার পানে চেয়ে আছে সব ভুলি' !
—দাম কত এর—শুধাইল ফিরে' ;—পসরা বাঁধিতে তা'র,
বৃদ্ধের বাহু উঠিল কাঁপিয়া, নয়নে অশ্রুধার !
—মাপ করো মোরে—টিনের বাঁশীর কতই বা হবে দাম ?
'সেলামী' বলিয়া মায়েরে আমার আজি উহা সঁপিলাম ।
হিয়ার মাঝারে কি যে আজি করে—কেমনে বুঝাব বলে' ?
দশগুণ দাম পেয়েছি, যখনি মায়েরে করেছি কোলে !

—ওমা ! সেকি কথা—গরিব মানুষ, দুঃখের কড়ি তব—
মুখের অন্ন—অমন করিয়া কেমনে কাড়িয়া লব ?
—এসো যেয়ো পথে, দেখে-শুনে' যেয়ো—এমনি সে চিরদিন,
ঋণ-দায়ে আর জড়িয়ো না মোরে—সে যে বড় সুকঠিন !

ছাড়িয়া মায়েরে খুকি আজি দূরে—বাঁশী যে তাহার সাথী—
বুলবুল যেন শিস্ দিয়ে ফিরে সুরের নেশায় মাতি' !
তিরি-রিরি-রিরি বলিছে বাঁশরী, অমনি হাসিটী মুখে—
আনন্দ যেন উছলি' উঠিছে উৎসাহে-কৌতুকে !

—প্রাণ তুমি মোরে দিলে যে আজিকে—সে কি নহে মোর ঋণ !
প্রাণের বদলে ছোট বাঁশীটাও দিতে কি পারে না দীন ?
—দরিদ্র বটে, তবু যে আমার ছিল মা—অমনি মেয়ে—
সেই মুখ আজি মনে পড়ে' গেছে ঐ মুখখানি চেয়ে !
থামিল বৃদ্ধ—কণ্ঠ তাহার গদগদ করুণায়,
অশ্রুবাষ্প ফিরিয়া ফিরিয়া নেত্র ভরিয়া যায় !
জননীর স্নেহ-অশ্রুসাগরে—সেথাও ডেকেছে বান ;
পসারীর শিরে হাত রাখি' কহে—তুইও মোর সন্তান !

রুধির যেদিন ক্ষীর হয়ে আসে—রমণী যেদিন মাতা,
নয়নবহ্নি মেঘ হয়ে যবে আবরে আঁখির পাতা,
তরঙ্গ যবে রঙ্গ ছাড়িয়া হয়ে উঠে রসধারা—
বিশ্বে সেদিন সুন্দর হয় শিবের মাঝারে হারা !

মেয়ে মনে ভাবে—একি হ'ল আজ, বুড়া কেন নাহি যায়—
তাই ধীরে ধীরে মার পানে আর তা'র পানে ফিরে' চায় !
পাওনা যা'—তাহা পাওয়া কি হইল, দেনা কি রহিল দেনা—
খেলার পসরা বিনিময়ে আজ মমতার বেচা-কেনা !

সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে তখন, রাঙা রবি গেছে পাটে—
কি পসরা আজ বেচিলে, পসারি ! হারাণ'-হিয়ার হাটে ?
হারায় যা' তাহা যায় কি রে পাওয়া—ও শুধু বাড়ান' দুখ ;
বার-বার হায় ! সেই ব্যথা পেতে, তবু মন উৎসুক !

———

মঞ্জুর

বৃদ্ধা পৌষ—শীত-জর্জ্জর, শিরে কুহেলির জটা,
মিট্‌মিট্‌ করি' মেলিয়া আকাশে ঝাপ্‌সা দৃষ্টি কটা,
প্রভাতে প্রদোষে লতা-পাতা ঘাসে শিশিরের জাল বোনে—
কভু উদাসীন, রোদে পিঠ দিয়া বসি' রয় আন্‌মনে ;
বিড়্‌ বিড়্‌ বকি' লাঠি ঠক্‌ঠকি' কভু ঘন নাড়ে মাথা,
খস্‌খস্‌ করি' অমনি খসিয়া পড়ে সে গাছের পাতা ;
কভু ক্রোধে সারা যেন জ্ঞানহারা, নাসিকায় শ্বাস পড়ে—
বিশ্বজগৎ উত্তরবায়ে থরথর করি' নড়ে !
—এল শীতকাল—খেজুরের গাছে ভাঁড়টি হয়েছে বাঁধা,
আঙিনার কোল ভরিয়া ফুটেছে গৃহের দুলাল গাঁদা ;
সকালে কুয়াসা, বৈকালে ধোঁয়া, সাথে উত্তর বায়,
মাথার উপরে সারি দিয়া সাঁঝে হাঁসেরা উড়িয়া যায়।
—এ হেন সময়ে গ্রামের প্রান্তে বেদেদের ছাউনিতে
সহসা উঠিল মহা কোলাহল, কেহ নারে থামাইতে ;
—রাজার পাইক শুনায়েছে আসি' বেজায় হুকুম কড়া,
বর্ব্বরদল তাই চঞ্চল, কণ্ঠ হয়েছে চড়া !
কয়দিন হ'ল এসেছে উহারা, ছাউনি ফেলেছে মাঠে,
সেই হ'তে ভয়ে মেয়েরা একেলা চলেনা দীঘির ঘাটে ;
গৃহী-গৃহস্থ শশব্যস্ত ঘটি-বাটি সাবধানে,
জননীরা ভয়ে আগলায় শিশু প্রমাদ গণিয়া প্রাণে।

পুরুষ ও নারী—সতেরটি লোক বুড়া-বেদিয়ার দলে—
সতেরটি লোক মাথা গুঁজি' রয় তিনটি তাঁবুর তলে ;
তিনটি অশ্ব, ছ'টি গর্দ্দভ, সাতটি কুকুর, আর
'রঙ্গু' বলিয়া ছাগশিশু এক সঙ্গের সাথী তা'র !

জাতিতে বেদিয়া, পেষা সে ভ্রমণ—ভ্রমণই জীবনযাত্রা,
দেশে দেশে ফিরে, যতদিনে যা'র ফুরায় আয়ুর মাত্রা ;
গৃহধনজন—যা' কিছু সঙ্গে ; হাতিয়ার শুধু সাথী—
দীর্ঘ বর্শা, তা'রি ভরসায় কাটায় দিবসরাতি।
ক্ষুধার খাদ্য বনের জন্তু, অন্নের নাহি ঠিক,
কভু মিলে কভু মিলেনাক যাহা—গণেনা তা' নির্ভীক,
চিরবারমাস সদা যা'র বাস অরণ্য-মাঝখানে,
হাতের লক্ষ্য মিলায় ভক্ষ্য, শুধু তাই তা'রা জানে।

সবে দু'বছর ঘোরেনি এখনো, ফিরে' এই গ্রামে আসা,
শ্মশানের পারে 'বাভাড়ে'র ধারে তেমনি বাঁধিয়া বাসা,
পল্লী যুড়িয়া শঙ্কিতহিয়া—সন্দেহ-কাণাকাণি,
বুড়া জমীদার ভাবে—এ আবার কি পাপ এল না জানি !
বিশেষতঃ সেই বহুবাল্যের স্মৃতি মনে পড়ে ঘুরি'—
পিতার চিন্তা মাতার কান্না—বাড়ী হ'তে ছেলে চুরি ;
সেই খোঁজ—সেই খানাতল্লাসি, সন্দেহ কত-মত—
বহুদিন ধরি' পুলিশের সেই শাস্তি-শাসন যত !
সে তো বহুকাল ; আধ শতাব্দী গিয়াছে তাহার পরে,
সেকালের লোক বিলুপ্তশোক গিয়াছে লোকান্তরে ;
তবু সেই হ'তে সন্দেহ এক আছে সবাকার প্রতি—
সাধু সন্ন্যাসী বেদিয়া ফকির—ভেদ নাই এক রতি।

আরো সে কারণ, বৃদ্ধের দলে 'ঘুর্ণী' বলে' যে মেয়ে,
ছাগল নাচিয়ে পথে-পথে ফিরে তুর্কি গজল গেয়ে—
জমীদারসুতা 'ঝরণা'র সাথে মিল আছে নাকি তা'র !
দুজনে যাহারা দেখেছে, তাহারা তাই বলে বারবার।
যাউক সে কথা—নাহি যা'র মাথা, নিকাশ যাহার নাই,
সে সকল এবে ভাবিয়া কি হবে ? এখন যাহা উপায়—

কোনমতে সব দূর করে' দেওয়া আপন এলাকা হ'তে ;
আজই দরবারে উপায় তাহার হইবেই কোনমতে।

সূর্য্য তখন অস্তে ব্যস্ত ঝাপ্‌সা মেঘের পারে,
ইক্ষুর আটি লইয়া কৃষক ফিরিছে বনের ধারে ;
সারি-দেওয়া-দেওয়া লঙ্কার ক্ষেতে আঁধারে লুকায় লাল,
হিমে-ভিজা-ধূলা পল্লীর পথে ফিরিছে গরুর পাল।
শিকার সারিয়া পুরুষ যোয়ান ফিরিছে বেদের ঘরে,
রমণীরা ফিরে ডালা-কুলা বেচি' 'বাথান-পাড়া'র চরে ;
কেহ বা ফিরেছে 'বাত ভালো করি', কেহ-বা মন্ত্র পড়ি'
প্রণয়-রোগের ওষুধ বিলায়ে, বিকায়ে শিকড়-জড়ি।
'দড়াবাজি' সেরে' ছোকরার দল ফিরে—কাঁধে বহি' বাঁশ,
'ধনেশ' পাখীর তেলের বদলে আনি' বসনের রাশ ;
শেয়ালের শিং, বাদুড়ের জিভ্‌, কালো-নেউলের দাঁত,
বিক্রয় সারি' প্রৌঢ়া জনৈক ফিরিল—তখন রাত।
ঘাগ্‌রাটি আঁটা, কেশে বাঁধা জটা, কাঁচলিটি কসা বুকে,
হিল্লোলে-ভরা দেহবল্লরী নোয়ায়ে সকৌতুকে,
ঘুর্ণী তাহার ঘুন্টির হার বাঁধিছে ছাগের গলে—
বুড়া মঞ্জুর—আঁখি স্নেহাতুর, হেরে বসি' ভূমিতলে ;
—এমনি সময় জমীদার-দূত চারিজন লাঠি-হাতে
আসিয়া দাঁড়া'ল—রাজার হুকুম যাইতে হইবে সাথে ;
কড়া আঁখি আর চড়া কথা ক্রমে বিবাদ বাধা'ল শেষে—
বুঝায়ে-থামায়ে উঠিল বৃদ্ধ—লাঠি-হাতে মৃদু হেসে।

রাজা মহাশয় যেথা বসি' রয় সন্ধ্যার দরবারে,
বুড়ারে লইয়া হাজির করিল, প্রহরী দাঁড়া'ল দ্বারে ;
বুড়া মঞ্জুর বিস্ময়াতুর নোয়ায়ে পলিত শির
মৃদু হাসি' ধীরে কুর্ণিশ করে' দাঁড়ায়ে রহিল স্থির।

চিবায়ে তখন রাজা ধীরে ক'ন—মঞ্জুর তব নাম ?
বেদিয়ার দলে কতদিন বাস, কোথায় আদিম ধাম ?
প্রতি বৎসরই আস' হেথা দেখি—মৎলবখানা কি ?
চুরি পেশা বটে ? দলেবলে সব পুলিসে ধরায়ে দি !
—কি বলিবি বল্, নতুবা শিকল পড়িবে এখনি পায় ;
তবু কথা নাহি, নতমুখে চাহি' বুড়া রহে নিরুপায় !
নির্ব্বাক দেখি' রাজা কহে, একি ! ত্বরিৎ জবাব চাই—
পুলিস কিন্তু আনিব এখনি—সত্য যদি না পাই ।

—জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি, আজি বা বলিব কেন ?
তোমা চেয়ে রাজা আমার বয়স কম নয়, তাহা জেন';
তবু আজ যেন সত্য বলিতে কণ্ঠ উঠিছে কাঁপি'—
কেন অকারণ শুধাও রাজন, আমিও তা' রাখি চাপি' !
শুধু এইটুকু বলিবারে পারি, নাহি কোনো অপরাধ ;
আজি গৃহহীন, ছিল একদিন—বিধাতা সেধেছে বাদ !
ভালই হয়েছে, সব দেশ দিয়ে এক দেশ নিল কাড়ি'—
যে ক'দিন বাঁচি, যেখানেই আছি—সেই মোর ঘর-বাড়ি ।

—পাকা জুয়াচোর হবে নিশ্চয়, তত্ত্বের কথা বলে—
প্রশ্ন যা' করি—জবাব দেয় না, আর এক পথে চলে !
দু'টি সোজা কথা চাহি শুধু আমি—বল্ তুই শুধু কে—
ছাগল নাচিয়ে পথে-পথে ফিরে, কে বা হয় তোর সে ?

শোন' তবে আজ, শোন' মহারাজ—যে কথা বলিনি কা'রে,
বিচারের ভয় করিনা তোমার—সে হবে আরেক দ্বারে ;
শুনেছি যা' কাণে, বলি তা' এখানে—আমি তোরি বড় ভাই—
বেদিয়ার দলে চুরি গিয়াছিনু—কবে, তাহা মনে নাই !
সর্দ্দার বলি' মানিতাম যা'রে,—তা'রি মুখে এক দিন
শুনেছি এ কথা ;—সত্য-মিথ্যা জানেনা ভাগ্যহীন !

—ঐ মাঠে আর এই শীতকালে, দশটি বছর আগে
শুনিয়াছি ইহা ; গিয়াছে সে চলি'—কথা তা'র মনে জাগে!
নিজ পরিচয় কি যে বিস্ময়—বেদনা জাগা'ল প্রাণে,
আমি জানি আর অন্তর্য্যামী যদি কেউ থাকে, জানে।
তা'রি পর থেকে লুকাইয়া দেখে' শিখিয়াছি লেখাপড়া,
আর তা' কি হবে ? জীবন-নদীতে জাগিছে মরণ-চড়া!
এই বাড়ী-ঘর লোকলস্কর আমারও পারিত হ'তে,
তা' না হয়ে কিনা বর্ব্বর সেজে চলিয়াছি কোন্ পথে!
—সেই হ'তে ভাই, মনে সুখ নাই ; তবু ঘুরে-ঘুরে' আসি—
দূরে থেকে তবু অজানা আপনে দেখি—তাই ভালবাসি।
আর ক'টা দিন ? চুকিয়াছে ঋণ—যাব আর এক দেশে,
মনে হয়—সেই সন্ধ্যার হাওয়া লাগিছে ললাটে এসে।
এ জীবনে, ভাই, কভু কোনদিন দাঁড়াইনি তোর পথে—
এই অনুরোধ—প্রথম ও শেষ, রাখ্ ভাই কোনমতে।

সহসা সেথায় কোথা হ'তে এল পরীর মতন মেয়ে—
ছাগশিশু নিয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে—ঘুর্ণী সে, দেখি চেয়ে।
কাঁদি' কয় বুড়া—ছিল একজন, সেও ছেড়ে গেছে মোরে,
যাবার সময় বেঁধে' রেখে গেছে—ঐটুকু মায়াডোরে।
থামিল যখন, রাজার তখন জ্ঞান এল যেন ফিরে'—
বেদের দুহিতা মাঝে যেন হেরি' আপন দুহিতাটিরে!
তাড়াতাড়ি উঠি' কাছে এল ছুটি'—পুনরায় গেল ফিরে'!
রাজ-দরবার হ'ল চুরমার—কপাট পড়িল ধীরে!

—সেদিন রাত্রে ভারি দুর্য্যোগ, জলঝড় সারারাতে ;
একে শীতকাল, তা'য় কন্‌কনে উত্তর বায়ু সাথে।
ভীষণ আঁধার–ঢাকা চারিধার নিরন্ধ্র কালো মেঘে,
বজ্রের ডাক—প্রলয়ের শাঁক মেঘে মেঘে উঠে জেগে'।

বুড়া জমীদার করে হাহাকার, নিদ্রা নাহিক চোখে ;
থেকে-থেকে কয়—আর কিছু নয়, কি বলিবে সব লোকে !
ঘুরে-ফিরে' আসে ঝরণার পাশে, চুপ করে' দেখে মুখ—
কন্যা বলিয়া কেঁদে উঠে হিয়া, গুরুগুরু করে বুক !
—রাত্রি তখন রয়েছে—যখন বাহিরিলা একা পথে,
প্রহরীরা সব সাথে যেতে চায়, ফিরাইলা দ্বার হ'তে।
ঝটিকা তখনো হাঁকে ঘনঘন—ধরিয়া এসেছে জল ;
বিদ্যুতালোকে পড়িল সে চোখে অদূরে শ্মশানতল !
অতি দ্রুত পায়ে উতরিল বাঁয়ে, প্রান্তর-পরপারে—
—দাদা—বলি' জোরে চীৎকার করে' ডাকিল বনের ধারে ;
কেবা কোথা হায়, চিহ্নও নাই ! আবার আসিল জল ;
মাথার উপরে হাসি' হা-হা করে' উড়িল হাঁসের দল !

ময়না

তোমার তখন জন্ম হয়নি—বারশ'-সাতাশি সাল—
উৎকল দেশে অন্নকষ্ট আনিল পঙ্গপাল ;
সারাদেশ যুড়ি' শুধু হাহাকার, চা'ল নাই কারো ঘরে,
জনক-জননী ছেলেমেয়ে বেচে' পারে যদি পেট ভরে !
তাও শেষে যায়, কিনিবে কে হায় ! ধনী নাই সারা দেশে-
যে যেখানে পায় পালাইয়া যায়—প্রাণ দেয় পথে শেষে ;
ছাগ মেষ গরু—রহিল না কিছু ; ক্ষুধা—পৈশাচী ক্ষুধা
মানেনাক কিছু ; লতা-পাতা-ঘাস—তাই ক্ষুধাহরা সুধা !

পথে-ঘাটে-মাঠে, কে করে সংখ্যা—স্তূপাকার শবরাশি,
জীবন্মৃতেরা তা'রি পাশে মিলি' টানাটানি করে আসি';
কাড়াকাড়ি—শেষে মারামারি করে' বাড়ায় মৃতেরি দল,
মারিভয় আসি যোগ দিয়া সাথে জ্বালায় প্রলয়ানল!
শুধু হায় হায়, শুধু হাহাকার, মৃত্যু, মৃত্যুশঙ্কা;
শূন্য নগরে ঘরে-ঘরে-ঘরে মরণ বাজায় ডঙ্কা;
কঙ্কালসার প্রেতের আকার জীবন বেড়ায় ঘুরে',
আঁধারপূর্ণ ভীষণ শূন্য পুরবাসিহীন পুরে!

বসন্ত এল শূন্য পুরীতে দক্ষিণ জানালায়,
হাওয়ার পরশে 'আহা'টি বলিতে কোনখানে কেহ নাই;
নাহি সে প্রকাশ, মাঠে নাই ঘাস—শ্বেত কঙ্কালে ঢাকা,
লতা-পাতা নাই, ফুল ফুটে কোথা,—পাখী নাই, কোথা পাখা?
ভীষণ বন্যা ঠিক সেইবারে যোগ দিল সাথে আসি',—
ধুয়ে-মুছে' যেন করিবে লুপ্ত প্রকৃতি সর্ব্বনাশী!
নাশিয়ে-ভাসিয়ে সমস্ত দেশ শ্রাবণ-প্লাবন চলে—
বিনাশ-বিষাণ বাজায় ঈশান বন্যার কলকলে!
বিশ্বের যত বিধি ও বিধান—শেষ আছে সবাকার,
অন্তবিহীন মহাকাল শুধু ধারেনা কাহারো ধার।
জীবন-মৃত্যু কাহারো ভৃত্য নহেক সে কোনদিন,
কালসিন্ধু—সে কল্লোলি' চলে আনমনা উদাসীন।
নগরকণ্ঠে 'ঝিন্টি'র ধারে 'মাটিয়া'-পাহাড় 'পরে
একটী কণ্ঠ কাঁদিছে ক'দিন সাপুড়িয়াদের ঘরে;
তিনদিন হ'ল 'ওস্তাদ' সেই গিয়াছে যে বাড়ী থেকে,
ফিরে নাই আর; হেন লোক নাই—আসে একবার দেখে'!
—গিয়াছে বলিয়া—পেটের উপায় না করে' ফিরিবেনা ক—
সাপের মাংসে যে ক'দিন পার', কোনমতে বেঁচে থাক!

হায়রে অভাগি ! সত্য ভাবিয়া কেন গেলিনেক সাথে,
সঙ্গে থাকিলে এমন বজ্র পড়িত কি কভু মাথে ?
বিরলবসতি পল্লীপ্রান্তে পূর্ণ-কাতর হিয়া
লুটিতে লাগিল দুয়ারের পাশে শূন্য জঠর নিয়া ;
মাচার উপরে একডালি সাপ গরজিছে নিঃশ্বাসে,
শতেক-ছিদ্র লাউয়ের বাঁশরী লুটায় তাহারি পাশে।
দ্বারের অদূরে মাদার গাছের কণ্টকে বুক রাখি'
থেকে-থেকে-থেকে উঠিতেছে ডেকে অজানা' পাহাড়ে' পাখী ;
স্তব্ধ দুপ'রে দূরে গিরি'পরে উঠে গুম্‌গুম্‌ ধ্বনি ;
গরজায় হাওয়া লুপ্ত করিয়া সর্পের গরজনি !
চালের উপরে রোদ আসে পড়ে', গিরি-শিরে আসে সন্ধ্যা,
হৃদয়রক্ত ফুটাইয়া মেঘে নামে নিশীথিনী বন্ধ্যা ;
ঘনায়ে আঁধার আসে চারিধারে বাদুড়ের কালো-পাখা,
চীৎকার করি' পেঁচায় চেঁচায় ঝটপটি' বটশাখা ;
শেষ-সহচরী বাঁশীটি লইয়া সঙ্গের শুধু সাথী,
বাহিরিলা ধীরে সাপুড়িয়া নারী—তখনো রয়েছে রাতি ;
জগতে যাহার যোড়া নাহি আর, নাহি যা'র পরাজয়—
ক্ষুধার তাড়ন—না মানে শাসন, ভুলায় সকল ভয়।

দেশের প্রান্তে বলরামগড়—সিদ্ধ তীর্থ-ঠাঁই—
বৎসর ধরে' দেবমন্দিরে যাত্রীর শেষ নাই ;
পাঁচ রশি ঘিরি' নাটমন্দির, শতেক পান্থাবাস,
পঞ্চাশ মণ অন্নের ভোগ নিত্য সে—বারমাস।
সাধু সেবায়েৎ যাত্রী পথিক—নানাদেশ হতে আসি'
পায় পরসাদ, নাই প্রতিবাদ ; শতাধিক দেবদাসী
রঞ্জন করে চিত্ত সবার নিত্য নৃত্যে-গানে,
তীর্থের নামে আত্মবিকায়ে বিত্তের প্রতিদানে।

এবারের এই অন্নকষ্টে যদিও গিয়াছে ঢের,
বিংশতি মণ দৈনিক ভোগ তবুও গোবিন্দের ;
অসীম বিত্তে বাঁধা দেবার্থ—সেবার্থ বহু ধন,
কণিকামাত্র পায় তবু, কভু ফিরেনা অতিথিজন।

চত্বরমাঝে পান্থ-আবাসে, নিশীথ দ্বিপ্রহরে—
দীপালোকহীন আর্দ্র-মলিন নিভৃত একটি ঘরে,
ফিস্-ফিস্ স্বরে প্রহরেক ধরে' চলিতেছে জল্পনা ;
তিনটি ব্যক্তি—বয়স কাহারো তিরিশের অল্প না।
—মন্ত্রণা এই—গোবিন্দজীর মন্দিরচূড়া হ'তে
স্বর্ণচক্র সরাইতে হবে কালি রাতে কোনমতে ;
কার্য্য যাহার—অর্দ্ধেক তার অর্জ্জিত অর্থের,
বাকী দুইজনে তুল্য অংশ—বাকী বিত্তার্দ্ধের।
আঁধার ঘরের কপাট খুলিয়া সঙ্কোচে-সাবধানে,
বাহির হইয়া পরস্পরের কহিলা কি কানে-কানে ;
পা-টিপিয়া ধীরে বাহিরি' চলিল প্রাঙ্গন-পরপারে,
স্পন্দিত বুকে আসিয়া দাঁড়াল দেবমন্দিরদ্বারে।
নিম্নকণ্ঠে কহিলা জনৈক, দেবপীঠ পরশিয়া,
চন্দ্র সাক্ষী, করহ শপথ মন্দিরে হাত দিয়া—
জগতে একথা তিনজন ছাড়া জানিবেনা কেহ আর—
প্রতিজ্ঞাশেষে তিনজনে ভূঁয়ে করিলা নমস্কার।

স্নিগ্ধপরশ চন্দনরসে সিক্ত করিয়া বিশ্ব
চন্দ্র তখন মন্দির-আড়ে হইলা বিগতদৃশ্য ;
কলঙ্ক শুধু সঙ্কোচসম রহি' শশাঙ্কবক্ষে
মর্ত্ত্যের সেই মহাকলঙ্ক শিহরি' হেরিলা চক্ষে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অঙ্গন-পথে ফিরিতে বন্ধুত্রয়,
সহসা চমকি' চাহিল ; অদূরে ছায়া বলি' মনে হয় !
সরি' গেল ছায়া মন্দিরপাশে—স্তম্ভ-আঁধার পথে,
নর্ত্তকীবেশী মূর্ত্তিটি যেন মিলাইল দূর হ'তে।
—নিশি-অভিসার—কহিলা 'চণ্ডা'—'ওস্তাদ'-দলপতি ;
সঙ্গীরা হাসি' কহিলা অমনি, দ্রুততর করি' গতি—
দেখাই যাক্ না—ফিরাইলা দোঁহে ভ্রূকুটি-তিরস্কারে ;
চক্রীর দল ফিরি' গেল ধীরে আপন গোপনাগারে।

পূর্ণিমা আজি ; মন্দিরে কিছু আরতির ধুমধাম,
নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত চলিতেছে অবিরাম ;
আরতি-অন্তে ভক্তের ভিড় বাড়িল তাহারি ধারে—
মণ্ডপ-পাশে দাঁড়া'ল শ্রোতারা ঘিরি' মণ্ডলাকারে।
তিনজন শুধু পাঠকের চেনা—গত রাত্রির দল,
সন্ধ্যা হইতে সীধুপানে কিছু উচ্ছল চঞ্চল ;
গভীর নিশীথ-কার্য্যের আগে হৃদয়ে আনিতে স্ফূর্ত্তি,
নৃত্যসভায় যোগ দিল তাই পরিচিত কয় মূর্ত্তি !
দুইজন করি' নর্ত্তকীদল—পুষ্পিত দেহসজ্জা ;
প্রতি অঙ্গের লীলা-ভঙ্গীতে লজ্জারে দিয়া লজ্জা,
নূপুরের তালে গাহে গোপী-গান রাসরসে মন মাজি'—
মহাজনে-রচা পুষ্পমালায় সাজায়ে কণ্ঠ-সাজি।
কেহ বলে 'আহা', কেহ দেয় 'বাহা', কেহ সুস্বর সাথে
গুণগুণস্বরে কণ্ঠ মিলায়, তাল দেয় কেহ হাতে ;
গীত অবসানে বংশীর স্বরে রাসমণ্ডলী-নৃত্যে
সমবেত নটী কম্পিত-কটি মোহিল নিখিল চিত্তে।
জানা বা অজানা নাহি যায় চেনা ; শুধু ছন্দ ও যতি—
ঘুরিয়া-ঘেরিয়া মোহন নৃত্য—দ্রুত লীলায়িত গতি ;

চকিত চরণ দোলা দেয় মন, প্রাণ উঠে যেন গাহি' ;
ওস্তাদ শুধু বারেক সহসা চমকি' উঠিল চাহি'।
নামিল বংশী—থামিল নৃত্য , ফিরি' গেল নটীদল,
ওস্তাদ যেন সেই হ'তে কিছু উন্মনা-চঞ্চল !
যে যাহার ঘরে ফিরিল নগরে ; চক্রীরা নিজবাসে ;
মন্দিরতলে শান্তি আসিল কোলাহলে উচ্ছাসে।
থম-থম করে গভীর রাত্রি—নির্ম্মল নিষ্কল,
তরল জ্যোৎস্না পিছলিয়া পড়ে চিক্কণ-পিচ্ছল
মন্দির-গায়ে, অঙ্গনতলে প্রস্তর-চত্বরে—
চন্দ্র যেন সে গোবিন্দজীরে মৌন আরতি করে !

প্রাচীরের ছায়ে গুটি-গুটি পায়ে—ও কে যায়, কোথা যায় ?
মন্দিরচূড়ে স্বর্ণচক্র চমকায় জ্যোছনায় ;
তারি তলে আসি' চারিদিকে চাহি' উঠিতে ভিত্তি 'পরে,
পিছন হইতে কাহার পরশে চমকি' উঠিল ডরে !
চকিতে ফিরিয়া চাহিতে হেরিল—নর্ত্তকী সে যে ময়না !
সম্মুখে বাজ পড়িলে মানুষ স্তম্ভিত বেশী হয় না !
—ছয়মাস আগে ঝিন্টির ধারে—মন্বন্তরমুখে,
যে গিয়াছে মরে', সে আজ সমুখে চাহিয়া সকৌতুকে !
বলরামগড়—দেবনর্ত্তকী—তৃতীয় প্রহর রাত্রি !
—প্রেতিনী নয় ত ? সহসা স্মরিয়া সেই বিস্ময়দাত্রী—
রাস-নৃত্যের সেই মুখখানি—মস্তক গেল ঘুরি' ;
সেই অবসরে হাতখানি তা'র কা'র হাতে গেল চুরি!

ভাল, ভালবাসা ! চিনিলেনা মোরে ? ময়না তোমারি আমি ;
কষ্ট যা দেছ, থাক্ তাহা মনে ; কি করিছ এবে স্বামি ?
দেবগৃহে চুরি ! মহাপাতকেও করে কভু হেন কাজ ?
তা'র আগে কেন উভয়ের মাথে পড়িল না এসে বাজ ?

—চুপ কর প্রিয়, সকলি যে জানি—কালিকার মন্ত্রণা—
দেবতা জানেন, সেই হ'তে বুকে কি দারুণ যন্ত্রণা
সহি পলে-পলে ; আমিও শপথ করেছি তোমারি সাথে—
ভাঙিব তোমার পাপ-প্রতিজ্ঞা প্রাণ দিয়া আজি রাতে।
—ত্যাগ করিয়াছ—নাহিক দুঃখ, সহিয়াছি হাসিমুখে,
ক্ষুধার যাতনা, মনের বেদনা—সকলি সয়েছি সুখে ;
অসহায়া নারী—পথে-পথে ফিরি, তা'তেও কষ্ট নাই,
দীর্ঘ দিনের দুঃখের কথা বলিতেও নাহি চাই।
যাত্রী-সঙ্গে এসেছি কেমনে এই দেব-মন্দিরে,
দিন পাই যদি, একে-একে সব দেখাব বক্ষ চিরে' ;
দূর হ'তে যবে হেরিনু ও মুখ সন্ধ্যা-আরতি-ভিড়ে,
শিকারী বাজের উদ্দাম ক্ষুধা পুষেছি বক্ষ-নীড়ে!
সন্দেহময় সঙ্গীর দল দেখিয়াছি দূর হ'তে,
বুঝিয়াছি ঠিক ভাসিয়াছ কোন্ অজানা পাপের স্রোতে ;
সেই হ'তে সদা সন্ধানে আছি, সুযোগ পাইনি কভু,
কোনো দিন কোথা একলা পাইনা—আঁখি রেখে ফিরি তবু
সন্দেহ পাছে করে কেহ, তাই সাজিয়াছি দেবদাসী,
ইচ্ছামত সে ভিতরে-বাহিরে—যেথা খুসি যাই-আসি ;
পাপের সঙ্গ সর্ব্বদা, তবু ধর্ম্মই এক লক্ষ্য—
তুমিই আমার ধর্ম্ম, প্রাণেশ! তুমিই আমার মোক্ষ!
কাল রাত্তিরে তিনজনে যবে বন্দ করিলে দ্বার,
জান, ভালবাসা! জানালার পাশে কান ছিল জেগে কা'র?
শুনিনু যেমনি পাপ-কল্পনা—পাষাণে বাঁধিয়া বক্ষ,
করিনু শপথ, যা' করিয়া পারি, হারাইব তব লক্ষ্য।
আজ সন্ধ্যায় মন্দিরে দেখি' চমকিলে দূরে থাকি'—
ভেবেছ কি বঁধু, তোমার সে ভাব এড়ায়েছে মোর আঁখি?

ভুলেছ কি প্রিয় বিবাহ-রাতের নৃত্য সে, রাত জাগি'—
সেই অভ্যাস সাধিয়াছি ফিরে' তোমারে পাবার লাগি'।
দেবদাসী বটে, তুমিই কিন্তু গোপন-দেবতা মোর,
সেই দেবতা কি দেব-দেব-দ্বারে আজিকে হইবে চোর ?
তা'র চেয়ে প্রিয় মৃত্যু যে ভাল—নাই বিষাক্ত সাপ—
ছুরি—সেও সখা, চুরি চেয়ে ভাল—ঘুচে' যাক্ অভিশাপ।
অভাবে, বন্ধু! মৃত্যু হয় না, আমিও যে আছি বাঁচি'—
জগৎনাথের চরণে তাইতে কৃতকৃতজ্ঞ আছি।
যেমন করেই চলনাক, নাই অদৃষ্ট ছাড়া পথ,
দেবের দুয়ারে হেন অপরাধে পূরিবে কি মনোরথ ?
অন্নের ভার জানিও তাঁহার,—বিশ্বাস রাখো ধরি'—
তুচ্ছ রমণী আমিই না-হয়, লইনু তা শিরে করি',
যতদিন বাঁচি—যা' করিয়া পারি, যোগাইব আমি ভার,
জন্মদুখীর ভিক্ষায় বঁধু, কিবা আছে লজ্জার ?
তবু যদি চাও, বধ করি' যাও, নাই তা'য় কোন দুখ ;
সুখের মৃত্যু—দেখিতে হবে না কলঙ্কী পতি-মুখ!
ক্ষুদ্র জীবন—আনন্দে দিব সে মহাপাপের আগে—
তোমার যা' তাহা তোমাকেই দিব—অভাগিনী দয়া মাগে!

হতাশ প্রাণে সে গভীর আঘাতে—ভাঙিল পাষাণ-বাঁধ,
একে-একে মনে ঘা দিয়া ফিরিল সহস্র অপরাধ ;
হুহু করে' জোরে, চক্ষুর দ্বারে ছুটিল রুদ্ধবান—
চন্দ্রকিরণে তারে-তারে তুলি' নীরব বেদনা-গান।
ময়নার কোলে মাথাটি রাখিয়া মুদিল চক্ষু দু'টি—
গোবিন্দজীর চরণে যেন সে পূজার পুষ্প দু'টি!
অনুশোচনার মধু-বেদনার পবিত্র হোমানলে
পুণ্য হইল দেব-মন্দির—পাতকীর আঁখিজলে!

নীরব ভুবন, নীরব গগন, স্থির মন্দিরতল,
বক্ষের সাথে মিলিত বক্ষ, চক্ষে অশ্রুজল ;
অতন্দ্র-আঁখি চন্দ্র তা' দেখি' লভিলা বিদায় ধীরে,
ঊষার বাতাস আশিস্ লইয়া পরশিল দু'টি শিরে।

এমন দুষ্টু ছেলে !
জোড়াটি তা'র ত্রিভুবনে খুঁজলে নাহি মেলে।
গাছে-ওঠা সাঁতার-কাটা ঝগড়া মারামারি,
—এ সব ত তা'র নিত্য আজ্ঞাকারী ;
তা'র উপরে নানানতর নূতন উপদ্রবে
ব্যতিব্যস্ত সবে—
গাঁয়ের লোক ;
ঘাঁটালে যে, তা'র উপর ত বিশেষ করে'ই রোখ !
বাপ বেঁচে নাই ; মার'ই যত জ্বালা !
—ওরে যাস্‌নে, ওরে দাঁড়া—নিষেধ-বিধির পালা
সকাল থেকেই সুরু ;
নাইক লঘু গুরু—
কে কা'র কথা শোনে !
ততক্ষণ সে সামন্তদের আমবাগানের কোণে
কিম্বা দীঘির ঘাটে
কিম্বা কোথায় ঘুড়ি নিয়ে ঘুরছে মাঠে-মাঠে ;

সঙ্গে ছেলের পাল—
কে জানে কোন্ বাগ্দী বুনো ধাঙড় কি চণ্ডাল !
মাথার কিরে দিয়ে
মা তাহারে বোঝান কত কোলের কাছে নিয়ে,
তখন কিন্তু চুপটি করে' থাকে—
কথা কয়না মাকে ;
লোকে দেখ্‌লে ভাব্‌বে, যেন ভালমানুষ কতই ;
পরের দিনে কিন্তু আবার আগের দিনের মতই !
—কোথায় বনে মৌচাক আছে, মধু পাড়তে গিয়ে
ফিরে' এল মাছির হুলে কপালটা ফুলিয়ে ;
কিম্বা হয় ত পাখীর বাসা পাড়তে গাছের ডালে,
কাপড় ছিঁড়ে' কনুই কেটে ফিরল সন্ধ্যাকালে !
এঁটে উঠাই ভার—
এম্‌নি স্বভাব মজ্জাগত তা'র !

এরি মধ্যে পূজোর আগের সময়টাতে,
সহসা এক রাতে
জননীরে ধরল বিষম জ্বরে ;
দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ছ'দিন গেল ছাড়্‌ব-ছাড়্‌ব করে' ;
ছাড়া দূরে—ক্রমেই আরো তেড়ে
ব্যাধি উঠ্‌ল বেড়ে ;
বদ্দি ক'দিন দেখে' বল্লে, 'রেমিটেণ্টো' জ্বর—
ছাড়তে পারে একুশ দিনের পর।
ঘরে এমন মানুষ নাই যে দেখে ;
কাহিল-কণ্ঠে ছেলেরে তাই ডেকে
মা বল্লেন—ওরে,
হেমন্তকে চিঠি একটা লেখ্‌ত ভাল করে' ;

বলিস্ এম্‌নি—মায়ের অসুখ ভারি,
দিদিকে তোর, চিঠি পেয়েই, নিয়ে তাড়াতাড়ি
একটি-বার সে আসে হলুদবাড়ী।
এ ক'দিনের ছেলের নাকাল দেখে'
জ্বরের ঘোরেও প্রাণটা যে তাঁর কেমন করে' উঠ্‌ছে থেকে-থেকে!
রাখাল—সে ত খাঁচায়-পোরা বাঘ,
ছটফটিয়ে হজম শুধু কচ্ছিল সে আপন মনের রাগ!
চিঠি লিখে' তবু খানিক ভরসা হ'ল তা'র,
বাহির হ'তে পারবে সে এবার।

চতুর্থ দিন ভোরে
স্বামীর সঙ্গে মেয়ে নিয়ে গরুর গাড়ী করে'
বিধু যখন উঠল এসে বাড়ী,
হাঁপ ছেড়ে সে বাঁচল তখন, মাথার বোঝা নাম্‌ল যেন তা'রি!
—এদিকে ত, একুশ দিনের ঠাঁই,
দৈবের ইচ্ছায়,
চোদ্দ দিনেই জ্বরটা গেল ছেড়ে;
উঠ্‌তে তবু ঝেড়ে
এখনো সে লাগবে অনেক দিন,
—দেহ এমনি ক্ষীণ!
হেমন্তকে ফিরতে হ'ল—বাড়ীতে কাজ আছে;
বিধু শুধু রইল মায়ের কাছে।

ক'দিন পরে নূতন ছাড়া পেয়ে
রাখাল যেন আরো মেতে উঠ্‌ল আগের চেয়ে;
অনেক দিনের চিত্ত উপবাসী
নিত্য নূতন দুষ্টামিতে পল্লীটারে ফেল্ল যেন গ্রাসি'!

যাদের সঙ্গে বিবাদ কিছু ছিল,
পুকুর তাদের আমিষশূন্য—বাগান তাদের উজাড় করে' দিল।
সঙ্গী-সাঙাৎ তা'র
সঙ্গ তাহার একটি দণ্ড ছাড়তে চায়না আর ;
কিন্তু এবার ঘরেও যে তা'র নূতন একটি চেলা
জুটেছে আজ ক'দিন থেকে—সইবেনা সেও গুরুর অবহেলা।
—গিরিবালা, বিধুদিদির আট বছরের ছোট্ট মেয়েটি সে,—
মামার দলে এম্নি গেছে মিশে'।
হৃদয় জয়ের নবীন নেশার টান
পুন্‌কে প্রভুর রাত্রি-দিনে জাগিয়ে দিল মাদকতার বান।
অশথগাছের আগ্‌ডাল হ'তে হল্‌দে পাখীর ছানা
নূতন মেলে ডানা
গিরিবালার কাঠের বাক্সটিতে ;
কাঠবিড়ালের ডোরা-কাটা পিঠের রেখাটিতে
বুলায় সে হাত গুরুর আশীর্ব্বাদে ;
ঘুড়ীর প্যাঁচ সে দেখে আপন ছাদে,
মামার কাছে অনেক ব্যাগার সয়ে ;
লাটিম যখন পড়ে চিতেন হয়ে,
কেমন করে' সুতোর ফাঁসে তুল্‌বে তা'রে হাতে ;
জামালকোটার বোঁটার আটার সাথে
ফুঁ মিশিয়ে বেলুন কেমন হয়—
এম্‌নিতর নিত্য নূতন শিক্ষা-অভিনয়
জাগিয়ে তোলে তরুণ প্রাণের আনন্দ-বিস্ময় !
সঙ্গে-সঙ্গে নির্য্যাতনও আছে—
মাঝে-মাঝে চড়টা-আস্‌টা খায়ও তা'র কাছে !
কিন্তু তা'তে কাঁদ্‌ল যদি,
অম্‌নি বুঝি খস্‌ল তাহার শিষ্যপনার গদি !

গুরু অমনি ভয় দেখিয়ে বলে—
কেয়াপাতার ভেঁপু-তৈরি রইল ত তা' হ'লে !
—যাই দেখি, ঐ ঘুণ্টু বসে' আছে—
পায়রা-ধরা ফাঁদটা বলে শিখবে আমার কাছে !
উল্টে' তখন চোখের জলটা চেপে,
ঘণ্টাখানেক ব্যেপে'
গিরির তখন খোসামদে গলাতে হয় মন ;
শিক্ষা—সে কি কম ছলনার ধন !
নূতন ছাত্রীটিরে
আদর এবং শাসন দিয়ে এইমত সে রাখতে চাহে ঘিরে' ;
সবার চেয়ে টানে
তা'রি পানে মনটা ছুটে, কেন যে—কে জানে ;
গাঁয়ের সেরা কলম-গাছের আম
আসে অবিশ্রাম
এখন হ'তে তা'রই কাছে বেশী সবার চেয়ে ;
ভক্তেরা সব ভাবে সবাই—কোথায় থেকে এল এ কোন্ মেয়ে!

এম্নি করে' দিন বয়ে যায় বাইরে এবং ঘরে ;
মাসখানেকের পরে,
জননী তা'র অনেক করে' রোগের কাছে ছুটি
পেয়ে সবে করেন উঠি-উঠি ;
এমন সময় একদা এক সাঁঝে
সারাদিনের পরে রাখাল বাড়ী ফিরল, তখন ছ'টা বাজে !
ঘরে পড়ে' রয়েছে ভাত বাড়া—
সকাল থেকেই নাইক তাহার সাড়া ।
ভিজে কাপড় ভিজে মাথা, রক্তবর্ণ আঁখি—
ছিপটি হাতে ঢুকল ঘরে ; বুঝতে কিছুই রইল না আর বাকী ।

যেমন ঢোকা—কাঁপতে-কাঁপতে সম্মুখে তা'র গিয়ে
একেবারে চেঁচিয়ে উঠে'—মাথার দিব্যি দিয়ে
এমন কথা বল্লেন মা তা'রে,
মায়ে যাহা সন্তানেরে বল্‌তে নাহি পারে।
আরো বেশী বাড়াবাড়ীর গতিক দেখে'
মুখটি চেপে ধরে' পিছন থেকে
বিধু বল্লে—মা!
ঢের হয়েছে, থামো তুমি, আজ আর কিছু না।
কথা শুনে' রাখাল যেন মাটি,
চুপটি করে' আপন বিছানাটি
নিয়ে ধীরে পড়ল শুয়ে; সারাদিনের নাকাল—
তার উপরে মায়ের কাণ্ডে একেবারে ধন্দ আজকে রাখাল।

খানিক পরে
গিরিবালা ঢুকল এসে ঘরে,
বল্লে ডেকে—শীগ্‌গির করে' ছেড়ে কাপড়-জামা
মা বল্লেন, খেতে এস মামা।
মামার মুখে নাই কোনো উত্তর,
অনেক ডাকের পর,
'যাবনা যাঃ'—বলে' শেষে জবাব দিল ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর!
মিনিট দুয়েক একটু ঘুরে' এসে
আবার ডাক্‌তে এল গিরি, এবারে বল্লে সে—
রাত হয়েছে ঢের,
মা বল্লেন—দেরী কল্লে, আজকে পাবে টের!
—যেমন বলা—কি জানি তা' লাগ্‌ল কেমন কানে,
হাতের কাছে ছিপ ছিল সেইখানে—

একেবারে মাথায় তাহার বসিয়ে দিল বাড়ি ;
'মাগো ম'লাম্' বলে'—অম্নি লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে তা'রি !
সাড়াটি নাই দেহে—
কপাল কেটে রক্তধারা ছুট্‌ল মেঝে বেয়ে !

তারপরে যে চেঁচামেচি, বাঁধা-ছাঁদার পালা,
কান্নাকাটি, মাথাতে জলঢালা—
চুপ্‌টি করে' রাখাল সবি দেখ্‌ল ঘরে বসে'
অসহ্য আপশোষে !
ব্যথাভরা মুখটি মায়ের, আজনমের অপমানের রাশি—
একে-একে উঠ্‌ল মনে ভাসি' !
পায়ের কাছে ঐ যে দু'টি দাগ—
খুনের মত রক্ত-আঁখি—ঐ ত আমার অন্ধ মনের রাগ !
—কি করেছি, কি করেছি, ওরে !
মানুষ আমি ? এ মুখ আমার দেখাই কেমন করে' !
গিরিবালা, মোদের গিরিবালা,
মোমের মত মুখখানি তার মায়ার ছাঁচে ঢালা !
—এই ত ডেকে কোথায় গেল আজ ?
মূর্চ্ছিত সেই মূর্ত্তিখানি, কি যে ব্যথার বাজ
হান্‌ল তাহার বুকে !
দীর্ঘ বারোবছর-কালের অজানা কোন্ দুখে
এ যেন রে প্রথম জাগরণ !
সঙ্গে নিয়ে এক মুহূর্ত্তে শতযুগের সুতীব্র দহন !
—কিন্তু ওকি ! ওঘর থেকে চেঁচায় না ত আর ?
ভাল করে' খুলে' ঘরের দ্বার,
রইল বালক ব্যাকুল কানটি পেতে ;
মনে কল্লে দেখে আসি, সাহস তবু হ'লনা আর যেতে।

বুকের মধ্যে উঠ্‌ল কেঁপে—গিয়েই দেখি যদি—
ভাবতে আর সে পাল্লেনাক—দু'টি চক্ষে বইল অশ্রুনদী !
দেব্‌তাকে সে বল্লে ডেকে—ওগো, আমায় নাও—
ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও, এবার তা'রে ফিরিয়ে আমায় দাও !

এম্‌নি করে রাত্রি গেল চলে' ;
পরের দিনে, সকাল হলে',
মায়ের ঘরে রাখাল গিয়ে দৃঢ়পায়ে উঠ্‌ল একেবারে ;—
হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না তা'রে !
বারেক তাহার মুখের পানে চেয়ে
মায়ের চোখে অশ্রু এল ছেয়ে—
ওপাশ ফিরে' শু'লেন তিনি ঘুরে' ;
আলো-ছায়ার নূতন খেলা আজকে তাঁহার চিত্ত-আকাশ যুড়ে' !
—মিথ্যে ভাবিস্‌না রে—
হাতটি ধরে' বল্লে দিদি তা'রে,
তেমন কিছু নয় রে ক্ষ্যাপা—একি !
কাঁদিস কেন ! এইখানে তুই একটু ব'স্‌ ত দেখি ;
চট্‌ করে মার রান্না তুলে' আসি,
কালকে থেকে আছেন উপবাসী !

গিরিবালা—মাথায় পটি বাঁধা—
একটি চোখের উপর দিয়ে—আরেক চোখে আধা
চাইল হেসে একটিবার সে মামার মুখে ধীরে !
রাখাল—সে কি বল্‌তে গিয়ে ফিরে'
বস্‌ল তাহার কোলের কাছে আস্তে-আস্তে হাতটি রেখে শিরে !

কায়া ও ছায়া

সেদিন যবে

সেদিন যবে মোদের ছাড়াছাড়ি—বচন-হারা সজল আঁখি নত ;
আধেক ভাঙা বুকের ব্যথা নিয়ে, কতদিনের—কতদিনের মত !
কপোল তব পাংশু হয়ে এল, চুম্বনেতে নাই সে নিবিড়তা ;—
সত্য বলি, সেই বিদায়ে যেন বুঝেছিলাম আজিকার এই ব্যথা।

শীতের উষার শিশির কণা লেগে' ললাট আমার এল যে হিম হয়ে ;—
তা'তেই যেন আজিকার এই দশা ইঙ্গিতেতে দিল আমায় কয়ে !
সে সব শপথ কোথায় গেছে ভেঙে—নামে তোমার শুনি অনেক কথা ;
হেথায় হ'তে সে সব কথা শুনে' তোমার লাগি' আমার জাগে ব্যথা !

সাক্ষাতে মোর নাম করে তোর লোকে—কাণে আসে মৃত্যুশ্বাসের মত ;
সর্ব্ব দেহ শিউরে উঠে মোর—কেন রে তুই প্রিয় ছিলি এত ?
জানে না তা'রা—আমি যে তোরে জানি,—যেমন জানা কেউ জানে না আর
যাহার লাগি' ভুগিতে হবে কত—ভাষায় হায় নাহিক ভাষা তা'র !

গোপনে বড় মোদের সে মিলন, নীরবে আজি কাঁদিতে হবে তাই ;
হৃদয় তোর—ছলনা সেও জানে, ভুলিতে পারে—সেকথা ভাবি নাই !
তবুও যদি দীর্ঘ দিন শেষে আবার দেখা হয় সে চোখে চোখে ;—
কেমনে বল্—বরিব তোরে আমি ?—সজল চোখে, নীরব নত মুখে !

বায়রণ

সার্টের গান

অবশ আঙুল—সরু কাঠির মত, ভারি-ভারি রাঙা আঁখির পাতা—
কে রমণী—ছেঁড়া বসন-পরা, নতমুখে ছুঁচে পরায় সূতা ?
শেলাই শুধু শেলাই আর শেলাই—পেটের দায়ে, ক্ষুধায় এবং ধূলায়,
ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে শুধু কেবল "সার্টের গান"টি গাহি' সারা বেলায় !

খাটো শুধু খাটো আর খাটো—ভোর না হ'তে পাখী যখন ডাকে ;
খাটো খাটো, যতক্ষণ না আসে তারার আলো ভাঙা চালের ফাঁকে।
সভ্যতাহীন তুর্কী ক্রীতদাসী সহস্রগুণ ভাল যে এর চেয়ে ;
মুক্তিচিন্তা ভাব্‌তে হয়না তা'কে—হায়রে কপাল খ্রীষ্টধর্ম্মী মেয়ে !

খাটো শুধু খাটো আর খাটো, যতক্ষণ না মাথা ঘুরে' পড়' ;
খাটো খাটো, যতক্ষণ না আঁধার চোখের উপর হয়ে আসে জড়' ;
মুড়ি আর সেলাই আর ফোঁড়—ফোঁড় আর সেলাই আর মুড়ি ;
বোতাম 'পরে ঢুলে' পড়ি ঘুমে—স্বপন দেখি, তা'তেও তালি যুড়ি !

হায়রে পুরুষ ! বোন আছে যার ঘরে, হায়রে, ঘরে আছে যাদের নারী-
কাপড় শুধু ছিঁড়িস না ত তোরা, নারীর পরাণ ছিঁড়িস্ সাথে তা'রি !
সেলাই শুধু সেলাই আর সেলাই—দারিদ্র্যে ও ক্ষুধা এবং ধূলায় ;
যোড়া-সূতায় একই সাথে বুনি—পিরাণ এবং মরণ-ঢাকা দোলাই !

মরার কথা তুলিই বা সে কেন, ভূতের মত চেহারা যা'র—মরণ !
বিকট সে রূপ ভয় করি না আমি, চেহারা তা'র আমারি ত মতন !
মোরই মত রূপটি তাহার হবে—উপবাসে অস্থি-চর্ম্ম-সার ;
হায়রে অন্ন ! আক্রা তুই-ই এত—রক্ত মাংস—সস্তা মূল্য তা'র !

খাটো শুধু খাটো আর খাটো—খাটুনি যে কমেনাক আমার!
কিসের জন্য—খড়ের শয্যা আর পোড়া রুটি, ছেড়া কাঁথা যাহার?
ছেঁড়া চাল আর ভিজে মেঝে ঘরের, ভাঙা টেবিল, খোঁড়া চেয়ারখানি,
ফাটা দেয়াল—যা'র উপরে দেখে' চেহারা মোর—বলিহারি মানি!

খাটো শুধু খাটো আর খাটো, ঘণ্টা পরে ঘণ্টা বেজে যায়;
খাটো—যেমন কয়েদীরা খাটে অপরাধের শাস্তি-ব্যবস্থায়!
মুড়ি আর সেলাই আর ফোঁড়, ফোঁড় আর সেলাই আর মুড়ি—
যতক্ষণ না বক্ষ উঠে কাঁপি,' বাহু অসাড়, মাথা ওঠে ঘুরি'!

খাটো শুধু খাটো আর খাটো, দারুণ মাঘের আঁধার কুয়াশাতে,
খাটো খাটো—প্রফুল্ল সুন্দর মধুমাসের সুমন্দ হাওয়াতে।
ঘরের ছাদে বাতায়নের উপর বাসা বাঁধ্‌তে টিয়া যে সব আসে—
রৌদ্র-চিকণ রঙিন পাখা মেলি' তা'রাও আমার দশা দেখে' হাসে!

হায়রে কোথায় গেল সে সব দিন, বাগানভরা মৌল-ফুল-বাস;
মাথার উপর হাসে উদার আকাশ,—পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ঘাস!
হায়রে, যদি খানিক ক্ষণের মতন—পেতাম হ'তে অতীত কালের মত',
অভাব যবে ছিলনাক জানা—কিম্বা পোড়া পেটের জ্বালা যত!

শুদ্ধ কেবল ঘণ্টা খানেক সময়—একটু কেবল হাঁপছাড়িবার ছুটি;
প্রেমের জন্য—আশার জন্য নয়, কাঁদ্‌ব কেবল ভূঁয়ের উপর লুটি'।
একটু শুধু কাঁদ্‌তে পেলে বাঁচি, কিন্তু অশ্রু রুধ্‌তে হবে পাতায়;
নইলে নজর থাক্‌বেনা ঠিক চোখে,—কেমন করে' পরাব ছুঁচ সূতায়?

অবশ আঙুল—অসাড় পরিশ্রমে, ভারি-ভারি রাঙা আঁখির পাতা—
কে রমণী—সরমহীনা বেশে, নতমুখে ছুঁচে পরায় সূতা?
সেলাই শুধু সেলাই আর সেলাই—পেটের দায়ে ক্ষুধায় এবং ধূলায়,
ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে শুধু কেবল—সার্টের গানটি গাহি' সারা বেলায়;
ধনীর কানে না যদি যায় স্বর—মিছা কাঁদা—মিছা এত বলায়!

টমাস্‌ হুড্‌

আবাহন

এস এস হে আনন্দ, এস হে বিষাদ,
নরক-তিমির এস—স্বরগের আলো,
এস 'আজ'—এস 'কাল' ; পূরাও গো সাধ·
দুজনারে এক সাথে আমি বাসি ভালো।
সুন্দর বসন্ত-প্রাতে, মুখখানি কালো
ভালবাসি—উল্কাপাতে উল্লাসের হাসি—
ভালমন্দ—এক সঙ্গে দোঁহে ভালবাসি।

দাবাগ্নির বক্ষোপরে উন্মুক্ত প্রান্তর,
বিস্ময়ের মুগ্ধ মুখে উচ্চ কলস্বর ;
গম্ভীর মুখশ্রী আর রঙ্গ এক সাথে,
শ্মশানের হরিধ্বনি বিবাহের রাতে !
স্তন্যপায়ী শিশু—তা'র খুলি নিয়ে খেলা,
মগ্ন তরণীর দৃশ্য শান্ত ভোর বেলা ;
শ্যাম-লতা অঙ্গে বিষবল্লীর গাঁথনি,
প্রস্ফুট গোলাপকুঞ্জে সর্প-গরজনি ;
ক্লিওপেট্রা—সুসজ্জিত রাজ্ঞী-আড়ম্বরে—
ভুজঙ্গ-দংশন-চিহ্ন রক্ত পয়োধরে ;
নর্ত্তনের বাদ্য সাথে আর্ত্ত কণ্ঠরোল,
পাশাপাশি এক সঙ্গে পণ্ডিত পাগল।
রৌদ্র ও করুণরস—একত্র মিলন,
রাহুর উন্মুক্ত গ্রাসে মধ্যাহ্ন-তপন ;
হাসি শেষে কান্না, ফিরে' পুন হাসিমুখ,—
হায়, সে কি সুমধুর বেদনার সুখ !

এস রুদ্র, তুমিও গো করুণা-সুন্দরি,
মুখের অঞ্চলবাস দূরে অপসরি'
দেখা দাও, দেখা দাও, দাও দেখিবারে
দিবারাত্র যুগ্মশোভা যুক্ত একাধারে;
মিটাই গো তৃষ্ণা আজি উপকণ্ঠ ভরি'
বেদনার মহানন্দ-রস পান করি';
রচি যেন কুঞ্জ মোর বিল্ব-বিটপীতে,
তুলসী-মঞ্জরী-মালা গ্রন্থিত যাহায়;
নিম্ব আর দেবদারু যার চারিভিতে—
লভিব বিশ্রাম সেথা শ্মশান-শয্যায়।

কীট্‌স্

সন্ধ্যায় মিলন

ধূসর সমুদ্রতীরে সুদীর্ঘ প্রান্তর দেখা যায়,
পীত অর্দ্ধচন্দ্রখানি পশ্চিমের দিগন্তসীমায়।
কম্পিত চঞ্চল ঊর্ম্মি সুপ্তি হ'তে যেন জেগে উঠি'
উজ্জ্বল কুণ্ডলাকারে কে কাহার গায়ে পড়ে লুটি'।

উতরিনু তটপ্রান্তে, তীর-তরু-ঘেরা বালুচরে—
থামিল তরণীস্পন্দ শৈবাল-কলঙ্কী বেলা 'পরে।
তার পরে ক্রোশাধিক সাগর-সুগন্ধি বালুতীর,—
পরে গুটিকত ক্ষেত্র—তারি প্রান্তে নিষণ্ণ কুটীর।

—একটি আঘাত ধীরে লঘু হস্তে বাতায়নপরে,
অমনি আলোকরশ্মি উজ্জলিল অন্ধকার ঘরে।
আশঙ্কা আনন্দে মৃদু একখানি কণ্ঠ,—পরক্ষণে
দুখানি কম্পিত হিয়া দুরু দুরু মিলন-পীড়নে।

প্রভাতে বিদায়

সঙ্কীর্ণ তীরের সীমা সাগরে ঘিরেছে একেবারে;
সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোক দেখা যায় শৈল-পরপারে,
সরল সে পথখানি, তা'র লাগি' স্বর্ণালোক ভরা—
আর মোর লাগি'—কোথা কর্ম্মময় লোকময় ধরা!

ব্রাউনিং

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে! হাজার তুমি মান্য পাও,
আমি তোমার খ্যাতির নহি ভক্ত!
তুমি শুধু খেলার ছলে পরের মনটি জিন্‌তে চাও
প্রেমের পায়ে না হয়ে অনুরক্ত।
মেলিয়াছিলে আমার 'পরে কুহক-ভরা মুগ্ধ চোখ,
জানিয়া তাই সরিয়াছিনু বাহিরে;
রাজকুমারি, বংশ তব লক্ষ খ্যাতিযুক্ত হোক্,
আমি ত তবু তোমারে নাহি চাহিরে।

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে! মহতী তব মহিমা,
জানিগো তব উচ্চ কুলগর্ব্ব;
নিজে যে বহে নিজের নাম, নিজের গুণগরিমা—
তাহার কাছে নিখিল খ্যাতি খর্ব্ব!
হৃদয় মোর বিরহে তব ভাঙিবে কভু—ভেবোনা আর,
এ হৃদি আরো খাঁটি ধনের সন্ধানী;
তরুণী যদি সরলা হয়, অনেক বেশী মূল্য তা'র,
অযুত মান চরণে তার বন্দিনী!

রাজকুমারি, রাজঝিয়ারি, যশের খ্যাতি—সব দিয়ে,
বাছিয়া লও অন্য কোন' ভক্ত;
দিন-দুনিয়া-মালিক হ'লেও, তবু আমার মন নিয়ে
অমন মনে হয় না অনুরক্ত!
বাস্‌তে ভালো জানি কি না, তুমি শুধু জান্‌তে চাও,
উত্তরে তার ঘৃণাই আমার—বল্‌তে হয়;
পাথর-গাঁথা মোটা তোমার থামের মাথার সিংহটাও
আমার চেয়ে তোমার প্রতি শক্ত নয়!

রাজকুমারি, রাজদুলালি! হাজার মানের সিঁদুকটি,
আজকে ফিরে' অনেক কথাই হয় স্মরণ;
তিনটি বছর পেরোইনিক, ও-পাড়ার ঐ যুবকটি
মরল কেন—নয় কি তুমি তার কারণ?
মদির তব কটাক্ষটি, মধুর তোমার কণ্ঠস্বর,
মোহন তব মন ভুলাবার মন্ত্রটি!
কণ্ঠে তাহার দাগটি কিসের, কোথায় হ'তে মৃত্যুশর—
বলেনি কি গোপন হৃদয়-যন্ত্রটি?

রাজকুমারি, রাজঝিয়ারি ! শ্রদ্ধা রাখো অন্তরে,
উর্দ্ধপানে চেয়ে দেখ মেঘধারে ;
তোমার আমার—সবার পূর্ব্ব-পুরুষ যিনি তিনিই যে
হাসেন তব বনিয়াদির আব্‌দারে !
যাহোক তাহোক, শোন' আমার সরল মনের অহঙ্কার,
মহত্ত্ব—সে থাকে নিজের অন্তরে ;
চিত্তে যদি দয়া থাকে, মুকুট চেয়ে মূল্য তা'র,
সরল নিষ্ঠা খ্যাতির সেরা মন্ত্র রে !

রাজকুমারি, রাজদুলালি ! দৃঢ় আমার বিশ্বাস এ—
প্রাসাদ-শিরে ক্লেশের তব অন্ত নাই ;
গরবী ও আঁখির জ্যোতি নিব্‌ছে প্রতি নিশ্বাসে,
পুষ্প-শেজে লুট্‌ছ দারুণ যন্ত্রণায় !
স্বাস্থ্যে ভরা রূপটি তব, বাক্স ভরা বিত্তেতে,
তবু সে কোন্ নিত্য-ব্যাধি সঙ্গিনী ;
কেমন করে' সময় কাটে—চিন্তা সদা চিত্তেতে,
তাইতে অমন খেলার রঙে রঙ্গিনী !

রাজকুমারি, রাজকুমারি ! গুণছ বসে' খ্যাতির ঢেউ,
সময় যদি কোনমতেই কাট্‌ছে না ;
বিস্তৃত এ রাজ্যে তব দরিদ্র কি নাইক কেউ,
দ্বারে তোমার ভিক্ষুকও কি যুট্‌ছে না ?
অনাথ ছেলে—তাদের ডেকে যত্নভরে শিক্ষা দাও,
অনাথ মেয়ে,—গৃহকর্ম্ম শিখাও তা'য় ;
পরমেশের পরম পদে নারী-হৃদয় ভিক্ষা চাও,
পরাণ নিয়ে খেলা হ'তে লও বিদায়।

টেনিসন

বাতায়নতলে

নিশার প্রথম মধুর ঘুমের ঘোরে,
জেগে' উঠি আমি স্বপনে হেরিয়া তোরে ;—
অলস বাতাস যখন সুধীরে বহে,
উজ্জ্বল তারকা আকাশে চাহিয়া রহে।
জেগে' উঠি যবে স্বপনে তোমারে দেখে',
কে যেন অমনি ইঙ্গিতে মোরে ডেকে'—
নিয়ে যায় চলে' জানিনা কিসের ছলে,
প্রেয়সি, তোমারি গৃহ-বাতায়ন তলে !

অথির সমীর—ধীরে সে মূরছি' পড়ে
নিকষ-কৃষ্ণ নিথর সরসী 'পরে ;
চাঁপার গন্ধ আপনি মিলায়ে যায়—
নিশীথ-স্বপনে ভাবের আবেশ প্রায় ;
শ্যামার কাতর কাকলী ক্রমে সে—হায়,
কণ্ঠে তাহার আপনি থামিয়া যায় ;—
যেমন করিয়া আমি যাব কবে ঝরে'
প্রিয়তমে মোর, তোমারি বুকের 'পরে !

সখিরে, আমারে ধূলি হ'তে তুলে' নে ;
মরি বুঝি আমি—পারিনাক আর যে !
প্রেমচুম্বন—অমৃতের নির্ঝরে
নয়ন অধর দে আমার আজি ভরে'।
কপোল যে মোর পাণ্ডুর সুশীতল,
সঘনে আবেশে কাঁপিছে বক্ষতল,—
কোমল বক্ষে তাহারে চাপিয়া ধর্—
টুটিয়া ফাটিয়া যাক্ সে তাহারি 'পর।

শেলি

স্মৃতি

কতদিন—কতদিন নীরব নিশীথে,
না নামিতে চোখে ঘুমভার,—
ব্যথিত অতীত-স্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিনকার !
শৈশবের হাসি অশ্রু, সুদিন দুর্দ্দিন
বাল্য-প্রণয়ের কথা কত ;
সে সব উজ্জ্বল আঁখি আজি জ্যোতিহীন—
ছিল যাহা করুণা-আনত ;
আনন্দ অন্তরগুলি ছিল যা' সেদিন,
ভগ্ন আজি মরণ-আহত !
—তাই, কত—কতদিন নীরব নিশীথে,
না নামিতে চোখে ঘুমভার,—
বিষণ্ণ ব্যথিত স্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিনকার !

অতীত সে সব কথা পড়ে যবে মনে,
প্রাণোপম প্রিয় বন্ধুগণ,—
একে একে ঝরে' পড়ে হিম-আগমনে
শুষ্ক চ্যুত পত্রের মতন !
মনে হয় যেন কোনো উৎসব মন্দিরে
পরিত্যক্ত শূন্য চারিধার ;
একে একে দীপগুলি নিভায়েছে ধীরে,
পড়ে' আছে ছিন্ন ফুলহার ;
সঙ্গীহীন শূন্য গৃহে ভ্রমিতেছি ফিরে'
পদধ্বনি গণি' আপনার !

—তাই, কত—কতদিন নীরব নিশীথে
না নামিতে চোখে ঘুমভার ;
ব্যথিত অতীত-স্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার !

মূব

সাকি ও সরাব

তরুণী ইরাণি-বালা, বারেক ফিরিয়া যদি চাও,
আকুল বাহুটি মোর কণ্ঠে তব জড়াইয়া দাও ;
গোলাপ-কপোল দু'টী, করশতদল সুকুমার—
অপার আনন্দরসে ডুবাইবে কবিরে তোমার।
বোখারা-সুবর্ণরাশি ; সমরখণ্ড্-রত্নরাজি দিলে,—
ছার সে ঐশ্বর্য্যশোভা—তোর সাথে তুলনা কি মিলে ?

ঢালো ঢালো স্বর্ণপাত্রে তরল মদিরা সুধাধার,
দূর করি' দাও দূরে বিষাদের কুয়াশা-আঁধার।
কপট ধার্ম্মিকদল যদি কিছু বলে রুক্ষস্বরে,
তখনি সমুচ্চকণ্ঠে বলো' তা'র মুখের উপরে—
কোথায় তোমার স্বর্গে রুক্নাবাদ স্ফটিকনির্ম্মলা,
বুল্‌বুল্‌কাকলী পূর্ণ কোথা সেথা নিকুঞ্জ 'মোজলা' ?

রে মোহিনি, রে নিষ্ঠুরা, রে সুন্দরি জ্বলন্তমাধুরি !
চিরকাল তুই কিরে করিবি রে চিত্ত মোর চুরি ?
যেমনি দেখাস্ তুই সর্ব্বনাশী রূপরাশি তোর,
প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিখানি অন্তর আকুলি' দেয় মোর।
আহত হৃদয় বিঁধি' জাগে তোর নয়ন অরুণ,
—তাতারের তীক্ষ্ণ শর নহে কভু অত অকরুণ।

হায়, প্রেম দিশাহারা—বৃথায় কাঁদিয়া শুধু মরে ;—
বৃথা বহে দীর্ঘশ্বাস, বৃথায় নয়নে ধারা ঝরে !
চির সুন্দরীর কাছে এসকল মিথ্যা অর্থহারা,
যতই ফাটুক বুক—যতই ঝরুক আঁখিধারা।
গালেতে গোলাপ যা'র, অলক্তকে সেকি সাজে ভালো,—
কাজলে কি কাজ তা'র, তারা যা'র তা'র চেয়ে কালো ?

তুলোনা ভাগ্যের কথা, বীণাযন্ত্রে ধরো অন্য সুর,
করো স্তব সিরাজের স্বচ্ছশোভা সুবর্ণ সীধুর !
চলুক্ সুগন্ধ গীত, কুসুমের উঠুক বন্দন,
সত্য কি অলীক সব,—জীবন কি অরণ্যে ক্রন্দন ?
গাহ প্রণয়ের গান, মজি' রহ আনন্দপাথারে,
যেয়োনা খুঁজিতে মিছে রহস্যের অজ্ঞাত আঁধারে।

রে মোহন, ত্রিভুবন মুগ্ধ তোর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে ;
রে সুন্দর, সুরনর ফিরে তোর অঙ্গুলি ইঙ্গিতে।
সীমাহারা তোর শক্তি, শ্রেষ্ঠ বীর তুই ধরাতলে,
স্বর্গের দেবতা আসি' পড়ে লুটি' তোর পদতলে।
রে চিররহস্যময়ি, এ কি তোর নিদারুণ রঙ্গ,
হায় দীপ্ত বহ্নিশিখা, হায় ক্ষুদ্র মানব পতঙ্গ !

হে মোর তরুণী সাকি, ধরো এই উপদেশ কথা,
—নবীনের মুগ্ধ কর্ণে প্রবীণের অভিজ্ঞ বারতা ;—
সুস্বর সারঙ্গ-ধ্বনি কানে যবে করে পরবেশ,
ফেনিল উচ্ছল সুরা চোখে আনে অপূবর আবেশ,
মন্দ মন্দ সন্ধ্যাবায়ু বসোরার গন্ধ বহি' আনে,
নিঃশেষে করহ ভোগ—নীতিকথা তুলিওনা কানে।

রে নিদয়ে, হৃদয়ের বেদনারে করিয়াছ প্রিয়,
তোমার কটাক্ষ-ঘাত মরণেরে করেছে অমিয়!
তীব্র অবহেলাপূর্ণ এত যে নিষ্ঠুর তব বাণী—
মধুর অধর হ'তে আসে—তাই মধু ব'লে মানি।
বাঁকা সুধাকরে-আঁকা অধরের মধুর রচন—
কেমনে ফুটিবে সেথা নিদারুণ পরুষ বচন ?

সাজায়ে সহজ কথা—সঙ্কোচে সন্দেহে ম্রিয়মাণ,
তোমারি উদ্দেশে প্রিয়া, রচি' দিনু ছোট এই গান।
অনিপুণ হস্তে গাঁথা তুচ্ছ এই প্রবালের মালা—
তোমার কোমল কণ্ঠে পরাইতে বড় সাধ, বালা।
করুণ তরুণীদলে বলে বটে এরে মনোহর,
—তোমারি পরশলাভে শুধু হবে সার্থক সুন্দর।

হাফেজ.